চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

সিস্টার
Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 May, 2020 ■ আগরতলা, ২১ মে ২০২০ ইং ■ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আমফান'র দাপটে ওড়িশা ও বাংলার বহু জেলা তছনছ, ত্রিপুরাতেও বৃষ্টি

নয়াদিল্লি/কলকাতা/আগরতলা, ২০ মে।। আমফান'র দাপটে ওড়িশা ও বাংলার বহু জেলা তছনছ, ত্রিপুরাতেও বৃষ্টি। পশ্চিমবঙ্গ এবং ওডিশা মিলিয়ে ৪.৫ লক্ষ স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এনডিআরএফের ডিরেক্টর জেনারেল এস এন প্রধান। বুধবার এক ভিডিও বার্তায় এস এন প্রধান জানিয়েছেন, ওডিশায় ১.২০ থেকে ১.২৫ লাখ স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা ৩. ৩০ লক্ষ। বর্তমানে হওয়ার গতিবেগ ১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় রয়েছে।বেলা যত বাড়বে হাওয়ার গতিবেগও পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাবে।অমাবস্যা থাকার কারণে ঢেউ এর উচ্চতা ৪ থেকে ৬ মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

দুই রাজ্যের প্রশাসন এবং এনডিআরএফের সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছে। ঘটনাস্থল থেকে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং ওডিশায় বৃষ্টি ও ঝড় বইছে। দুই রাজ্যে রিজার্ভ সহ মোতায়েন রয়েছে এনডিআরএফের ৪১ টি দল।ওডিশার সাত জেলায় সক্রিয় রয়েছে এনডিআরএফ এর ১৫ টি টিম।রিজার্ভে রয়েছে পাঁচটি।পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় রয়েছে ১৯ টি টিম।রিজার্ভ রয়েছে দুই। পশ্চিমবঙ্গের ছটি জেলায় ১৯ টি সক্রিয় রয়েছে। এই ঘূর্ণিঝড় খুবই শক্তিশালী হতে চলেছে।

বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ ওই অতি মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়টি আছড়ে পড়ে বলে জানিয়েছে দিল্লির মৌসম ভবন। সেই সময় ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণনের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ১৫৫-১৬৫ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮৫ কিলোমিটার ছিল। সন্ধ্যা ৭টা বেজে ২০ মিনিটে কলকাতায় সেই ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ১৩৩ কিলোমিটার। এর জেরে লন্ডভন্ড পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কলকাতা-সহ দুই ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে। হাওড়া, হুগলি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের অবস্থাও ভয়াবহ। হাজার হাজার কাঁচাবাড়ি এবং গাছপালা ভাঙার খবর আসছে এই সব জেলা থেকে। তবে বাস্তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এর অনেক গুণ বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত তিন জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বুধবার দুপুর আড়াইটে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমফান নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্র, স্বাস্থ্য মন্ত্রস, এনডিআরএফের আধিকারীকরা বৈঠক করেছেন নয়াদিল্লীতে বুধবার। ছবি-পিআইবি।

দেশের মধ্যে যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা ফের চালু হচ্ছে ২৫ মে

নয়াদিল্লী, ২০ মে।। দেশের মধ্যে যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা আগামী সোমবার থেকেই ফের চালু হচ্ছে। তবে তা হবে নিয়ন্ত্রিত ভাবে। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী হরদীপ পুরি বুধবার এই খবর দিয়েছেন। এ দিন তাঁর একটি টুইটে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী ২৫ মে থেকে নিয়ন্ত্রিত ভাবে দেশের মধ্যে বিমান পরিষেবা ফের চালু করার ব্যাপারে দেশের সবক'টি উড়ান সংস্থা ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। করোনা সংক্রমণের প্রেক্ষিতে মার্চের শেষের দিক থেকেই দেশ জুড়ে লকডাউন ঘোষণার পর দেশের মধ্যে বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিমান পরিষেবা ফের শুরু হলেও যাত্রী নেওয়া হবে সোশ্যাল ডিসট্যান্সিংয়ের নিয়মকানুন মেনে। তিনটি আসনের মধ্যবর্তী আসনটি খালি রাখা হবে।

[illegible]

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি.স.)।। ভারতে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৩০৩ এবং সংক্রমিত ১০,৬৭,৫০ জন। ভারতে করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৪২,২৯৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৬১১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার নালায় নতুনবাজারে ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। বুধবার সকালে রাজধানী আগরতলার অভয়নগরে অবস্থিত ব্লাডসান ক্লাবের পাশে একটি নালা থেকে জনৈক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম রবি দেবনাথ। বাড়ি মালঞ্চ নিবাস সংলগ্ন এজি আবাসিক এলাকায়। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এটি হত্যাকাণ্ড, না নালায় পড়ে রবিবাবুর মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, আজ বেলা ১১ টা নাগাদ স্থানীয় জনগণ অভয়নগর বাজারের পেছনে ব্লাডসান ক্লাবের পাশে একটি নালায় ওই ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তে এলাকার লোকজন ভিড় জমাতে শুরু করেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনী এবং জিবি আউটপোস্টের পুলিশকে। খবর পেয়ে ছুটে আসে দমকল বাহিনী এবং জিবি আউটপোস্টের পুলিশ। নালা থেকে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু জিবি হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

অনেকেই আশঙ্কা করছেন, নেশাগ্রস্ত হয়ে হয়তো রবি দেবনাথ নালার পাশে বসেছিলেন। শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে হয়তো নালায় পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এ-বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে জিবি আউটপোস্টের ওসি সঞ্জীব দেববর্মা জানান, ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত এ-বিষয়ে নিশ্চিত কোনও তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। জিবি আউটপোস্ট পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গলায় ফাঁস জড়ানো ঝুলন্ত এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় পরিবারের লোকজন হত্যার অভিযোগ এনেছেন। গোমতি জেলার নতুনবাজার থানাধীন লেবাছড়া এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর নাম মইদুল হুসেন।

বুধবার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি আম গাছে ওই যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় জনগণ। মৃতের পরিবারের সদস্যের দাবি, তার মুখ বাঁধা ছিল। তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে আম গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেছেন। প্রণয়ঘটিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুরনিগম এলাকায় মিটার অটো, ভাড়ার বিন্যাস দুই স্তরে, মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। পুরনিগম এলাকায় সমস্ত অটোতে বসবে মিটার। দুই স্তরে ভাড়ার বিন্যাসে মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। ফলে, শীঘ্রই মিটার অটো সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই

তিনি বলেন, ২০১৮ সালের ৫ জুলাই এবং ২০১৯ সালের ২০ জুন ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা পুরনিগম এলাকায় মিটার অটো চালু সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাতে ভাড়ার তিনটি স্তর বিন্যাস করা হয়েছিল। কিন্তু লিগাল মেট্রোলজি দফতর ভাড়ার বিন্যাসে তিনটি স্তরে আপত্তি জানায়। তাঁদের পরামর্শ মিটার অটোয় ভাড়ার স্তর হতে হবে দুটি। তার বেশি রাখা যাবে না। সে-মোতাবেক আজ মন্ত্রিসভা মিটার অটো চালু এবং ভাড়ায় দুটি স্তরের অনুমোদন দিয়েছে, বলেন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর কথায়, অটোয় উঠলে ৪.২ কিমি পর্যন্ত যাত্রীকে ভাড়া গুনতে হবে ৩০ টাকা। এর পর প্রতি এক কিমি-এ ভাড়া দিতে হবে অতিরিক্ত ৭.২০ টাকা করে। তিনি বলেন, একটি অটোয় সর্বোচ্চ তিন যাত্রী একত্রে যেতে পারবেন। তারা ওই অটো ভাড়া নেবেন। সে-ক্ষেত্রে অটোর নির্দিষ্টি কোনও রুট থাকবে না।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, অটোর মিটার ক্রয়ে ২০১৯ সালের ২০ জুলাই দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। চারটি সংস্থা দরপত্র জমা দিয়েছিল। খুব শীঘ্রই মিটার অটো সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হবে, জানান তিনি।

পারস্পরিক দূরত্ব বজায় না রাখলে বেসরকারি বাস মালিক দোকানীদের হাজার টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। পারস্পরিক দূরত্ব মেনেই চালাতে হবে বাস। এ-ক্ষেত্রে যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি করা যাবে না। তাতে বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস মালিকরা রাস্তায় বাস না নামালে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারি বাস চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। শুধু তা-ই নয়, বাসে যাত্রী পরিবহণে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা না হলে ১০০০ টাকা জরিমানা করা হবে বলে মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। এদিকে, দোকানেও পারস্পরিক দূরত্ব বজায় না থাকলে সংশ্লিষ্ট দোকানদারকে ১০০০ টাকা জরিমানা করা হবে।

এ-বিষয়ে বুধবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, করোনা মোকাবিলায় পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা খুবই জরুরি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই নিয়ম লঙ্ঘন করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, দোকানে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা না হলে দোকানদারকে ১০০০ জরিমানার জন্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। এ-ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম দোকানদারকে মানতেই হবে। অন্যথায় জরিমানা দিতে হবে।

তিনি বলেন, বেসরকারি যাত্রীবাহী বাসের ক্ষেত্রেও নিয়মে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন থেকে ৫০ শতাংশ আসনে যাত্রী নিয়ে গাড়ি চালাতে হবে, এমন নিয়ম আনার বিষয়ে মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। শুধুমাত্র পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখেই যাত্রীবাহী বাস চালাতে পারবে। কিন্তু এই নিয়ম লঙ্ঘন হলে ১০০০ জরিমানা আদায় করা হবে।

তাঁর বক্তব্য, এখনই বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস কিংবা ছোট গাড়িতে ভাড়া বৃদ্ধির পক্ষে নয় ত্রিপুরা সরকার। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু রুটে সরকারি বাস চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল পরিবহণ মন্ত্রী এ-বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবেন, বলেন শিক্ষামন্ত্রী। তাতে মনে করা হচ্ছে, পারস্পরিক দূরত্ব মেনে বাস চালাতে ভাড়া বৃদ্ধি না হলে বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস মালিকরা পরিষেবা বন্ধ রাখতে পারেন। তাই যাত্রী সুবিধার্থে সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থাকে কাজে লাগাতে চাইছে ত্রিপুরা সরকার।

রাজ্যের ছয় জেলাতেই সংক্রমণ আক্রান্তের সংখ্যা বেড় ১৭৩ জন

চেন্নাই ফেরত নাগরিকরা চিন্তায় ফেলল প্রশাসনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। ট্রেনে চেন্নাই ফেরত ত্রিপুরায় আরও চারজনের দেহে করোনা সংক্রমণ মিলেছে। তাঁদের আজ(বুধবার ভগৎ সিং যুব আবাসে কোভিড কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে ত্রিপুরায় ১৭৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু, বহির্রাজ্য থেকে আগত ত্রিপুরার নাগরিকদের দেহে করোনা সংক্রমণের ঘটনায় রাজ্য প্রশাসনের চিন্তা বাড়িয়েছে। সাথে রাজ্যবাসীর বেড়েছে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক। কারণ, ধলাই, গোমতি, খোয়াই ও উত্তর ত্রিপুরা জেলার সাথে এখন সিপাহিজলা এবং ঊনকোটি জেলাও করোনা সংক্রমিতের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে।

মঙ্গলবার গভীর রাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক ট্যুইট বার্তায় জানিয়েছেন, ৮৫০টি নমুনা পরীক্ষায় চারজনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁরা সকলেই চেন্নাই থেকে ফিরেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই চারজনের মধ্যে সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত আড়ালিয়া ও টাকারজলার, ধলাই জেলার জয়ন্তিবাজার এবং ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের এক জন করে বাসিন্দা রয়েছেন। ওই আধিকারিকের কথায়, চারজনকেই ভগৎ সিং যুব আবাসে কোভিড কেয়ার সেন্টারে রাখা হয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, ওই চার করোনা আক্রান্তের পরিবারের সদস্যদের বাড়িতেই একান্তবাসে রাখা হয়েছে। করোনা আক্রান্তদের চেন্নাই থেকে আগরতলায় ফেরত আসার পাঁচদিন পর তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নমুনা পরীক্ষা করা হবে। ওই আধিকারিক বলেন, চার করোনা আক্রান্ত ট্রেনের সি-২ এবং জে-৪ বগিতে ছিলেন। ফলে, তাঁদের সাথে সফর করেছেন এমন যাত্রীদেরও পাঁচদিন পর নমুনা পরীক্ষা করা হবে। ইতিমধ্যে, ওই চার করোনা আক্রান্তের ৩ কিমি জায়গায় করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আরও সতের জন সুস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। ত্রিপুরায় আরও ১৭ জন করোনা-আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছেন। তাঁদেরকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এখন প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে থাকবেন।

এ-বিষয়ে স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, আজ (বুধবার) ভগৎ সিং যুব আবাস থেকে ১৬ জন করোনা আক্রান্তকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ১০ দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। এখন তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ, তাই তাঁদের ছুটি দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ভগৎ সিং যুব আবাস থেকে যাঁদের ছুটি দেওয়া হয়েছে তাঁরা সকলেই বিএসএফ ৮৬ ব্যাটালিয়নের জওয়ান ও তাঁদের পরিবারের সদস্য। তাঁর কথায়, সুস্থ হয়ে ওঠা করোনা রোগীদের সর্ব কনিষ্ঠের বয়স ৩ বছর এবং সবচেয়ে বেশি ৪৯ বছর বয়সি।

ওই আধিকারিকের কথায়, এখন তাঁরা সাতদিন বিএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে থাকবেন। তিনি আরও জানান, জিবি হাসপাতাল থেকেও আজ একজন করোনা আক্রান্তকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে আজ ১৭ জন করোনায় আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে ছুটি পেয়েছেন।

হু'র এগজিকিউটিভ বোর্ড চেয়ারম্যান পদে বসছেন হর্ষ বর্ধন

নয়াদিল্লী, ২০ মে।। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু-র এগজিকিউটিভ বোর্ড চেয়ারম্যান পদে আসতে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। ২২ মে থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব তিনি নেবেন বলে সূত্রের খবর। বর্তমানে এই পদে রয়েছেন জাপানের ড় হিরোকি নাকাতানি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৩৪ সদস্যের এগজিকিউটিভ বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নাকাতানিকে সরিয়ে আসতে চলেছেন হর্ষ বর্ধন। ভারতীয় প্রতিনিধি এই পদে অভিষিক্ত করার বিষয়ে মঙ্গলবারেই সই করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৪টি সদস্য রাষ্ট্র। এখন এগজিকিটিভ বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে হর্ষ বর্ধনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়া-দাউদকান্দি নৌ-রুট চালু হচ্ছে সংযোজনী পত্রে স্বাক্ষর ভারত ও বাংলাদেশের

আগরতলা, ২০ মে (হিঃসঃ)।। দীর্ঘ প্রতীক্ষার আবাসন হল। ভারত ও বাংলাদেশের নৌ যোগাযোগের পরিসর বৃদ্ধিতে দুটি নতুন রুট চালুর সাথে দুই দেশের পাঁচটি করে নৌবন্দরকে 'পোর্ট অব কল' ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে ভারতের সঙ্গে নৌ রুটের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে দশটি। এছাড়া আগের ছয়টি নিয়ে 'পোর্ট অব কল' বেড়ে হয়েছে ১১টি। নতুন দুটি নৌ-রুট হল সোনামুড়া (ত্রিপুরা)-দাউদকান্দি (বাংলাদেশ) এবং দাউদকান্দি-সোনামুড়া।

নতুন পাঁচটি 'পোর্ট অব কল' হল ভারতের ধুলিয়ান, ময়া, কোলাঘাট, সোনামুড়া ও যোগিগোপা (অসম) এবং বাংলাদেশের রাজশাহী, সুলতানগঞ্জ, চিলমারি, দাউদকান্দি ও বাহাদুরাবাদ। নতুন পাঁচটি পোর্ট অব কল ঘোষণা হওয়ায় উভয় দেশের পণ্য পরিবহণকারী নৌ-যানগুলো ওই বন্দরে নোঙর করে মালামাল ওঠানো-নামানো এবং জ্বালানি নিতে পারবে। নতুন নৌ রুটের অনুমোদনে ত্রিপুরা দারুণভাবে উপকৃত হবে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোনামুড়া-দাউদকান্দি নৌ-রুটের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বুধবার বাংলাদেশ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রকের কনফারেন্স হল-এ পিআইডব্লিউটিটি-র দ্বিতীয় সংযোজনীপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এ সব তথ্য জানানো হয়েছে। দ্বিতীয় সংযোজনীপত্রে স্বাক্ষর করেছেন ঢাকাস্থিত ভারতের হাই কমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ এবং বাংলাদেশ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রকের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন চৌধুরী। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিআইডব্লিউটি-এর চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের কর্মকর্তারা।

ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০১৮ সালের ২৪ এবং ২৫ অক্টোবর নয়াদিল্লিতে এবং ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় উভয় দেশের নৌসচিব পর্যায়ের বৈঠক এবং পিআইডব্লিউটিটি-র স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে নতুন কয়েকটি 'পোর্ট অব কল', নতুন প্রটোকল রুট সংযোজন, হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ও ড্রেজিঙের জন্য পিআইডব্লিউটিটি-র দ্বিতীয় সংযোজনীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় সংযোজনীপত্রে স্বাক্ষর করেছেন ঢাকাস্থিত ভারতের হাই কমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ এবং বাংলাদেশ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রকের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন চৌধুরী।

দুই স্কুলের মাঝখানে বিলেতি মদের দোকান, প্রতিবাদ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ মে।। বিলেতি মদের দোকান বন্ধ করার দাবীতে এলাকার বিশিষ্টজনের এক প্রতিনিধিদল সিপাহীজলা জেলাশাসকের নিকট এই মর্মে এক দাবীসনদ তুলে দেন।

সম্প্রতিকালে জম্পুইজলা মহকুমাধীন জম্পুইজলা কলোনি এসবি স্কুল এবং মডার্ন ইডেন স্কুলের মধ্যবর্তীস্থানে বিলিতি মদের দোকান খোলার উদ্যোগ নিয়েছে। যে স্থানে মদের দোকান খোলা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় সেখানে পরপর দুইটি স্কুল রয়েছে দুইটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকার পরেও কিভাবে ওই এলাকায় মদের দোকান খোলা হবে সেটাই এখন প্রশ্ন। এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বুঝে উঠতে পারছেন না কিভাবে খোলা হবে মদের দোকান। প্রতিষ্ঠান সন্নিকটে মদের দোকান খোলা মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুস্থ পরিবেশ কি কলুষিত করা।

এহেন পরিস্থিতিতে এলাকার শিক্ষাবিদ এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ চাইছেন কোনমতেই যাতে এখানে মদের দোকান খোলা না হয়। জেলা প্রশাসন সহ দপ্তরের কর্মকর্তারা অবিলম্বে এই বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে এলাকার সাধারণ মানুষ বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে পারে বলে জানা যায়। যেখানে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে কান পাতলে শোনা যায় মদের দোকান বন্ধ করার গুঞ্জন। সাধারণ মানুষ আন্দোলন ছাড়াই জেলা প্রশাসন এবং দফতরের আধিকারিকরা অবিলম্বে এই মদের দোকান বন্ধ করা উদ্যোগ গ্রহণ করুক সেটাই চাইছেন এলাকার মানুষ। উদ্যোক্তাদের বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়া হলেও কর্ণপাত করতে রাজি নয় তারা। এখন দেখার এই বিষয়টি নিয়ে জেলা তথা দফতরের আধিকারিকরা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২১৭ ▫ ২১ মে ২০২০ ইং ▫৭ জ্যৈষ্ঠ ▫ বৃহস্পতিবার ▫১৪২৭ বঙ্গাব্দ

এডিসিতে নয়া জমানা

উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) এখন রাজ্য সরকারের পরিচালনায়। অতীতে এডিসিকে বিজেপির দখলে নিতে যথেষ্ট প্রয়াস সত্বেও সফল হয় নাই এই গেরুয়া দল। এইবার করোনার কল্যাণে এডিসি হাতছাড়া হয় সিপিআই(এম) দলের। স্বাভাবিক ভাবেই এডিসি কার্য্যত রাজ্য সরকারের পরিচালনায় গেল। করোনা মোকাবেলায় লকডানের কল্যাণে যথাসময়ে নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়ায় বর্তমান এক্সিকিউটিভ কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। ফলে, এডিসি সংবিধান মোতাবেক রাজ্যপালের হাতেই ন্যস্ত হইল। রাজ্যপালের যাবতীয় কাজই চলে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে। রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। তাঁহার নামেই রাজ্য চলে। ক্ষমতার হাত বদলের ঘটনায় কোন্ দলের কতখানি লাভ ক্ষতি হইল তাহা নিশ্চয়ই পর্য্যালোচনা হইবে। এডিসি এলাকায় সিপিএমের রাজত্বে কতখানি উন্নয়ন কাজ হইয়াছে বর্তমানে লকডাউনের সময়ে উপজাতি অংশের মানুষ কতখানি ভাল আছেন তাহাই তো বড় কথা। জেলা পরিষদের মুখ্য কার্য্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা পদত্যাগ করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহাদের রাজত্বে এডিসি এলাকায় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু, বাস্তব চিত্র কি সেই উন্নয়নের ঘটনা তুলিয়া ধরে? আসলে এডিসি প্রশাসনকে গত পাঁচ বছর কর্মচঞ্চল হইতে দেখা যায় নাই। এডিসির সদর দপ্তর খুমুলুঙ এর অবস্থা তো কহতব্য নহে। তাস লুড্ডো খেলার অভিযোগ আছে। অফিসের কাজে সাধারণ মানুষ সেই খুমুলুঙে গিয়া সত্যি সত্যিই হয়রানির শিকার হইয়াছেন। আসলে বাম আমলে এডিসি প্রশাসন মানুষের মনে আশার আলো আনিতে পারে নাই।

নির্বাচনের তো সুযোগ পাওয়া গেল না। বামেরা বিদায় নিতে বাধ্য হইলেন। এডিসি নতুন প্রশাসক বসিয়া গিয়াছেন। বামেরা ক্ষমতায় থাকিয়া নির্বাচন করিলে হয়তো কিছুটা সুযোগ পাইতেন। কিন্তু, আজ না হউক কাল তো নির্বাচন হইবেই। তবে সহসা নির্বাচনের পথে যাইতে চাহিবে না বিজেপি। কারণ, লকডাউনের কল্যাণে রাজ্যের বিধ্বস্ত পরিস্থিতি অবাধ ও সুস্থ পরিবেশ কায়েম হইতে পারে? এই পরিস্থিতিই নির্বাচনের পক্ষে সহায়ত হইতে পারে। কিন্তু, রাজ্যবাসী এখন নির্বাচনের চাইতে নিজেদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া পাইতে চাহিতেছেন। শুধু এডিসি এলাকা নহে সারা রাজ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা কবে ফিরিয়া আসিবে তাহা বলা মুশকিল। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হঠাৎ করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। তাহা কোথায় গিয়া শেষ হইবে বলা মুশকিল। এই অবস্থার মধ্যেই লকডাউনের ক্ষেত্রে ছাড় চলিতেছে। করোনা আতংকের কারণে রাজ্যের সাধারণ মানুষ এখন অনেকটাই দিশেহারা। এই অবস্থায় রাজ্যবাসী বিরাট পরীক্ষার সামনে অবতীর্ণ। এখন বড় কথা হইল এডিসি এলাকায় রাজ্য সরকার উন্নয়নের কর্মসূচী রূপায়নে কতখানি সক্রিয় ও সজাগ তাহাই দেখিতে হইবে। উন্নয়ন কর্মসূচী পৌঁছাইতে এডিসি এলাকায় বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পুণর্বাসনের প্রশ্ন আছে। এডিসির এলাকাগুলির অধিকাংশই বনাঞ্চল। বিস্তীর্ণ বনভূমি এডিসি এলাকায় অবস্থিত। সেই বনভূমি তো আজ উজার হইয়া গিয়াছে। বনকে বন উজার হইয়া গেলেও রাজ্য প্রশাসন তাহা রক্ষায় ব্যর্থ। উপজাতিদের মধ্যে প্রধান উপজিব্য হইতেছে বন। এই বনকে আগে রক্ষার প্রয়াজন।

এডিসিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করিতে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিতে পারে। এজন্য বর্তমান এডিসি প্রশাসনকে ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। খুমুলুঙের অলস পরিস্থিতি কাটাইয়া উঠিতে হইবে। যদি রাজ্য সরকার এডিসিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করিতে পারেন তাহা হইলে আগামী নির্বাচনে সুফল মিলিবেই। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি, ত্রিপুরার উপজাতি রাজনীতির নয়া দিক নির্দেশ জারী রাখিতে পারে তাহা হইলে পরিস্থিতির ভয়ানক উন্নতি হইবে। ত্রিপুরার গ্রামীণ এলাকায় নতুন বার্তা নিয়া আগাইবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গ্রামে গ্রামে উন্নয়নের বার্তা সঙ্গে করোনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নতুন প্রাণশক্তি আনিয়া দিবে। করোনার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আরও অর্থবহ করিয়া তুলিতে পারিলেই ক্ষমতার এই পালাবদলের সার্থকতা মিলিতে পারে।

আগে সতর্কতা দরকার, এক্ষুনি ভেঙে পড়া গাছ কাটার প্রয়োজন নেই : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২০মে (হি. স.): শহরের একাধিক জায়গায় ভেঙে পড়ছে গাছ। গড়িয়াহাট,সেন্ট্রাল এভিনিউ সহ বেহালা ও পূর্ণ দাস রোডে বন্ধ হয়ে গিয়েছে রাস্তার একাংশ। ইতিমধ্যেই সেন্ট্রাল এভিনিউ তে গাড়ির উপর ভেঙে পড়েছে গাছ। সেখান থেকে কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুরসভা কে খবর দেওয়া হয়েছে এসে গাছ সরানোর জন্য। তবে যেসব জায়গায় গাছ ভেঙে পড়েছে সেখানে এখনই কলকাতা পুরসভার কর্মীদের গিয়ে গাছ কাটার দরকার নেই বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও জানিয়েছেন, যেহেতু এখন লকডাউন রাস্তাঘাটে গাড়ির সংখ্যা অনেক কম তাই এই মুহূর্তে সেখানে গিয়ে গাছ সরানোর কোনো প্রয়োজন নেই। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতায় আছড়ে পড়বে সুপার সাইক্লোন আমফান। তাই সর্তকতা অবলম্বন করে এই মুহূর্তে কলকাতার পুরসভার কর্মীদের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে গাছ কাটতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

নবান্ন কন্টোলরুমে তদারকিতে বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সারারাত নবান্নের কন্টোলরুমে থাকবেন তিনি। সাধারণ মানুষের এই আমফান পরিস্থিতিতে সমস্যার কথা শুনবেন। নবান্ন থেকে গতকাল রাতেই তিনটি নম্বর চালু করা হয়েছে। নম্বর গুলি হল: ১০৭০, ২২১৪-৩৫২৬, ২২১৪-১৯৯৫। এছাডাও এদিন বিভিন্ন জেলাশাসকের সাথে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা শাসকরা তাদের সংশ্লিষ্ট জেলার খবরা খবর দেন মুখ্যমন্ত্রী কে। বসিরহাট,মেদিনীপুরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ঝড়ের দাপট সাথে চলছে বৃষ্টি। প্রতিটি জেলায় এবং ব্লকে ব্লকে খোলা হয়েছে কন্টোল রুম সেখানে জেলাশাসক ও মহকুমাশাসক রা রয়েছেন কন্টোল রুমের তদারকিতে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'ঝড়কে যেহেতু বাঁধার ক্ষমতা রাজ্যের নেই তাই সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে হবে। হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাদের নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মেদিনীপুরের দিকে ও সুন্দরবন এলাকায় ইতিমধ্যেই সাড়ে তিন লক্ষ মানুষকে আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে'।

আমফানের দাপটে শহরের একাধিক জায়গায় উপড়ে পরেছে গাছ

কলকাতা, ২০ মে (হি স): প্রকৃতির করাল ভ্রূকুটিতে প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় আমফান। বুধবার সকাল থেকেই কলকাতায় আকাশের মুখ ভারী চলছে ঝড়ো হাওয়া বৃষ্টি। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে ল্যান্ডফলের প্রক্রিয়া।এরই মাঝে আমফানের দাপটে শহরের রাজপথের একাধিক জায়গায় উপড়ে পরেছে গাছ। আমফানের দাপটে গরিয়াহাট থেকে টেংরা ,বেহালা পূর্ণ দাস রোড সহ শহরের একাধিক জায়গায় ইতিমধ্যেই উপড়ে পড়েছে গাছ। গড়িয়াহাটে বাতিস্তম্ভ নিয়ে তার জড়িয়ে রাস্তায় উপরে পড়েছে গাছ। ঘূর্ণি ঝড়ের দাপটে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় উপড়ে পরেছে গাছ। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের সূত্রে খবর,সঠিক সময়ে স্থলভাগে ঢোকার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে ঘূর্ণি ঝড় আমফান। ঝড়টির কমপক্ষে তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় লাগবে স্থলভাগে নিজেকে পরিণত করতে। এখন ৬৯ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে বইছে এই ঝড়। এখন দীঘা থেকে ৬৫ কিমি দূরে রয়েছে এই ঘূর্ণিঝড়। পারদ্বীপ থেকে রয়েছে ১৫০ কিলোমিটার দূরে। অন্যদিকে সাগর থেকে এর অবস্থান রয়েছে ৩৫ কিমি দূরে।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা ত্রিপুরা

হরিগোপাল দেবনাথ

একটি আইডিয়া এখানে স্পষ্টই ব্যক্ত করতে চাইছি যে, যে কোন ভূ-ভাগেরই সামাজিক সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, রাজনৈতিক, প্রগতিমূলক অর্থাৎ সকল রকমের উন্নয়ন ও অগ্রগতি গড়ে ওঠে এযুগের মূল চালিকাশক্তি---অর্থনীতির ওপর কারণ, বর্তমান যুগটাই চলছে বৈশ্য যুগের রমরমা। তাই, মাফিয়াআশ্রিত ও বিত্তবান আর পুঁজিপতির চরম দাপট এযুগে আরা প্রত্যক্ষ করে চলেছি। বলা যেতে পারে যে এযুগে মানি ইজ্ গড্। কথায়ও বলে, টাকায় কী না হয়? বাংলার ধূসর যুগের কবি জীবনানন্দ দাস তাঁর "১৯৪৬-৪৭ " কবিতায় বলেছেন কে, টাকায় সবকিছু নাকি হয়---ওরা নারীকেও কিনে নিতে পারে। "ওরা" মানে টাকওয়ালা।

ত্রিপুরা রাজ্যের জলসম্পদ নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু যেহেতু এ রাজ্যের সবদিক নিয়েই ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার আমার সঙ্কল্প রয়েছে, তাই রাজ্যের অবস্থান, উৎপত্তি, নামকরণ, ভূ-প্রকৃতি, কৃষি-সম্পদ ও সম্ভাবনা, জলজ সম্পদ ও সম্ভাবনা, শিল্প- সম্ভাবনা, রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদরাশি নিয়ে সম্ভাবনা, রাজ্যের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা,সংস্কৃতিক উন্নয়ন স্বয়ম্ভরতার পথে অগ্রসন অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সোপান নির্মাণ, বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় না দিয়ে সংশ্লেষণও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এক ও অবিচ্ছিন্ন ত্রিপুরা গড়েতোলার প্রয়াস—ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা একটির পর একটি তুলে ধরব বলে স্থির করেছি। মাননীয় ও আদরনীয় পাঠক বর্গকে মিনতি জানাব, ধৈর্য ধরে ও সময় ব্যয় করে আমার লেখাগুলোতে নজর বুলিয়ে নিয়ে আমায় কৃতার্থ করলে অবশ্যই চির-ঋণী হয়ে থাকব।

এরাজ্যের জলজ সম্পদ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করছি পরে। এর আগে এই রাজ্যের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনাটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে আগে সেরে নিচ্ছি। তবে জলজ সম্পদ নিয়ে আলোচনা না করেও রাজ্যের জল-ব্যবস্থা নিয়ে অর্থাৎ রাজ্যের সমতল ও পাহাড় ---অঞ্চলের পানীয়জল, অন্যান্য কাজে ব্যবহার যোগ্য জল ও বিশেষ করে চাষের কাজে প্রয়োজনীয় সেচের জল ও তাদের উৎস সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নিতে চাইছি।।

ত্রিপুরার যেহেতু প্রায় ৬০ শতাংশ ভূমিই পাহাড়ীও ঢালু প্রকৃতির ও লুঙ্গাজমির অন্তর্ভূক্ত তাই, এরাজ্যের পাহাড়ী নদী ও ক্ষাণকার তটিনী অর্থাৎ আমাদের স্থানীয় ভাষায় যদিকে আমরা "ছড়া" থাকি এদেরকথা উল্লেখ না করলেই নয়। উল্লেখ্য যে, পাহাড়ই যেহেতু নদী ও ছড়াগুলোর উৎসস্থল সে কারণে সব নদী-নালা ও ছড়ার প্রবাহগতি রয়েছে সাধিরাণতঃ নিম্নাভিমুখী অর্থাৎ পাহাড় থেকে বেরিয়ে সমতলে—ভূমির উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে নদীগুলো ঢুকে গেছে বাংলাদেশে ও সেখানকার বড় বড় নদীতে গিয়ে পাড়েছে। আর ছড়াগুলোও একই অভ্যেসে বশতঃ উচ্চভূমি থেকে বেরিয়ে এসে কোন কোনটি রাজ্যের মধ্যেই কোন না কোন নদীতে গিয়ে পড়েছে। অর্থাৎ ছড়াগুলোও অধিকাংশই নদীতে গিয়ে গতি হারিয়েছে। তাই বলব, গোঁড়া থেকেই এইসব নদীগুলো ও ছড়াগুলোকে বুদ্ধি আর বর্তমান বিজ্ঞাপন ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এ রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্পদুনিয়া দুটোকেই পর্যান্ত মাত্রায় উন্নত আকারে গড়ে তোলার সম্ভাবনা প্রচুর পরিমানেই ছিল। প্রকৃতিদেবী স্বয়ং ত্রিপুরাকে এভাবেই গড়েতুলেছিলেন কিন্তু, মানুষের উদাসীনতা, অলসতা, পরমুকিনতা, অহমিকা ও বুদ্ধিহীনতাই ওই সুযোগ হাতছাড়া করেছে ও এখনও করে চলেছে। পরে কৃষি জলজসম্পদ নিয়ে আলোচনয়া এসব কথা বলা যাবে।

এখন, ত্রিপুরার অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি নিয়ে কথা, সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই ত্রিপুরা বাংলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রচীনত্বের দিক থেকে রাজ্যের মাটি, একই জল, একই মানুষ ও একই ভাষা নিয়ে বাঙালীরা এখানে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বসবাস করে আসছেন। রাজ্যের মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়েছে আজ থেকে প্রায় ত্রিশ কোটি বছর আগে। রাজ্যের সমসাময়িক ত্রিপুরা এটাই পণ্ডিতদের অভিমত। ত্রিপুরার পাহাড়গুলিতে যেখানে যেখানে টিলাবভূমি কেটে মোটর যান চলার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে, সেই কেটে নেওয়া টিলাগুলোর দিকে তাকালেই চোখে পড়ে দৃশ্য, যা থেকে বোঝা যায় কে এসব টিলা বা পাহাড়ের মৃত্তিকা তৈরি হয়েছে সুদীর্ঘকাল যাবৎ পলি জমতে জমতে। কোথাও কোথাও জীবাশ্মের মতো ছাপও চোখে পড়ে বই কে। পণ্ডিতদের আরও ধারণাকে, বহুকাল পূর্বে এই মাটি সাগরে নিমজ্জিত ছিল ও সেই সাগর ছিল সারগোসা তাই পণ্ডিতদের আরও অনুমান, ত্রিপুরা ভূগর্ভে হয়তো খনিজ তেলও সঞ্চিত রয়েছে। ত্রিপুরায় মাটির নীচে নীরস প্রকৃতির কয়লাও পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া ত্রিপুরায় যে প্রাকৃতিক গাস উত্তোলন করা হচ্ছে তা তো সবারই জানা।

ত্রিপুরা অনেকটাই আয়রল্যান্ডের মতো। অর্থাৎ চারদিকটাই অনেকটা উঁচু আর মাঝ খানটা নামূলকভাবে নীচু , যেন একটি বাটির মতো। শুধু পার্থক্য এইটুকু যে আয়ল্যান্ডের মাটি অনেকটা রুক্ষ প্রকৃতির। তবে,ত্রিপুরার মাটির নীচে গ্রানাইট পাথর রয়েছে। এ ধরনটিও সঠিক। আর গ্রানাইট পাথর রয়েছে বলে আমন ধানটা খুব ভাল ফলবে না---আউস ধান ভাল ফলবে। পরে কৃষিকার্য নিয়ে আলোচনায় এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। তবে এটুকু বলেরাখি যে, ত্রিপুরার ভূ-প্রকৃতি এমনই যে, এই মাটিতে কাঁচালংকা, সাদা, কালো ও হলদে---তিন ধরনের আদারই ভাল ফলন হবেও বাইরেও রপ্তানী করা যাবে। এ ছাড়া লুঙ্গ বা নীচু জমিতে কলা, উঁচু বা টিলা জমিতে লেবু, মকলালেবু, আনারস, কাঁঠাল ও কাজু বাদাম ভাল ফলবে। এছাড়া, চা ও কফি উৎপাদনের পক্ষেও এমাটি অত্যন্ত উর্বর। জমিতে ভাল সেচের ব্যবস্থা থাকলে বছরে চারবার ধান ফলানো সম্ভব। অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে গম, তেলবীজ, নানা জাতের ডাল, শাক-সব্জি ইত্যাদির চাষ চলতে পারে।

টিলাজমিতে দীর্ঘকাল ধরে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে মান্ধতার আমলের পদ্ধতি অনুসারে জুমচাষের ফলে ত্রিপুরার বন ও জঙ্গল সাফ হয়ে গেছে ফলে, ত্রিপুরার আবহমণ্ডলের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। বৃষ্টিপাত কমে গেছে । জলবায়ুতে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। পাহাড়-অঞ্চলে বৃক্ষাদি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভূমিক্ষয় সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কাজেই নদী ও কোন কোন জায়গায় ছড়াগুলো কাটাবার ব্যবস্থা নিলে তাতেও সুদূরপ্রসারী সুফল পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। সেটি হচ্ছে---পাহাড়-অঞ্চলে চাষবাদ নিয়ে, এখনও জম্পুই, শাখান, শেরমুন লংতরাই, আঠারমুড়া, বড়মুড়া, দেবতামুড়া ছবিমুড়া, ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে অনাবাদী জামি পড়ে পয়েছে সেগুলোকে চাষের আওতায় আনা সম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগালে ওইসব টিলা জামিতেও নানা ধরণের ফুল, ফল , ওষধি বৃক্ষ ও ভেষজ আর নানারকমের অর্থকরী ফসল সহ মূল্যবান কাটের বৃক্ষরোপণ ও করা সম্ভব।

এবারে আলোচনায় আসা যাক, ত্রিপুরা ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সভ্যতার সূচনা থেকেই ত্রিপুরা বাংলার তথা অখণ্ড বঙ্গদেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাঙালীরাই এখানকার ভূমিপুত্র ও আদিবাসিন্দা। আজ থেকে ৫০০ বছর আগেও ত্রিপুরার নাম ছিল 'শ্রীভূম"। শ্রীভূমেরই চিহ্ন বহন করে চলেছে এখনও বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রে শ্রীহট্ট জেলা ও শহরটি। বর্তমানে এই পার্বত্য ত্রিপুরা, সাবেক সমতল ত্রিপুরা বা চাক্লে রোশনাবাদ সহ, নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টাগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, মনিপুর, মিজোরাম, কাছাও, শ্রীহট্ট ও আরাকান রাজ্যেরও কিয়দংশ নিয়ে ছিল সাবেক ত্রিপুরা দেশ। অবশ্য "ত্রিপুরা" নামাংকিত হবার আগে এর নাম ছিল শ্রীভূম। তারও আগে কিছুকাল এর নাম ছিল হরিকেল রাজ্য। তারও আগেছিল সমতট রাজ্য। উক্তসমতট বা হরিকেল বা হরিকের রাজ্য ছিল বঙ্গ ভবাক তথা উপবঙ্গ নামে খ্যাত, যা আবার বঙ্গদেশ তথা পঞ্চগৌড়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তখন পশ্চিমে মেঘনা নদী থেকে পূর্বে কাছাড়, আরাকান হয়ে মায়ানমার ও উত্তরে কামরূপ , প্রাগজোতিষপুর (বর্তমান অসম রাজ্যে) পর্যন্তই ছিল এর সীমানা কিন্তু, কালে কালে নানারূপ ঘাত প্রতিঘাতে যেমন এই ভূভাগের নামের পরিবর্তন ঘটেছে তদ্রূপ এর সীমানাও আয়তনের ও পরিবর্তন হয়েছে নানা ভাবে।

উল্লেখ্য যে " প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ পাঠান—মোগল এমনকি ব্রিটিশ আমলেও ত্রিপুরা ছিল অর্থনীতিতে স্বনির্ভর। ১৯৪৭ সালে বঙ্গ -বিভাগের মাধ্যমে এই সনির্ভর অর্থনীতির মূলে কুঠারঘাত করা হল। রাজ্যক্লিফ, রোয়েদাদ অনুযায়ী ত্রিপুরার কৃষিজ সমৃদ্ধি অঞ্চলটি পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হল, আর জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলটুকু ভারত ইউনিয়েনের জন্য নির্দিষ্ট করা হল। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কাঠামোয় পার্বত্য ও অনুন্নত অঞ্চল নিয়ে এখন ত্রিপুরা রাজ্যের পরিণতি লাভ করেছে যা আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত । স্বাধীনতার পরে ত্রিপুরা অবহেলা বঞ্চনা আর শোষণের শিকার হয়েছে। ভারতের পুঁজিবাদীদের স্বার্থে, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় সরকারের করুণার দানের ওপর নির্ভর করে চলতে হয়, তাই তো আর অস্তিত্বই বাঁচিয়ে রাখা সমস্যা। বর্তমানে যারা ত্রিপুরাকেত "মডেল রাজ্য" বানাবার স্বপ্ন দেখছেন তারাতো স্বপ্ন দেখতেই পারেন। কিন্তু, যারা সত্যি সত্যিই এ রাজ্যের প্রকৃত অর্থেই উন্নয়ন চান, তাদের কিন্তু স্বপ্ন দেখলেই চলবে না। বাস্তবেআচিত চিন্তা ভাবনা ও সিদ্ধান্ত নিয়েই তবে কাজে নামত হবে। আর সিদ্ধামতই পরিকল্পনাও ছক কষতে হবে। তাই, পরিকল্পনা নেবার আগেই তো এ রাজ্যের ভূ-প্রকৃতি, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, কীভাবে কোথায় কীরূপ ব্যবস্তা নিতে হবে, কোথাকার মাটির ধরনটা কেমন , এতদঞ্চলের লোকের চাহিদা কিস্তে মানুষজনের রুচি, সামর্থ, কর্মক্ষমতা, কর্মকৌশলতা ইত্যাদি সেই সম্পর্কেও বিশদ জ্ঞানলাভের প্রয়োজন রয়েছে। এ রাজ্যের উন্নতি ঘটাবার পরিকল্পনা ও বাজেটনির্মান রাজধানী দিল্লির ঘেরাটোপে বসে করলে তো হবে না—হয়নিও কোন দিন।

আরেকটি বিষয় আমাদের উন্নয়নকারীদের চিন্তা ভাবনায় অগ্রাধিকার দিতেই হবে। দীর্ঘ শতাব্দী ধরে ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে সংস্কৃতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গড়ে ওঠা যে বন্ধন, সেই মৈত্রী, আত্মিক সম্পর্ক ও ঐক্যেবোধ, কলষিত রাজনীতির কদর্যপ্রয়োগে আজ দিগন্তে বিলীপ হতে চলেছে—যার অবশ্যম্ভবী পরিণতি হচ্ছে—ত্রিপুরার সার্বিক বিপর্যয়। শুধু রাজনৈতিক নেতাদের একশ্রেণীর হিংসা, লোভ-লালসাং ক্ষমতাবোগের দুর্নিবার নেশা মানুষ মানুষে বিভাজন সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতাবাদের ইন্ধন যুগিয়ে এ রাজ্যের দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা শান্তির নীড়ে আগুন ধরানো হয়েছে,যার ফলে নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে মানুষে মানুষে আত্মিক বন্ধন ও পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। আরেক শ্রেণির রাজনৈতিক নেতাদের কপটতা, কৃপনতা, ঈষা, স্বজনপোষণ ও গোষ্ঠী পুষ্টির চিন্তার ফলে তাদের বিমাতৃসুলভ আচরণে এ রাজ্যে জাতি উপজাতি বিভেদ সৃষ্টি করে বিবাদের পটভূমি খাড়া করা হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য ভোটলাভ, ভোটশিকার ও ক্ষমতাভোগের গদী আঁকড়ে রাখা। মূলতঃ তাদেরই অকর্মন্যতা, অযোগ্যতা ও কদর্য মানসিকতার কারণে রাজ্যর পাহাড়বাসী ও সমতল বাসীদের কয়েক দশক ধরে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে—রাজ্যে উন্নয়নের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাই সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের সিঁড়ি বানাবার পূর্বেই রাজ্যের মানুষদের সার্বিক মানসিকতারও পরিবর্তন আনাটা আজ জরুরি সমস্যা বৈকি।

ভোম্বলরা চিরকাল আনুষঙ্গিকের অংশ

ভাস্কর লেট

'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ' এমন পরিস্থিতিতে ভোম্বল ঠিক করতে পারছিল না সে কী করবে। বাউন্ডারির মধ্যে ঢুকে এলে অনধিকারের শাস্তি ঠ্যাঙানি। এদিকে, বাউন্ডারির বাইরের পরিসীমায় শব্দ ও আগুনের যে যৌথ তাণ্ডব চলছে তা প্রাণঘাতী থ্রেটের চেয়ে কম কিছু নয়।

ভোম্বল অবশ্য এমন কঠিন করে চিন্তা করতে পারে না। সে প্রগাঢ় অনুভবে বিশ্বাসী। পুরুষানুক্রমে পাওয়া ইন্দ্রিয়শক্তির সংকেত সাড়া দিতে অভ্যস্ত। সেই ইন্দ্রিয়ানুভূতি তাকে বলছে, বাইরের পরিস্থিতি বেশ খারাপ। বসার জায়গা নেই। দাঁড়ানোর জায়গা নেই। দু'দণ্ড শোওয়া বা বিশ্রামের অবকাশ নেই। কী করলে, কোথায় গেলে এই ছুটন্ত ও ফুটন্ত হলদে হলকার প্রভাব এড়ানো যাবে? বিড়ম্বনায় আধখানা হতে হতে ভোম্বল শেষ পর্যন্ত বাউন্ডারির ভিতরেই এল।

ভোম্বল আমাদের পাড়ার একটা কুকুর। শান্ত, গম্ভীর এবং হালকা দেমাকি। ভারিক্কি চেহারা। দীপাবলির রাতে ভোম্বল যে বিপদে পড়েছিল, সেরকম সর্বনাশের সামনে আরও অনেক পাড়ার অনেক ভোম্বল যে বিপদে পড়েছিল, সেরকম সর্বনাশের সামনে আরও অনেক পাড়ার অনেক ভোম্বলই পড়েছিল। সূর্যের আলো নিভুল হতেই বাজি পোড়ানো শুরু হয়ে গিয়েছিল শহরতলি, মফস্সলে। গবীরতর রাত অবধি সেই ফুর্তি স্থায়ী হয়েছিল। সচেতনতা চুলোয় ঢুকিয়ে।

এ কেমন উৎসব, এ কেমন আনন্দপ্রহর, যেখানে নিয়ম তৈরি হয় নিয়ম রক্ষা করা যাবে না এটা ধরে নিয়ে। ঈশ্বপের গল্পে ব্যাংদের ঢিল মেরে মেরে খতম করছিল যে ছেলেটি, সে অন্তত গোড়ায় জানত না তার ক্রীড়াময়তা অন্য প্রাণীর বিপন্নতা চরমে তুলে দিচ্ছে। আমার কিন্তু চৌকস জ্ঞানপাপী। শুরু থেকেই গল্পের সবটা জানি। আলোর উৎসব পালন করতে গিয়ে অশুভ বিনাশের উদ্দেশ্যে সশব্দে বাজি ফাটিয়ে আমার অন্যদের কী পরিমাণ অস্বস্তিতে ফেলি, আমরা তা বিলক্ষণ জানি। দুর্বল হার্টের মানুষদের নাভিশ্বাস ওঠে এত আওয়াজ। অতাসবাজির জায়মান ধোঁয়া বেদম করে দেয় শ্বাসতন্ত্রের সমস্যায় যারা জর্জরিত তাদেরকে। তবু প্রতিবার নামকে ওয়াস্তে সতর্কতা জারি করে বিপদের উচ্চ ও নিম্ন স্কেলশোধন করে নিই আমরা। পশুপাখিদের কষ্টের কথাও ফলাও করে বলা হয়। স্রেফ বলার জন্য।

সেই দীপাবলিতে আমাদের চারচাকা আলোর রোশনাই ও শব্দের ধাক্কাধাক্কি কাটিয়ে ছুটে যাচ্ছল নিকষ কালো রাস্তা ধরে। হাইওয়ে। তার পাঁচ ঘণ্টা ছুটে একটি আধা সমফসসলের থানায় যেতে হবে। সন্ধের মুখে এক একটা করে ছাদের প্রদীপগুলো যখন জ্বালাচ্ছি, ল্যান্ডফোন ঝনঝনায়। দুঃসংবাদ লরি ব্রেক ফেল করে চাপা দিয়েছে। আমাদের পরিচিত স্পট। পরের আঘণ্টায় তীব্র কান্না, হা-হুতাশ, ঝটাপটি ও দিশাহারা ভাব কোনও ক্রমে কাটিয়ে গাড়ি জোগাড় করে বেরিয়ে পাড়ি আমরা কয়েকজন। অপঘাত- মৃত্যুর পেপার ওয়ার্ক বেশি। সতর্কতা ও কানুনবন্ধনও বেশি।

রাস্তায় ব্যাঘাত কিছু ঘটেনি। শহর টপকে গ্রাম্যতার বলয়ে ঘন করে কুয়াশা নামছিল। তাতেও সমস্যা হয়নি। গোল বাঁধল থানার কাছে এসে। বড় রাস্তা ধরে পরপর দুটো রাইট টার্ন নিলেই উপনীত হব—এমন দূরত্বে আমাদের টাটা সাফারি একটা রান ডাউন কেস ঘটিয়ে ফেলল। সে-ও ছিল কোন এক ভোম্বল। রাস্তার পানগুমাটির ধারেপাশে হয়তো সিঁটিয়ে ছিল। কয়েকজন তরলে জারিত ওস্তাদ ওকে টার্গেট করেই এমন ভয়ানক বাজি ফাটানোর উপক্রম করে যে হতবুদ্ধি হয়ে রাস্তায় ওপার হচ্ছিল সে। খেয়াল রাখতে পারেনি। তীক্ষ্ম চিৎকারে, রক্তের ফিনকিতে তার অন্যরকম পারাপার সম্পূর্ণ হল। মাতালদের নেশায় ভাবান্তর ঘটল না। যদিও আমরা গাড়ির ভেতরে থেকেও ছমছমিয়ে উঠলাম। চালক থানায় নামিয়ে দিয়েই উধাও। ফিরে এল অ্যালকোহলের আনখশির আঘ্রাণমালা নিয়ে। রোজ তার দরকার হয় এই জিনিসটার। কিন্তু এই অভাবিত অ্যাক্সিডেন্টের শক জয় করতে সে সেদিন এতটাই টেনেছে, গাড়ি চালানোর অবস্থায় নেই আর।

থানার কাজ আস্তেসুস্থে মিটল। এবার জেলা হাসপাতাল। কিন্তু গাড়ি থেকেও আমরা কী অসহায়। রাত আড়াইটে বাজে। অন্য ট্রান্সপোর্ট নেই। ফুল শার্টের হাতা গোটানো ছিল। নামিয়ে নিয়ে হাত দুটো ঢাকলাম। শীত শীত লাগছে। তারপর হাঁটতে শুরু করলাম। মাইল তিনেক রাস্তা হবে। সবাই গাঁটছি। আর থেকে থেকে দেখছি অন্ধকার চিরে তখনও বাজি ফাটাছে। বাজি পুড়ছে। রাস্তার ভোম্ভলরা অসংলগ্ন স্নায়ু নিয়ে এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে। যে কোনও সময় তারা ভারী গাড়ির তলায় চলে আসতে পারে। তবে সেটা হবে নিখাদ কোল্যাটারাল ড্যামেজ। জন্ম, যৌবন মৃত্যু—ভোম্বলরা যে চিরকালই আনুষঙ্গিকের অংশ।

(সৌজন্যে-প্রতিদিন)

বুধবার আগরতলায় ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুতরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের সিবিআই তদন্ত সহ তিন দফা দাবির ধরনা হাফলঙে জেলাশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে

হাফলং (অসম), ২০ মে (হি.স.) : ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের সিবিআই তদন্তের দাবি সহ এই হত্যার সঙ্গে জড়িত ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানের গ্রেফতারের দাবির পাশাপাশি মৃত সন্তোষ হোজাইয়ের পরিবারকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদানের দাবিতে সরব হয়েছে অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন, ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন, ডিমাসা মাদার্স অ্যাসোসিয়েশন।

বুধবার এই দাবিগুলি নিয়ে তিনটি সংগঠন হাফলঙে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে ধরনায় বসে। রক্ষকই ভক্ষক, সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের সিবিআই তদন্ত চাই, সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানকে গ্রেফতার করে অবিলম্বে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে, সন্তোষ হোজাইর খুনের ন্যায় বিচার চাই, এ ধরনের প্ল্যা-কার্ড হাতে নিয়ে প্রতিবাদীমুখর হয়ে ওঠে অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন, ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন এবং ডিমাসা মাদার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সদস্যারা।

এদিন ধরনাস্থলে অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের সভাপতি উত্তম লাংথাসা, ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিথ সেংইয়ং পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈ এবং ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানের বদলির নির্দেশে সরকারের বিরুদ্ধ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সন্তোষ হোজাইয়ের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই তাঁর স্বামীকে অপহরণ ও খুনের সঙ্গে ডিএসপি সূর্যকান্ত মরান জড়িত বলে হারাঙ্গাজাও থানায় মামলা রুজু করার পরও তাঁকে গ্রেফতার না করে রাজ্য সরকার এই দুই পুলিশ অফিসারকে অন্যত্র বদলি করে দিয়ে এই হত্যাকাণ্ডকে কার্যত চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে গৌহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে এসআইটি গঠন হওয়ার পর এই খুনের ঘটনার তদন্তে তেমন অগ্রগতি হয়নি বলে অভিযোগ করে উত্তম লাংথাসা বলেন, সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের সিবিআই তদন্ত চাইছি আমরা। তাছাড়া এই হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ডিএসপিকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সন্তোষ হোজাইয়ের স্ত্রীকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদানের দাবি জানান উত্তম লাংথাসা।

অন্যদিকে প্রমিথ সেংইয়ং বলেন, সন্তোষ হোজাই খুনের ন্যায় বিচার না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। আজ বুধবার থেকে তিন দিন তাঁদের এই ধরনা কার্যসূচি চলবে। তার পরও যদি সরকার এ নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ না করে এবং ডিএসপি মরানকে গ্রেফতার না করে তা হলে আগামী দিনে সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের সুবিচার চেয়ে আন্দোলন আরও তীব্রতর করে তোলা হবে, হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিথ সেংইয়ং।

উল্লেখ্য, গত ২৪ এপ্রিল পাঁচ দুষ্কৃতকারীর এক দল বন্দুকের নলের মুখে সন্তোষ হোজাইকে হারাঙ্গাজাওয়ে তাঁর বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তার পর অপহরণের সাতদিনের মাথায় সন্তোষ হোজাইয়ের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ মাটির নীচ থেকে উদ্ধার করে লাংটিং পুলিশ।

অন্ধ্র-ফেরত ১১৯ পরিযায়ী শ্রমিক এসেছেন হাইলাকান্দি, নিয়ে যাওয়া হয়েছে কোয়ারেন্টাইনে

হাইলাকান্দি (অসম), ২০ মে (হি.স.) : বুধবার হাইলাকান্দিতে অন্ধ্রপ্রদেশ ফেরত ১১৯ পরিযায়ী শ্রমিককে মনাছড়ার জওহর নবোদয় বিদ্যালয় ও লালার পিকে গার্লস উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের তৈরি কোয়ারান্টাইন করা হয়েছে।

এদিন সকালে বহির্রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ট্রেনে হাইলাকান্দি জেলায় পদর্পণ করেন ১১৯ জন। সকাল সোয়া ছয়টায় হাইলাকান্দি জেলার এই সকল যাত্রী অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে বিজয়ওয়াড়া-জিরিবাম বিশেষ শ্রমিক ট্রেনে বদরপুর পৌঁছেন। হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন বদরপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে তাঁদেরকে বাসে করে ধলেশ্বর স্ক্রিনিং ক্যাম্পে নিয়ে আসে। ক্যাম্পে তাঁদের স্ক্রিনিং করে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এর নিয়ে যাওয়া হয় দুই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে।

জেলাশাসক মেঘনিধি দাহাল সহ জেলার অন্যান্য পদস্থ প্রশাসনিক এবং স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা সশরীরে উপস্থিত থেকে তাঁদের স্ক্রিনিং পর্ব সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন। বহির্রাজ্য থেকে হাইলাকান্দি জেলায় আগত ব্যক্তিদের মনাছড়ার জওহর নবোদয় বিদ্যালয় এবং লালার পিকে গার্লস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বালিকা ছাত্রাবাসে কোয়ারান্টাইন করা হয়েছে। তাঁরা আগামী ১৪ দিনের জন্য এই সব প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারান্টাইনে থাকবেন।

নবাগত জেলাশাসক মেঘনিধি দাহাল জানান, আগামী তিন থেকে চার দিনের মধ্যে হাইলাকান্দিতে বিশেষ ট্রেনে রাজ্যের বাইরে থেকে অভিবাসী শ্রমিকদের আগমন সম্পর্কিত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন একটি অবিচ্ছিন্ন পরিকল্পনা তৈরি করছে। আগামী দিনগুলোতে বহির্রাজ্য থেকে আগতদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে। তাই নির্ধারিত কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে বিছানা সহ বিভিন্ন ব্যাবস্থা করতে হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক আগমনকারীদের একত্রিত করা কঠিন কাজ। এহেন পরিস্থিতিতে যাদের সোয়াবের নমুনা পরীক্ষা সম্পন্ন হবে তাদেরকে হোম কোয়ারান্টাইনে পাঠানো হবে। বুধবার অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ৬০ থেকে ৬৫ জন যাত্রী আসবেন বলে প্রত্যাশা করেছিল জেলা প্রশাসন। কিন্তু তা বেড়ে শতাধিক হয়ে গেছে বলে জানান স্ক্রিনিং ক্যাম্পের এক কর্মকর্তা। বহির্রাজ্য থেকে আগত হাইলাকান্দি জেলার যাত্রীদের রাখার জন্য জেলা প্রশাসন মনাছড়ার জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, লালা রুরাল কলেজ, আলগাপুর এএলসি কলেজ, হাইলাকান্দি ডায়েট, লালার পিকে গার্লস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাটলিছড়া আদর্শ বিদ্যালয়কে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হিসেবে নির্বাচিত করে সব ধরনের ব্যবস্থা করেছে। তাছাড়া জেলার বিভিন্ন হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি সরকারি বাড়ি এবং প্রতিষ্ঠানকে ইতিমধ্যে কোয়ারেন্টাইনের উদ্দেশ্যে প্রশাসন চিহ্নিত করেছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার লিঙ্গাম্পালি থেকে আরও একটি বিশেষ ট্রেন বদরপুর রেল স্টেশনে পৌঁছচ্ছে বলে জানা গেছে। ট্রেনটি জিরিবাম যাবে। মঙ্গলবার সকাল ১১.০৫ টায় যাত্রা করে ট্রেনটি বৃহস্পতিবার সকাল ৬.৩৫ টায় বদরপুরে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতের রাজ্য থেকে ট্রেনে আগত মোট ১, ১০৯ যাত্রীর মধ্যে ৪০ জন দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার। এর মধ্যে হাইলাকান্দি জেলার ১০ জন যাত্রী রয়েছেন।

লকডাউন চলাকালীন কাছাড়ে ডিস্টেন্স লার্নিং প্রোগ্রামের তথ্য জেলা স্কুল পরিদর্শকের

শিলচর (অসম), ২০ মে (হি.স.) : কাছাড়ের স্কুলসমূহের পরিদর্শক জানিয়েছেন, জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের দ্বারা কোভিড-১৯ মোকাবিলায় লকডাউন চলাকালীন ডিস্টেন্স লার্নিং প্রোগ্রাম যেমন হোয়াটসঅ্যাপ, ফোন কল, ভিডিও কল, কনফারেন্স কল, ইউটিউব চ্যানেল, দীক্ষা পোর্টাল, টিভি ক্লাস, রেডিও অন এআইআর ক্লাস ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষকদের লকডাউন সময়কালে ছুটির দিন হিসেবে বিবেচনা না করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ঘরে বসে কাজ করার সুযোগ ১৪৩টি স্কুল তাদের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। লকডাউন চলাকালীন শিক্ষার্থীদের ই-লার্নিং প্রক্রিয়ায় শেখার সুযোগ করে দিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যাদের স্মার্ট ফোন নেই, তাঁদের ফোন করে শিক্ষকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এবং বাড়িতে পড়াশোনা করার জন্য হার্ডকপি প্রদান করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা স্মার্ট ফোনগুলি ইউটিউব, ফেসবুক লাইভ ক্লাস, ভিডিও কনফারেন্স এবং টিভি ক্লাসগুলির মাধ্যমে সংযুক্ত রয়েছে। গত ২২ এপ্রিল থেকে কাছাড়ের মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, শিলচর আকাশবাণী থেকে নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রমসমূহের ব্রড কাস্টিং বাংলা মিডিয়ামে প্রতি সপ্তাহে ১২.৩০ মিনিট থেকে ১.৩০ পর্যন্ত একটি রেডিও প্রোগ্রাম শুরু করা হয়েছে।

সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে মোট শিক্ষার্থী ১৩,৬৯৯ জন, মাধ্যমিক বিভাগে স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬,২১১, নন-স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে ৭,০১৮ জন, রেডিওর মাধ্যমে ২,৪৬৪ জন শিক্ষার্থী এবং টিভির মাধ্যমে ২, ৩৫০ জন শিক্ষার্থী সংযুক্ত রয়েছে।

বস্তাবন্দি চুরির পালসার বাইকের যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা, উদ্ধার বিএসএফ-এর হাতে

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ মে (হি.স.) : চুরির পালসার বাইকের ইঞ্জিন-সহ অন্য যন্ত্রাংশ বস্তাবন্দি করে বাংলাদেশে পাচার করতে গিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে উদ্ধার হয়েছে। তবে পাচারকারী চোরদের ধরতে পারেনি সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ঘটনা করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত সোনাতলি সীমান্তে সংঘটিত হয়েছে।

ঘটনার তথ্য দিয়ে পাথারকান্দি থানার ওসি ইন্সপেক্টর তানবীর আহমদ জানান, গত ১২ মে রাতে কালিগঞ্জ (করিমগঞ্জ জেলা) এলাকার জনৈক এনামুল হক চৌধুরীর বাড়ি থেকে চোরের দল একটি পালসার মডেলের বাইক চুরি করে। এর পর বাইকটির যন্ত্রাংশ খুলে সেগুলি বস্তাবন্দি করে বাংলাদেশে পাচারের পরিকল্পনা করেছিল চোরেরা। রবিবার রাতে ওই সকল চোর পরিকল্পনা মাফিক বাইকটির যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে পাচার করতে যায়। তখন সোনাতলা বিওপি-তে কর্তব্যরত বিএসএফ বাহিনীর জওয়ানদের নজরে ধরা পড়ে বিষয়টি। তারা চোরদের চ্যালেঞ্জ জানালে বস্তাবন্দি বাইকে যন্ত্রাংশগুলি ফেলে পালিয়ে যায় চোর তথা পাচারকারীরা। সীমান্ত থেকে সেগুলি উদ্ধার করেন জওয়ানরা। তবে সক্ষম হননি চোরদের পাকড়াও করতে।

ওসি জানান, বাইকের যন্ত্রাংশগুলি সোমবার সোনাতলা বিএসএফ কর্তৃপক্ষ পাথারকান্দি থানায় এনে সমঝে দিয়েছেন। পরবর্তীতে উদ্ধারকৃত বাইকের যন্ত্রাংশগুলি কালিগঞ্জ থানার পুলিশকে সমঝে দেওয়া হয়েছে। কালিগঞ্জ থানা কর্তৃপক্ষ মালগুলি আদালতে পেশ করবে। আতালতের নির্দেশে বাইকের মূল মালিকের হাতে সেগুলি সমঝে দেওয়া হবে বলে জানান ওসি তানবীর আহমদ।

হোজাইয়ের করোনা-আক্রান্ত ২ মাসের শিশু ও তার বাবা মুম্বাই ফেরত

হোজাই (অসম), ২০ মে (হি.স.) : মধ্য অসমের হোজাই জেলার অন্তর্গত ডবকা রাজস্ব চক্র এলাকার দেবস্থানের ২ মাসের শিশু ও তার বাবা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। গতকাল এই খবর দিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আক্রান্ত বাবা সইফ উদ্দিনের সঙ্গে তাঁর মুম্বাই নিবাসী স্ত্রী তৈয়বুননেসা এবং দু মাসের শিশুসন্তান মহম্মদ সরতাজ সুদূর মুম্বই থেকে গত রবিবার (১৭ মে) রাতে যাত্রীবাহী বাসে এসেছিলেন। গুয়াহাটিতে সরুসজাইয়ে তাঁদের সোয়াব সংগ্রহ করে ডবকার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কারণ কোলের শিশু থাকার দরুন দম্পতিকে তাঁদের স্বগৃহে একান্তবাসে পাঠানো হয়।

গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার দু মাসের ছেলে এবং বাবার শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়ে। দুঃসংবাদটি সইফ উদ্দিনকে জানানো হয়। জানানো হয় হোজাই জেলা স্বাস্থ্য দফতরকে। এই খবরের ভিত্তিত হোজাইয়ের স্বাস্থ্যকর্মীরা সম্পূর্ণ করোনা বিধি অনুযায়ী তাদের গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। সঙ্গে নেওয়া হয়েছে শিশু মহম্মদ সরতাজের মা তৈয়বুননেসাকেও। প্রসঙ্গত শিশুসন্তান ও তার বাবা করোনায় আক্রান্ত হলেও স্ত্রী তৈবুননেসার শরীরে এই মারণ ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েনি। এদিকে এ ঘটনায় ডবকার দেবস্থান এলাকায় করোনার আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শিশুটির মা তৈয়বুননেসা মূলত মুম্বইয়ের ওশিওয়াডার বাসিন্দা। সইফ উদ্দিনের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর এই প্রথম কোলে দু মাসের সন্তান নিয়ে স্বামীর বাড়ি এসেছিলেন তৈয়বুননেসা। মুম্বইয়ে গত ১১ বছর ধরে বিভিন্ন পার্টি, বিয়ের অনুষ্ঠান, সভা, এমন-কি বলিউড পার্টির আয়োজনের কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেল সইফ। এদিকে সইফ উদ্দিনের পরিবার এই কয়দিন আর কার কার সংস্পর্শে এসেছে তার তালিকা খুঁজছে হোজাই জেলা প্রশাসন।

লকডাউনের বিধি মনে ২১ মে সন্ত্রাস বিরোধী দিবস পালনের আহ্বান কাছাড় প্রশাসনের

শিলচর (অসম), ২০ মে (হি.স.) : অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও রাজ্য সরকার ২১ মে-র দিনটি সন্ত্রাস বিরোধী দিবস হিসেবে পালন করবে। এ উপলক্ষ্যে কাছাড় জেলায় চলমান কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস মহামারি রোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মুখে মাস্ক পরিধান করা ইত্যাদির মতো স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের নির্দেশিত প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা নিয়ে ওই দিনের কার্যসূচি অনুষ্ঠিত করতে বলা হয়েছে।

২১ মে বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়, গণ-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে সন্ত্রাস বিরোধীর শপথ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তবে এ ধরনের অনুষ্ঠানে যাতে কোনো ভিড় না হয় সে দিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে। সন্ত্রাস বিরোধী শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে দেশের অহিংসা ও সহনশীলতার ঐতিহ্যের ওপর বিশ্বাস রেখে সন্ত্রাসবাদ ও হিংসার বিরোধিতা করে শান্তি, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।

ডিমা হাসাওয়ে নৈশ কার্ফিউ অব্যাহত লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি, কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড় ১০০ শতাংশ দোকান খোলবে আজ থেকে

হাফলং (অসম), ২০ মে (হি.স.) : কোভিড ১৯ সংক্রমণের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ১৮ মে থেকে সমগ্র দেশে চতুর্থ পর্যায়ে লকডাউন শুরু হয়েছে। চতুর্থ পর্যায়ের লকডাউনে রাত ৭ টা থেকে পরের দিন সকাল ৭ টা পর্যন্ত যানবাহন ও মানুষের চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ডিমা হাসাও জেলায় এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আসছিলেন একাংশ মানুষ। বুধবার ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, রাত ৭ টা থেকে পরেরদিন সকাল ৭ টা পর্যন্ত সমগ্র জেলায় যানবাহন ও মানুষ চলাচলে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। সিআরপিসির ১৪৪ ধারার অধীনে সমগ্র পাহাড়ি জেলায় নৈশ কার্ফু বলবৎ করা হয়েছে।

ডিমা হাসাওয়ের নবাগত জেলাশাসক তথা দুর্যোগ মোকাবিলা সংস্থার চেয়ারম্যান পল বরুয়া এক নির্দেশে জানিয়েছেন, এই নিষেধাজ্ঞা কেউ অমান্য করলে দুর্যোগ মোকাবিলা আইনের ১৮৮ ধারা বলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া বৃহস্পতিবার থেকে হাফলঙে সেলুন, বিউটি পার্লার, শপিংমল ও মার্কেট কমপ্লেক্স ছাড়া ১০০ শতাংশ দোকান খোলা রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে সাপ্তাহিক হাট সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার কথা নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

ধেমাজিতে গৃহ একান্তবাসে মদ্যপ স্বামীর পিটুনিতে মৃত্যু স্ত্রীর

ধেমাজি (অসম), ২০ মে (হি.স.) : নিজের বাড়িতে একান্তবাসে মদ্যপ স্বামীর নৃশংস মারে মৃত্যু হয়েছে স্ত্রীর। ধেমাজির চিচিবরগাঁওয়ের ১ নম্বর বেতানিপাম গ্রামে ঘটেছে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, কর্মসূত্রে অসমের বাইরে থাকত লিল্টু গগৈ নামের ব্যক্তি। গত কয়েকদিন আগে সে ধেমাজিতে আসে। এখানে আসার পর জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য আধিকারিকরা তাকে চিচিবরগাঁওয়ের ১ নম্বর বেতানিপাম গ্রামে তার বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সরকার তথা স্বাস্থ্য বিভাগের বিধিবদ্ধ নিয়ম নীতি ভেঙে সে সব সময় ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসত। দেশি মদ খেয়ে বাড়িতে গিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করত। এমতাবস্থায় গতকাল স্ত্রী যমুনা তাকে ঘরের বাইরে যেতে বারণ করায় চটে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় লিল্টু। এক সময় তাদের কাজিয়া চরমে উঠলে সে নৃশংসভাবে স্ত্রীর ওপর হামলা করে। বেধম মারের চোটে স্ত্রী যমুনা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

করোনা গুজব, পোর্টাল ও নেটাগরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে করিমগঞ্জ পুলিশের শরণাপন্ন জনসংযোগ দফতর

পাথারকান্দি (অসম), ২০ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার কয়েকটি স্বীকৃতিহীন পোর্টাল এবং কিছু সোশ্যাল মিডিয়ার নেটাগরিক গুজব ছড়িয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। তাই এ ধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে যে বা যারা জড়িত তাদের বিদুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার কুমার সঞ্জিত কৃষ্ণার কাছে অনুরোধ জানিয়েছে জেলা জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হক রহমান। প্রসঙ্গত, পাথারকান্দির কাঁঠালতলি এলাকার দুই যুবক করোনা পজিটিভের রোগী বলে গত প্রায় ৩৬ ঘণ্টা ধরে এক গুজব স্বীকৃতিহীন নিউজ পোর্টাল এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব চ্যানেলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের খবরে যা হওয়ার তা-ই হচ্ছে। কাঠালতলি-তো বটেই, গোটা পাথারকান্দি এলাকায় বিস্তর করোনা-আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় পিবিএন শীর্ষক এক নিউজ পোর্টাল প্রথমে দাবি করা হয়েছে, বাঘন গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ডের বালিরবন্দ দোবাগ এলাকার দুই যুবক যথাক্রমে সালিমুল হক (২৪) এভং সমসুল হক (২৪) নাকি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। তবে তারা কোথায় এবং কীভাবে সংক্রমিত হয়েছেন এবং বর্তমানে কোথায় চিকিৎসাধীন এ সব কোনও তথ্য এই চ্যানেল প্রকাশ করেনি।

খবরটি ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়ে পড়লে টনক নড়ে পাথারকান্দির সাধারণ প্রশাসনের পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিভাগের। প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য আধিকারিকরা বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করে প্রকৃত তথ্য আদায়ে অসমর্থ হন। করোনা আক্রান্তের খবর সম্পর্কে সার্কল অফিসার এবং সাব ডিভিশনাল মেডিক্যাল অফিসার যথাক্রমে জনাথন ভাইপেই এবং ডা. প্রদীপ দে-র কাছে জানতে চাইলে তাঁরাও কেউই কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি।

এদিকে গুজব সংক্রান্ত বিষয়টি আজ বুধবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা করিমগঞ্জ জেলায় ভাইরাল হয়ে যায়। খবর পান জেলা জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হক রহমান। তিনি গোটা বিষয়টি তদন্তের আওতায় আনতে পুলিশ সুপারের কাছে এক লিখিত আবেদন জানান।

অন্যদিকে পিবিএন চ্যানেলের সঙ্গে সম্পৃক্ত জনৈক ব্যক্তি জানান, খবরটি রামকৃষ্ণনগরের পরিবর্তে ভুলবশত কাঁঠালতলির বলে প্রকাশিত হয়েছে। এ জন্য তাঁরা ক্ষমা চাইছেন। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন করিমগঞ্জ জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মিহির দেবনাথ, পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালও। তাঁরা এ ধরনের মিথ্যা গুজব সংবলিত খবরে লাগাম টানতে তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

একদিনে মণিপুরে কোভিড-১৯ সংক্রমিত ১১ জন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২০

ইমফল, ২০ মে (হি.স.) : মণিপুরে বুধবার একদিনে নতুন আরও ১১ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের তথ্য পাওয়া গেছে। গত চার পাঁচদিন ধরে প্রায় প্রতিদিন রাজ্যে ধরা পড়ছেন কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী। আজকের ১১ জনকে নিয়ে মণিপুরে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা ২০-এ গিয়ে পৌঁছেছে। এর মধ্যে দুজনকে সুস্থ বলে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। সক্রিয় করোনা-আক্রান্ত ১৮ জনের চিকিৎসা চলছে। নতুন এগারোজনের দশজন চূড়াচাঁদপুর জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

মণিপুরে এর আগে গতকাল দুই মহিলা কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা মা ও মেয়ে। সরকারি সূত্রের খবর, গত ১৬ মে তাঁরা দিল্লি থেকে রাজ্যে ফিরেছিলেন। এঁরা দুজনেই কামজং জেলার বাসিন্দা। মায়ের বয়স ৬৪ এবং মেয়ের ২৩। উভয়কে ইমফলের দ্য রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েস (রিমস-এর কোভিড-১৯ কেয়ার সেন্টারে ভরতি করা হয়েছে।

এখানে উল্লখ করা যেতে পারে, ১২ এপ্রিল উত্তরপূর্বের প্রথম আক্রান্ত মণিপুরের চিকিৎসক-যুবতীকে (২৩) (লন্ডনে ক্যানসার নিয়ে গবেষণা করছিলেন) সম্পূর্ণ সুস্থ বলে বাড়ি পাঠিয়েছিল মেডিক্যাল বোর্ড। এর পর ১৯ এপ্রিল এক সপ্তাহের মাথায় দ্বিতীয় তথা শেষ রোগী (৬৫)-কে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স-এর কোভিড-১৯ কেয়ার সেন্টার থেকে। এর পর কিছুদিন বিরতির পর ১৬ মে রাজ্যে আগত কলকাতায় কর্মরত জনৈক নার্সের শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমণের উপস্থিতি ধরা পড়ে। এভাবে এক এক করে আজ পর্যন্ত কোভিড-১৯ সংক্রমিতের সংখ্যা ৯-এ দাঁড়ালেও সক্রিয় সাত রোগীর চিকিৎসা চলছে ইমফলের দ্যা জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স (জেএনআইএমএস) এবং রিমসএ।

গুয়াহাটির সরুসজাই কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে ফেরার তিন করোনা

গুয়াহাটি, ২০ মে (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরের সরুসজাই স্টেডিয়ামে তৈরি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে তিন করোনা আক্রান্ত পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। নলবাড়ি এবং হোজাই পুলিশের তৎপরতায় পলাতক হামিদুল আহমেদ, সাজাহল আলি এবং হোজাইয়ের সাইদুল আলম নামের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত তিন রোগীকে আটক করা হয়েছে। এই দুষ্কর্মের দায়ে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে মামলা রুজু করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিন পলাতককে তৎপরতার সঙ্গে পাকড়াও করার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী নলবাড়ি এবং হোজাই পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মন্ত্রী ড় শর্মা তাঁর টুইট হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'নলবাড়ির হামিদুল আহমেদ এবং সাজাহল আলি, হোজাই থেকে মহম্মদ সাইদুল আলম নামের তিন কোভিড-আক্রান্ত রোগী সরুসজাই কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে

ছয়ের পাতায়

বুধবার আগরতলায় ক্যামিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোর উদ্যোগে দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

লকডাউনে তালাকের নোটিশ পেলেন নওয়াজুদ্দিন

২০০৯ সালে নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী ও আলিয়া সিদ্দিকীর বিয়ে হয়। অবশ্য আলিয়ার আসল নাম অঞ্জনা কিশোর পাণ্ডে। বিয়ের পরে ধর্মের সঙ্গে নামও পাল্টে ফেলেন। বিয়ের এক বছরের মাথায় শুরু হয় অশান্তি। করোনা মহামারির দিনকেই তিনি বেছে নিলেন বিচ্ছেদ চাওয়ার সেরা সময় হিসেবে।
আলিয়া ৭ মার্চ নওয়াজের হোয়াটসঅ্যাপ ও ই---মেইলে তালাকের আইনি নোটিশ পাঠান। কোনো উত্তর না আসায় ১৯ মার্চ নওয়াজুদ্দিনের ৪৬তম জন্মদিনে পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি ও তাঁর আইনজীবী নওয়াজুদ্দিনকে বিচ্ছেদের আইনি নোটিশ পাঠানোর বিষয়ে কথা বলেন।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আলিয়া সিদ্দিকী বলেন, ”আমি তাঁকে বিচ্ছেদের আইন নোটিশ পাঠিয়েছি। কিন্তু সে কোনো সাড়া দেয়নি। আমি এ নিয়ে এই মুহূর্তে আর কিছুই বলতে চাই না। তবে হ্যাঁ, আমাদের ভেতর দীর্ঘদিন টানাপোড়েন চলেছে। গত এক দশক ধরেই আমাদের বনিবনা হচ্ছিল না। লকডাউনে আমি ভাবলাম, এটাই এই সম্পর্ক থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বেরিয়ে আসার সেরা সময়। সে মোজাফফরনগর যাওয়ার অনেক আগেই তাঁকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো সাড়া না দেওয়ায় মিডিয়াকে জানাতেই হলো। এরপর নিয়ম অনুসারে ১৫ দিনের ভেতর কোনো সাড়া পাওয়া না গেলে আইনি ব্যবস্থা নিতেই হবে।” ১৫ দিন হতে আর মাত্র দুই দিন বাকি। ২২ মের পর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
অন্যদিকে নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী এখন আছেন উত্তর প্রদেশের মোজাফফরনগরের বুধানা গ্রামে, তাঁর মায়ের কাছে। এক টুইটার পোস্টে নওয়াজুদ্দিন লেখেন, ”আমার ছোট বোন মারা গেছে বেশি দিন হয়নি। এর ভেতরেই আমার ৭১ বছর বয়সী মা খুবই অসুস্থ, মুষড়ে পড়েছে। আমি তাই মায়ের সঙ্গে আছি, রাজ্য সরকারের সব বিধিবিধান মেনে চলছি। আপনারও ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন।” বিচ্ছেদের কারণ জানতে চাওয়া হলে আলিয়ার আইনজীবী অভয় বলেন, ”মারাত্মক সব অভিযোগ আছে। আর এগুলো সম্পর্কে আমি এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারব না। আগে মামলা কোর্টে যাক। তখন হয়তো একে একে জানা যাবে।”
অন্যদিকে নাম বদলে পুরোনো নামে ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গে আলিয়া ওরফে অঞ্জনা কিশোর পাণ্ডে বলেন, ”আমি কোনো তারকার নাম ব্যবহার করে ব্যক্তিগত ফাইদা লুটতে চাই না।
যেভাবে চলছে, সেভাবেই চলবে। আমি ভবিষ্যতের কথা তেমন কিছু ভাবিনি। আমি শুধু এটুকু জানি যে আমি আর এই বিয়ের সম্পর্কের ভেতর নেই। এই সম্পর্ক ঠিক হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই আর অবশিষ্ট নেই।”
নওয়াজুদ্দিন ও আলিয়ার ১১ বছরের সংসার। তাঁদের ঘরে আছে এক মেয়ে ও এক ছেলেশোরা ও ইয়ানি সিদ্দিকী। ২০১৭ সালে এই দম্পতির বিচ্ছেদ নিয়ে গুঞ্জন ওঠে। যদিও তখন দুজনেই তা অস্বীকার করেছিলেন। ”গ্যাংস অব ওয়াসিপুর”, ”স্যাকরেড গেমস”খ্যাত এই তারকার নতুন ছবি ”ঘুমকেতু” মুক্তি পাবে ২২ মে, জি-ফাইভের ওয়েবসাইটে। এতে উদীয়মান এক লেখকের চরিত্রে দেখা দেবেন তিনি, যার চিত্রনাট্য চুরি হয়ে যায়। পুষ্পেন্দ্রনাথ মিশ্র পরিচালিত ছবিটিতে পুলিশ হিসেবে আছেন অনুরাগ কাশ্যাপ। অতিথি চরিত্রে আছেন অমিতাভ বচ্চন, রণবীর সিং, সোনাক্ষী সিনহা, চিত্রাঙ্গদা সিং। তাঁকে সর্বশেষ দেখা গেছে আথিয়া শেঠির সঙ্গে, ”মতিচুর চাকনাচুর” ছবিতে। বিচ্ছেদের বিষয়ে এখন পর্যন্ত নওয়াজের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

জাহ্নবীদের বাড়িতে করোনার হানা

বলিউড তারকা জাহ্নবী কাপুরের বাবা, প্রযোজক বনি কাপুর নিজেই নিশ্চিত করেছেন ঘটনার সত্যতা। তাঁদের গৃহপরিচারিকার কোভিড ১৯ পজিটিভ। ওই কর্মীর নাম, চরণ সাধু। বয়স ২৩ বছর। প্রথম আলোকে বনি কাপুরের পিআরের পাঠানো তথ্য অনুসারে, শনিবার সন্ধ্যা থেকে তাঁদের বাড়ির কাজের সহকারীর প্রাথমিক কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। তখন বনি কাপুর প্রথমেই তাঁর দুই মেয়ে জাহ্নবী কাপুর ও খুশি কাপুরকে আলাদা করে দেন। গৃহপরিচারিকাকেও আলাদা রাখেন। তারপর তাঁর কোভিড পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ এলে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন বনি কাপুর। বনি কাপুর ও তাঁর দুই মেয়ে খুশি কাপুর ও জাহ্নবী কাপুরও কোভিড ১৯—এর পরীক্ষা করান। তাঁদের পরীক্ষার ফল নেগেটিভ। তারপরও তাঁরা নিয়ম মেনে ১৪ দিন কোয়ারেন্টিন পালন করছেন। বনি কাপুর এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলেন, ‘আমি, আমার মেয়েরা ও বাড়ির অন্যান্য সহকারী ও কর্মচারীরা সবাই ভালো আছে। শুধু একজনই আক্রান্ত। লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকেই আমরা কেউ ঘরের বাইরে যাইনি। আর বাড়ির অন্যদের সঙ্গে নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলেছি। মহারাষ্ট্র সরকার ও বিএমসিকে আমাদের এই জরুরি অবস্থায় সর্বাত্মক সাহায্য করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা শুরু থেকেই সব নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলছি।’
বনি কাপুর আরও জানান, তাঁর পরিবার আক্রান্তের সঙ্গে আছে। তাঁরা আশা করছেন, আক্রান্ত ব্যক্তি শিগগিরই সুস্থ হয়ে আবার তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগ দেবেন। বনি কাপুর আরও জানান, কোনো গুজব যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, তাই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সবাইকে সবকিছু জানাচ্ছেন।জাহ্নবী কাপুর ও ছোট বোন খুশি কাপুর। ছবি: ইনস্টাগ্রাম
লকডাউনে, কোয়ান্টিনে ২৩ বছর বয়সী জাহ্নবী, ১৯ বছর বয়সী ছোট বোন বোন খুশি কাপুরের সঙ্গে দারুণ সময় কাটাচ্ছেন। ইনস্টাগ্রামে ভিডিও শেয়ার করে জানাচ্ছেন, বোনকে বিরক্ত করার শত উপায়। করোনা মহামারি শেষ হলে জাহ্নবীকে দেখা যাবে ৩টি ছবিতে, ‘গুঞ্জন সাক্সেনা’, ‘রুহ আফজা’ ও ‘দোস্তানা টু’ তে।

ব্যাঙ রক্ষা দিবস

ব্যাঙ গ্রামবাংলার মানুষের যাপিত জীবন এবং পরিবেশ-প্রতিবেশের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্ষায় বৃষ্টির মেঘমল্লারের সঙ্গে ব্যাঙের বিরামহীন ‘ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ’ কিংবা সন্ধ্যা নামলেই ধানখেতের অল্প পানিতে কোলাব্যাঙের ডাকগ্রামবাংলায় এখনো পরিচিত এক অনুষঙ্গ। ব্যাঙ বাঙালির সামাজিক জীবন, শিল্পসাহিত্যে, প্রবাদ-প্রবচনে যেমন এসেছে তেমনি নিয়মিতই আসে দৈনন্দিন কথাবার্তায়, উদাহরণ-উপমায়। ব্যাঙের সর্দি, কূপমণ্ডূক, ব্যাঙের ছাতাশব্দবন্ধগুলো অহরহ ব্যবহার করি আমরা। ছোটবেলায় স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হাঁটু মুড়ে বসে দুই হাত হাঁটুর নিচ দিয়ে কান ধরে ব্যাঙের লাফ দিয়েছেন নিশ্চয়ই অনেকেই।
এই যে ব্যাঙ বিষয়ে এত বাহারি বাক্যব্যয়, কারণটা বুঝতে পারছেন? প্রতিবছর এপ্রিল মাসের শেষ শনিবার পালিত হয় ‘বিশ্ব ব্যাঙ রক্ষা দিবস’ হিসেবে। সেই হিসাবে আজ শনিবার ২৫ এপ্রিল সেই দিবসটি। ব্যাঙ নিয়ে ভালো ভালো কথাই তো বলা হলো। কিন্তু আদতে কি প্রাণীটি ভালো আছে আজকাল? ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচারের (আইইউসিএন) ২০১৫ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৪৯ প্রজাতির ব্যাঙ রয়েছে। সমীক্ষাটির রেড লিস্ট বা লাল তালিকা অনুসারে, এর মধ্যে ১০ প্রজাতির ব্যাঙ বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। পরিবেশবন্ধু ব্যাঙের বিলোপ নয় বরং ব্যাঙ রক্ষায় অবদান রাখার প্রত্যয় হোক এবারের ব্যাঙ দিবসে।

করোনা নিয়ে রসিকতা

করোনাভাইরাসের দিনগুলোয় রসিকতা থেমে নেই। মানুষকে বলা হচ্ছে ঘরে থাকতে, মানুষ বেরিয়ে পড়ছে আনন্দের সঙ্গে। মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা চলছে, মানুষ তা থোড়াই কেয়ার করছে। ঈদে বাড়ি ফেরার জন্য ফেরিঘাটগুলোয় যে ভিড় হচ্ছে, তা অকল্পনীয়। বাজারঘাটগুলোয় মানুষের ভিড়ে উঁকি দেওয়াই দায়।
এটা শুধু আমাদের দেশেই নয়। কেন যেন মনে হচ্ছে, সারা বিশ্বেই মানুষ খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে। মানুষের জীবন যখন থেকে সংখ্যা হয়ে গেছে কেবল, তখন থেকেই সাধারণ মানুষ করোনাভাইরাসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।
সে যা হোক, কয়েক দিন আগে করোনাকালে রসিকতা নিয়ে একটি লেখা লিখেছিলাম। হাস্যরস যেমন ছিল, তেমনি তাতে লুকিয়ে ছিল কষ্টও। কেউ তা থেকে নিংড়ে নিয়েছেন আনন্দটুকু, কেউ নিয়েছেন কষ্টটাও। আবার কেউ কেউ তা দিয়ে মনের ভেতর রচনা করেছেন আনন্দ-বেদনার কাব্য।
সে রকমই আরও কিছু কৌতুক এখানে হাজির করছি। এই বিপদ তো একসময় কেটে যাবে ঠিকই, কিন্তু এ রকম একটা সময় যে পার করেছে পৃথিবী, তার একটা ছাপ তো থেকে যাবে এই রসিকতাগুলোয়, এটুকুই ভরসা। বলাবাহুল্য, রুশ দেশের নানা পথে হেঁটে হেঁটে জোগাড় হয়েছে এগুলো।
১.ইস, এ সময় যদি জাতীয় নির্বাচন হতো, তাহলে এরই মধ্যে সব কটি রাজনৈতিক দল পিপিই, মাস্ক আর গ্লাভস দিয়ে জনগণকে সয়লাব করে দিত!
২.যদি স্কুলগুলো আরও অনেক দিন বন্ধ থাকে, তাহলে বিজ্ঞানীদের আগে বাবা-মায়েরাই ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে ফেলবেন!
৩.মস্কো সরকার মাস্কের কারখানা কিনে নিয়েছে। এর মানে বুঝতে পারছেন? করোনা থাকুক আর না থাকুক, মস্কোবাসীকে কম করে হলেও আরও এক বছর মাস্ক পরেই চলাচল করতে হবে!
৪.কোয়ারেন্টিনের নিয়ম মেনে না চলায় মস্কোর ব্যাংকগুলোয় জমা হয়েছে ৫ কোটি রুবল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, যদি গৃহবন্দিত্বের আইন বলবৎ থাকে, তাহলে মাস শেষে রুবল স্থিতিশীল হয়ে যাবে।
৫.আজ থেকে ওষুধের দোকানে মাস্ক ছাড়া ঢোকা নিষেধ। এমনকি মাস্ক কেনার জন্যও বিনা মাস্কে ফার্মেসিতে ঢোকা যাবে না। তার মানে প্রথম মাস্কটি আসলে অর্জন করতে হবে রাজপথে অন্যের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে

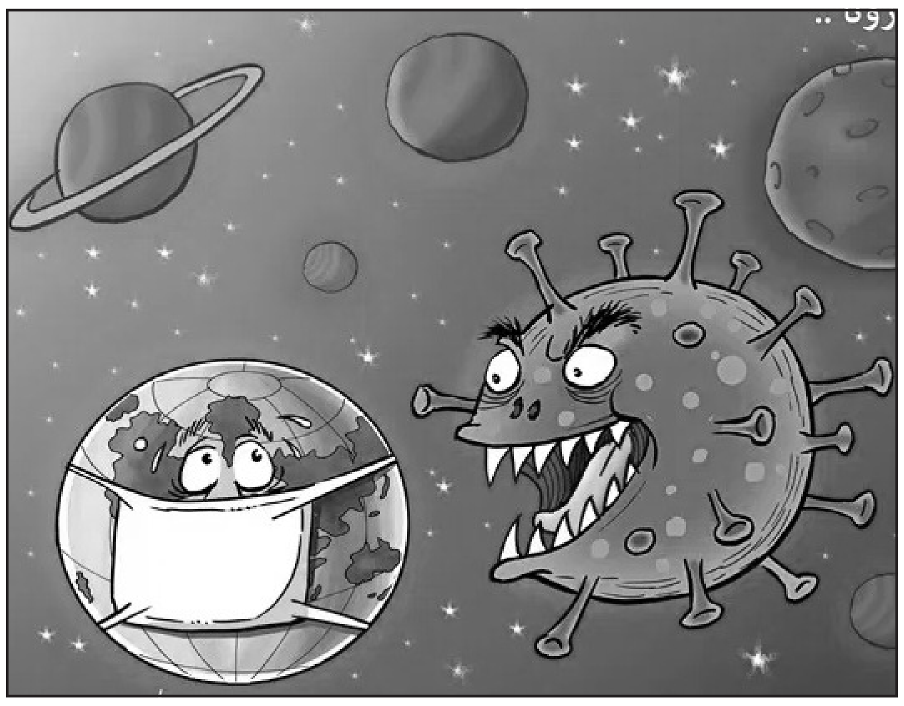

৬.মস্কোর মেয়র অফিস থেকে বলা হয়েছে, অফিস খোলার অন্তত এক সপ্তাহ আগেই চুল কাটার সেলুন আর বিউটি পারলারগুলো খুলে দিতে হবে। নইলে এ অবস্থায় অফিসে এসে একে অন্যের চেহারা দেখে যে কেউ ভয়ে হার্টফেল করতে পারে।
৭.চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এখনো স্থির করে বলতে পারেননি, টাকার মাধ্যমে করোনাভাইরাস ছড়ায় কি ছড়ায় না। কিন্তু আমাদের অফিস কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত সতর্কতার কারণে আমাদের বেতন দেওয়াই বন্ধ করে দিয়েছে।
৮.লকডাউন কিছুটা শিথিল করতেই দাঁতের ডাক্তারের কাছে ফোন, ‘আমি কি ডাক্তারের কাছে নাম লেখাতে পারি?’
‘সংক্রমিত হতে নাকি কাউকে সংক্রমিত করতে?’ ডাক্তারের উত্তর।
৯.রাশিয়ায় অফিশিয়াল ছুটির দিন শেষ হয়েছে, কিন্তু কাজের দিন এখনো শুরু হয়নি।
১০.‘জিনা, আর দোকানে যাওয়ার দরকার নেই।’
‘আমি ঠিকই জানতাম, করোনাভাইরাসের কারণে দোকানের সবকিছু শেষ হয়ে গেছে! ঠিক বলেছি?’
‘ভুল বলেছ। আমাদের চাকরি গেছে আর টাকাও শেষ হয়ে গেছে।’
১১.আচ্ছা, আপনাদের মনে আছে তো, কে কোথায় চাকরি করতেন?
১২.২০০০ সাল: ২০২০ সালে উড়ন্ত গাড়ি চলবে পৃথিবীতে।
২০২০: প্লেনগুলোও ওড়া বন্ধ করে দিয়েছে!
১৩.টেলিভিশনেও যদি কাউকে কাশতে দেখি এখন, তাহলে তাড়াতাড়ি মাস্ক পরে নিই।
১৪.সারা পৃথিবী লাসভেগাসে পরিণত হয়েছে। লাসভেগাসের মতোই কেউ কোনো কাজ করে না। সবাই টাকা শেষ করছে, দিনের যেকোনো সময় পান করছে। কেউই জানে না, আজ কী বার কিংবা কত তারিখ!
১৫.‘মস্কোতে সব নিয়মনীতি মেনে কে স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী রয়েছে?’
‘একমাত্র লেনিন।’
১৬.বিচারক: তাহলে আপনি স্বীকার করছেন না, আপনি পুলিশের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে ছিলেন?
আসামি: একেবারেই না, মহামান্য আদালত। আমি শুধু সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছিলাম।
১৭.‘আমার সোনামণি বিড়াল ভাস্কা, তুইও কি ভাবছিস, ঘরে বসে বসে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?’
‘আমাকে বিড়াল বলছ কেন, আমি তো আয়রন!’ বলল বিড়ালটি।
১৮.আমেরিকা, জার্মানি আর ব্রিটেন সরকার বলছে তাদের জনগণকে:
‘বাড়িতে থাকুন।’
জনগণ: ‘তাহলে বাঁচব কী করে?’
সরকার: ‘বাড়িতে থাকুন, আমরা আপনার টাকার ব্যবস্থা করব।’
রুশ সরকার বলছে তাদের জনগণকে:
‘বাড়িতে থাকুন।’
জনগণ: ‘তাহলে বাঁচব কী করে?’
সরকার: ‘বাড়িতে থাকুন, নইলে আপনার জন্য জরিমানার ব্যবস্থা করব।’
১৯.পৃথিবীতে এখন বিপ্লববিরোধী পরিবেশ বিরাজ করছে।
১. ওপর মহল চাইছে সবকিছু বদলে যাক।
২. সাধারণ মানুষ চায় এখনকার মতোই থাকতে।
৩. জনগণের মধ্যে সোচ্চার হয়ে ওঠার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।
২০.‘বাবা, আমাদের কি আবর্জনা জমেছে?’
‘জমেছে। তুই থালবাটি ধুতে থাক।’
‘বাবা!’
‘এরপর তুই ঘর মুছবি।’
‘বাবা!’
‘আবর্জনা ফেলতে বাড়ির বাইরে যাওয়ার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। আগে বাড়ির কাজগুলো কর। পরে ভেবে দেখা যাবে!’
২১.কাজে যাচ্ছি। কোয়ারেন্টিন চলছে। রাস্তায় থামাল পুলিশ। রাস্তার দুই ধারেই কাগজপত্র পরীক্ষা চলছে। আমার কাগজপত্রও পরীক্ষা করে দেখল একজন। তারপর সব ফেরত দিয়ে বলল, ‘সব ঠিক আছে। যাত্রা শুভ হোক!’
কাগজপত্র হাতে নিয়ে আমি তো অবাক! আমি তো আমার বউয়ের গাড়ির কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। এটা বউয়ের লাল রঙের গাড়িও নয়। কাগজগুলোতেও বউয়ের নাম লেখা!
করোনা বুঝি পরীক্ষার ধরনও বদলে দিয়েছে!
২২.‘আপনি কি জানেন, ঘরে বন্দী থাকতে একটুও একঘেয়ে লাগে না। এই যেমন ধরুন, এক কিলোগ্রাম চালের প্যাকেটের একটায় দেখলাম ২৭৮৯টি চাল, অন্যটায় দেখলাম, ২৮০৪টি!
আজ এ পর্যন্তই। করোনাকাল প্রলম্বিত হচ্ছে আর করোনাকালে মানুষ নিয়ে রসিকতাও বেড়ে চলেছে। মানুষ তার মনটাকে সজীব রাখতে চায়। রসিকতার মাধ্যমে সে সজীবতা এলে ক্ষতি কী?

ঝক ঝক ঝক ট্রেন চলেছে

‘ঝক ঝক ঝক ট্রেন চলেছে, রাত দুপুরে অই/ ট্রেন চলেছে, ট্রেন চলেছে, ট্রেনের বাড়ি কই?’ ছেলেবেলায় কবি শামসুর রাহমানের এই কবিতা পড়তে পড়তে এমন প্রশ্ন আমাদের শিশুমনেও কতবার জেগেছে! লোহার পাতের তৈরি সমান্তরাল দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ট্রেন কোথায় গিয়ে পৌঁছায়? অনেক বগি জড়িয়ে বিরামহীন এই যে ছুটে চলা, ওর কি ক্লান্তি নেই!
এই ট্রেন যোগাযোগব্যবস্থার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী উদ্ভাবন। গোড়ার দিকে দড়ি দিয়ে ঘোড়ার সাহায্যে বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ট্রেন চালানো হতো। সময়ের পরিক্রমায় কয়লা, বাষ্পীয় ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন এবং হালে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের সাহায্যে চালিত হয় ট্রেন। আরামদায়ক, পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী যোগাযোগব্যবস্থা হিসেবে ট্রেনের বিকল্প হয় না। প্রকৃতির অপরূপ রূপ-সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে ট্রেনভ্রমণের যে আনন্দ, অন্য কিছুর সঙ্গে তার তুলনা নেই।
আজ ৯ মে, ট্রেন দিবস। মানবসভ্যতায় এই বাহনের অবদানকে স্মরণ করে পালিত হয় দিবসটি। সূত্র বলছে, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার আন্তনগর রেল পরিষেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আমট্রাকের উদ্যোগে ২০০৮ সাল থেকে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। ও হ্যাঁ, সবশেষে একটা তথ্য দিয়ে রাখি। বাংলাদেশে ট্রেন চলাচল শুরু হয় ১৮৬২ সালে, ব্রিটিশ শাসনামলে। দর্শনা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের মধ্য দিয়ে এ দেশে বাহনটির যাত্রা শুরু হয়।

বুধবার আগরতলায় ভারতের ছাত্র ফেডারেশন গণঅবস্থান প্রদান করে। ছবি- নিজস্ব।

প্রবল ঘূর্ণিঝড় আমফান ঢুকছে বাংলাদেশে

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২০।। অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় আম্পান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে আছড়ে পড়ার পর স্থলভাগে তাণ্ডব চালাতে চালাতে অগ্রসর হচ্ছে কলকাতার দিকে, এর বিস্তার প্রবেশ করেছে বাংলাদেশেও।আবহাওয়াবিদ আবদুল মান্নান বলেন, "ঘূর্ণিঝড় আম্পান বিকাল ৫টার দিকে উপকূলের বাংলাদেশ অংশে পৌঁছেছে। ভারতের সাগারদ্বীপের পাশ দিয়ে সুন্দরবন ঘেঁষে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ভূভাগে উঠে আসছে।"ওই সময় এর কেন্দ্রের কাছে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৬০ থেকে ১৮০ কিলোমিটার, যা দমকা বা ঝেড়ো হাওয়ার আকারে ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল।ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ব্যস প্রায় ৪০০ কিলোমিটার জানিয়ে মান্নান বলেন, "পুরোপুরি স্থলভাবে উঠে আসতে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা লাগতে পারে। এর প্রভাবে বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ভারী বর্ষণ হতে পারে।"ভারতের আবহাওয়া অফিস বলছে, বিশাল ব্যাপ্তির এ ঝড় স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে পুরোপুরি স্থলভাগে উঠে আসে এবং ততক্ষণে এর অগ্রভাগ পৌঁছে যায় কলকাতায়।

স্থলভাবে উঠে আসার পর বৃষ্টি ঝরিয়ে কমতে শুরু করবে ঝড়ের শক্তি। তবে এগোনোর গতি থামবে না। জয়েন্ট টাইফুন ওয়ার্নিং সেন্টার যে পূর্বাভাস দিয়েছে, তাতে এ ঝড়ের চোখ বা কেন্দ্র মধ্যরাতের পর কোনো এক সময় মেহেরপুর এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে।

গত ১৬ মে নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়া আম্পান এক পর্যায়ে শক্তি বাড়িয়ে সুপার সাইক্লোনে পরিণত হয়েছিল। বঙ্গোপসাগরের সাম্প্রাতিক ইতিহাসে দ্বিতীয় সুপার সাইক্লোন এটি। তবে উপকূলের দিকে ধেয়ে আসতে আসতে কিছুটা শক্তি হারিয়ে তা আবার অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়।ভারতীয় আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে এ ঝড় পশ্চিমবঙ্গের দীঘার কাছাকাছি এলাকা দিয়ে উপকূল অতিক্রম করা শুরু করে। সে সময় এর অবস্থান ছিল ভারতের সাগরদ্বীপ থেকে ৩৫ কিলোমিটার, দীঘা থেকে ৬৫ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশের খেপুপাড়া থেকে ২২৫ কিলোমিটার দূরে।ঘূর্ণিঝড়ের কারণে মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ১০ নম্বর এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরেও ৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখাতে বলেছে বাংলাদেশের আবহাওয়া অফিস।উপকূলীয় জেলার দ্বীপ ও চরের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ১০-১৫ ফুট বেশি উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে বলেও সতর্ক করে দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা।

আম্পানের প্রভাবে মঙ্গলবার দুপুর থেকেই দেশের অনেক জায়গায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। মধ্যরাতের পর বৃষ্টির বেগ বাড়তে শুরু করে। বুধবার সকাল থেকে বাড়ে বাতাসের জোর। সেই সঙ্গে উপকূলীয় জেলাগুলোতে নদীর পানিও বাড়তে শুরু করে। ঝড়ের বর্ধিতাংশ বাংলাদেশ উপকূলে ঢুকে পড়ার পর সন্ধ্যা ৬টার দিকে শুরু হয় প্রবল ঝড়ো বাতাসের দাপট।ঝড় এগিয়ে আসতে থাকায় মঙ্গলবার থেকেই দেশের উপকূলীয় জেলাগুলোর নিচু এলাকার বাসিন্দাদের আশ্রয় কেন্দ্রে সরিয়ে নিতে শুরু করে কর্তৃপক্ষ।ঝড় উপকূলে আঘাত হানার আগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান বুধবার দুপুরে জানান, সব মিলিয়ে ২৩ লাখ ৯০ হাজার ৩০৭ জনকে ১৪ হাজার ৩৩৬টি আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

করোনাভাইরাস সঙ্কটের মধ্যে এ ঝড় এসেছে বলে সংক্রমণ এড়াতে আশ্রয় কেন্দ্রে শারীরিক দূরত্ব রক্ষা করে থাকার এবং স্বাস্থবিধি মেনে চলার ব্যবস্থা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ঘূর্ণিঝড় আমফান মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার প্রস্তুত রয়েছে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২০।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন তাঁর সরকার ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবেলায় প্রস্তুত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে (ঘূর্ণিঝড় আম্পানের মুখোমুখি হওয়ার জন্য) এবং সাইক্লোনের কবল থেকে মানুষের জান এবং মাল রক্ষার জন্য আমরা আরো সম্ভাব্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছি।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার সকালে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের (এনডিএমসি) সভায় একথা বলেন। সুপার সাইক্লোন আম্পানের সম্ভাব্য আঘাত থেকে মানুষের জান-মাল রক্ষা এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুপার সাইক্লোন আম্পানকে একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, যেখানে মানুষের কোন হাত নেই উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী এর থেকে মানুষের জান-মাল রক্ষার জন্য মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন বৈঠকে কর পর প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম বৈঠক সম্পর্কে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার সামগ্রিক প্রস্তুতির জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ এবং এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত স্থানীয় লোকজনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, 'পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এ পর্যন্ত ২০ লাখ মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে এবং এজন্য ১৩ হাজার ২৪১টি সাইক্লোন শেল্টার সেন্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে।'

সরকার যখন কোভিড-১৯ মহামারী থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ঠিক সে সময়ই ঘূর্ণিঝড় আম্পান বাংলাদেশে আঘাত হানতে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই বিপর্যয়টি এমন সময়ে এসেছে যখন আমরা করোনাভাইরাস বিপর্যয়কে দূর করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী সাইক্লোনটি আজ বিকেলের যেকোন সময়ে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আঘাত হানতে পারে, যদিও এই সাইক্লোন উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক প্রস্তুতি রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার যখনই কোন দুর্যোগের পূর্বাভাস পেয়ে, তখনই দ্রুত সাড়া দিয়েছে, প্রতিটি মানুষের জান-মাল রক্ষার্থে ব্যবস্থা নিয়েছে, যা অতীতের কোন সরকারই করেনি।

১৯৯১ সালের প্রলয়ংকারি ঘূর্ণিঝড় যখন দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় জেলাগুলোতে আঘাত হানে তখন ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি বলে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, এমনকি তারা দুর্যোগের কোন তথ্য রাখারও প্রয়োজন মনে করেনি। যেখানে হাজার হাজার মানুষ নিহত, বিমান বাহিনীর বিমান,নৌবাহিনীর জাহাজ এবং ব্যাপক জনসম্পত্তি বিনষ্ট হয়।

তিনি বলেন, 'তৎকালিন বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ঘূর্ণি দুর্গত মানুষের দ্বারে দ্বারে ত্রাণ নিয়ে যায়, সরকারের আগেই তাঁরা মাছ ধরার নৌকায় করেও দুর্গম চরাঞ্চলে ত্রাণ পৌঁছে দেয়।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৬ সালে সরকারে আসার পরে তাঁর সরকার বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে মানুষকে জানানোর উদ্যোগ নেয় যে, এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কি করতে হবে।

তিনি আরো বলেন,'১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসেই আমরা দেখতে পাই দেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের কোন আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই কাজেই এর আধুনিকায়ন এবং যুগোপযোগীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করি।'

সরকার প্রধান বলেন, দুর্যোগ সম্পর্কিত আগাম তথ্য এখন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সেই তথ্য তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে আন্তর্জাতিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সরকারি দল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন দুর্যোগকালিন জনগণকে খাদ্য, ওষুধসহ অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি এ সময় বোরো ধান কাটার জন্য ছাত্রলীগ, কৃষক লীগ, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুবলীগ এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কৃষকদের সহযোগিতার প্রসংগ উল্লেখ করে বলেন, 'এটাই অত্যন্ত আশার বিষয় যে, প্রায় ৯০ শতাংশ বোরো ধান গোলায় উঠেছে আম্পান ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার আগে। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করেই চলতে হয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,'কাজেই বাংলাদেশকে সবসময়ই যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলা করেই চলতে হবে। তা প্রাকৃতিক দুর্যোগেই হোক বা মনুষ্য সৃষ্ট হোক।'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তাঁর সরকারের বিভিন্ন সাফল্যের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন এবং দুর্যোগকালিন জনগণের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আসার ক্ষেত্রে বাপক সাফল্য অর্জন করেছে, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও স্বীকৃতি লাভ করেছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কর্মসূচি প্রণয়নে জাতির পিতা অগ্রপথিক ছিলেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,'বঙ্গবন্ধু মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে মুজিব কেল্লা নির্মাণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা রেড ক্রসের সহায়তায় যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলায় ৪৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রীগণ,মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং তিন বাহিনীপ্রধানগণ সচিবালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এ সময় গনভবন প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন।

করিমগঞ্জের কালিগঞ্জে দরিদ্রদের কৃষিজমি বেদখল, অভিযুক্ত ফকর উদ্দিনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ মে (হি.স.) : ভিন সম্প্রদায়ের জমি জবরদখলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে করিমগঞ্জ জেলার কালিগঞ্জে। এক দু বিঘা নয়, প্রায় বারো বিঘা জমি জবরদখল করে ফিশারি তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গরিব অসহায় মানুষগুলো তাঁদের বেঁচে থাকার শেষ সম্বল জমিগুলো জবরদখলকারীর কবজা থেকে উদ্ধারের জন্য নানা জনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন। ফল লাভ হচ্ছে না এতটুকু।

প্রাপ্ত তথ্যে প্রকাশ, কালিগঞ্জ অঞ্চলের বাগবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর চণ্ডীদাস গ্রামের দরিদ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় বারো বিঘা জমি জবরদখলের অভিযোগ উঠেছে জনৈক স্কুল শিক্ষক ফকর উদ্দিনের বিরুদ্ধে। করিমগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ধ্রুবজ্যোতি দেব চণ্ডীদাস গ্রামের জনগণের অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৫ মে ভারতীয় বিচারবিধির ১৪৬ (১) ধারা প্রয়োগ করে এই বারো বিঘা জমির উপর উভয় পক্ষের প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু বিবাদি ফকর উদ্দিন আদালতের নির্দেশ অমান্য করে এই জমিতে অনধিকার প্রবেশ করেন বলে জানা গেছে। এমন-কি বিবাদী ফকর উদ্দিন গ্রামবাসীর অভিযোগের খবর পেয়ে নাকি আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। তাঁর আক্রমণাত্মক আচরণে চণ্ডীদাস গ্রামের মানুষ রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁদের জীবন সম্পত্তি যে কোনও সময় বিবাদি বা তার সহযোগীদের হাতে শেষ হয়ে যেতে পারে বলে তাঁরা গভীর আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।

অসহায় গ্রামবাসী ফের বিষয়টি প্রশাসনিক আদালতের কাছে নালিশ জানালে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিসেট্রট মঙ্গলবার ফকর উদ্দিনের বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে সুয়ো-মোটো মামলা রুজ্জু করার জন্য করিমগঞ্জের পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে বাদি পক্ষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং নিলামবাজার সার্কল অফিসারের কার্যালয়ের এলআর স্টাফের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিতর্কিত স্থানে গিয়ে জমির মালিক ও জমির চতুর্সীমা নির্ধারণ করতে জরুরি নির্দেশ জারি করেন।

আদালতের নির্দেশের কপি পেয়ে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার কুমার সঞ্জিত কৃষ্ণ সদর থানার ওসিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেছেন। আদালতের নির্দেশপত্র নিলামবাজারের সার্কল অফিসারের কাছেও পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, তফশিল জাতি অধ্যুষিত কালিগঞ্জ অঞ্চলের চণ্ডীদাস গ্রামে সাকুল্যে প্রায় ত্রিশ পরিবার হিন্দু মানুষের বসবাস। গ্রামের দক্ষিণ দিকে রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের কৃথি খেতের মাঠ। সম্প্রতি বিবাদি ফকর উদ্দিনের আগ্রাসী চোখ গিয়ে পড়ে এই দু ফসলা খেতের জমির ওপর। গ্রামবাসীরা জানান, ফকর উদ্দিন তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রথমে সরকারি এমজিএনরেগা প্রকল্পের অধীনে গ্রামের পূর্ব দিকে দক্ষিণমুখি একটি বাঁধ নির্মাণ করেন। পরে বাঁধের ভিতরে অন্য স্থান থেকে মটর দিয়ে জল এনে পুরো খেতের জমিতে কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি করে মাছের পোনা ছাড়তে থাকেন। গ্রামের মানুষ বাধা দিলে তিনি নাকি আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেন। বর্তমানে গ্রামের জনগণ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আতঙ্কে রয়েছেন বলে জানান তাঁরা।

গ্রামের জনতা আরও জানান, তাঁদের কৃষি খেতের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে সরকারি প্রায় ছয় বিঘা খাস জমি। এই জমি গ্রামের জনৈক বারীন্দ্র দাস এবং মিলন দাস সহ অন্যদের দখলে রয়েছে। সার্কল অফিস থেকে দখলদারিদের হাতে এর একেকটি প্রামাণিক দলিলও জেলার অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিবাদি ফকর উদ্দিন বর্তমানে এই ছয় বিঘা জমি দখলের পাশাপাশি গ্রামবাসীদের পাট্টা ভূমিও জবরদখল করে রেখেছেন বলে তাঁদের অভিযোগ।

গ্রামের জনগণ এ বিষয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রো মোদী, রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি, অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অর্থ-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, গৃহ বিভাগের কমিশনার, রাজ্যের পুলিশপ্রধান, দক্ষিণ অসম রেঞ্জের ডিআইজি, আরএসএস -এর নাগপুর কার্যালয় এবং করিমগঞ্জের জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের কাছে নালিশ জানিয়ে তাঁদের জমি জবরদখল মুক্ত করা এবং তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি গ্রামের ঐতিহ্যবাহী সন্ন্যাসীবাড়ির পবিত্রতা রক্ষা করার আবেদন জানিয়েছেন।

এদিকে, হিন্দু সম্প্রদায়ের জমি জবরদখলের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠছে বিজেপি, বজরং দল, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদ সহ অন্যান্য দল ও সংগঠন। বিজেপি-র জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য এবং অমরেশ রায় পুলিশ সুপারের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে সাক্ষাত করে জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। প্রতিবাদে সরব হয়েছেন বিজেপি নেতা বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, শিপ্রা গুন, বিশ্বহিন্দু পরিষদের তুলসি প্রসাদ ভট্টাচার্য প্রমুখও।

আমফান মোকাবিলায় সতর্ক নৌবাহিনী

বিশাখাপত্তনম, ২০ মে (হি. স.) : ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় আমফান। বুধবার বিকেলের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকায় আছড়ে পড়বে এই ঘূর্ণিঝড়। উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ভারতীয় নৌবাহিনী। বুধবার ইস্টার নাভেল কমান্ডের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে অন্ধপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে ত্রাণকার্য জন্য প্রস্তুত রয়েছে নৌবাহিনীব. যুদ্ধজাহাজগুলি।বর্তমানে এই জাহাজগুলিকে স্ট্যান্ডবাই মোডে রাখা হয়েছে। এই জাহাজগুলিতে থাকবে জীবনদায়ী ওষুধ, খাবার, বস্ত্র, কম্বল, রবারের তৈরি নৌকা।চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে উদ্ধারকাজ চালাবে এই সকল যুদ্ধ জাহাজ।নৌবাহিনীব হেলিকপ্টারগুলিকে স্ট্যান্ডবাই মোডে

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশের সুন্দরবন-খুলনাঞ্চলে আমফানের আঘাত, চলছে তাণ্ডব

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২০।। বাংলাদেশের সুন্দরবনসহ খুলনাঞ্চলে আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড় আম্পান। এর প্রভাবে এ অঞ্চলে ভারী বর্ষণের সঙ্গে বইছে ঝড়ো বাতাস। এরই মধ্যে ঝড়ের তাণ্ডবে কাঁচাপাকা ঘরবাড়ি ধসে পড়ার খবর মিলেছে। উপড়ে পড়েছে বহু গাছ, বিদ্যুতের পোল।খুলনা আঞ্চলিক আওহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বুধবার (২০ মে) সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিট থেকে ঘূর্ণিঝড় আম্পান প্রথম আঘাত হানা শুরু করে।

প্রবল ঝড়ে গাছপালা ও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েছে। কিছু কিছু জায়গায় গাছ পড়ে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কাঁচা-পাকা ঘর ও বিদ্যুৎ সরবরাহের অবকাঠামো। নদীতে জোয়ার থাকায় কয়রা, পাইকগাছা ও দাকোপের নিম্নাঞ্চলের বেড়িবাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে। অনেক স্থানে নদীর পানি প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছে জীর্ণশীর্ণ বেড়িবাঁধের উপর।সাতক্ষীরার শ্যামনগরের গাবুরার ভেটখালিতে দু'টি স্থানে বাঁধ ভেঙে পানি লোকালয়ে ঢুকছে।সন্ধ্যার আগে অনেকেই আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছেন।

খুলনা আঞ্চলিক আওহাওয়া অফিসের সিনিয়র আবহাওয়াবিদ আমিরুল আজাদ সন্ধ্যা ৭টায় বলেন, সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে ঘূর্ণিঝড় আম্পান আঘাত হানা শুরু করেছে সুন্দরবন, খুলনা, মোংলা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরাজুড়ে।তিনি আরও বলেন, ঘূর্ণিঝড় আম্পানের অগ্রভাগ বর্তমানে খুলনা উপকূল অতিক্রম করছে। যার প্রভাবে খুলনায় ৫০ কিমি বেগে দমকা থেকে ঝড়ো হাওয়া বইছে। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৪১ মিলি মিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ৮ দিন বন্ধ থাকবে আখাউড়া স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২০।। পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর আটদিন বন্ধ থাকবে।শুক্রবার (২২ মে) থেকে ২৯ মে পর্যন্ত ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে এ স্থলবন্দরে।

আখাউড়া স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম জানান, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জানানো হয়েছে। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ২২-২৯ মে পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এরফলে আটদিন এ বন্দর দিয়ে ভারতে পণ্য রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। ছুটি শেষে ৩০ মে থেকে যথারীতি পণ্য রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক হবে।

এদিকে প্রশাসনের সঙ্গে বন্দরের ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্টদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাহমিনা আক্তার রেইনার সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক হায়াত-উদ-দৌলা খাঁন। এছাড়া পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আনিসুর রহমানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রবাসী শ্রমিকদের সুষ্ঠু যাতায়াতে রেল ও রাজ্যের মধ্যে আরও সক্রিয় সহযোগিতার আর্জি

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি. স.) : প্রবাসী শ্রমিকদের সুষ্ঠু যাতায়াতে আরও বেশি সংখ্যক ট্রেন চালাতে প্রয়োজন; জেলা ও রাজ্যগুলিকে অবশ্যই তাদের চাহিদা রেলের কাছে পাঠাতে হবে। কেন্দ্রের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে। সূত্র মারফত বুধবার জানা গিয়েছে, রাজ্যগুলিকে পাঠানো ওই চিঠিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে, প্রবাসী শ্রমিকদের নিজ রাজ্যে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভয়ের কারণ হ'ল — করোনায় সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং জীবন-জীবিকায় ক্ষতির শঙ্কা। প্রবাসী শ্রমিকদের দূরাবস্থা লাঘব করার জন্য ওই চিঠিতে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর রাজ্যগুলিকে জোর দিতে বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে, কেন্দ্রের সঙ্গে সক্রিয় সমন্বয় বজায় রাখার পাশাপাশি, আন্তঃ রাজ্য সীমান্তে সুষ্ঠুভাবে পরিবহন, মানুষের মৌলিক সুবিধা সহ যাত্রাপথে বিশ্রামের উপযুক্ত জায়গা গড়ে তুলতে হবে। একই সঙ্গে, বিভিন্ন ধরনের গুজব দূর করে রাজ্যগুলিকে ট্রেন বা বাসের সূচনার ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

জঙ্গী হামলায় নিহত দুই বিএসএফ জওয়ান

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি. স.): জঙ্গি হামলায় নিহত বিএসএফের দুই জওয়ান। বুধবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু ও কাশ্মীরের গন্ধেরবলে। শহর থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরে পান্ডাচা চেকপোষ্টে প্রহরারত বিএসএফ জওয়ানদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালায় জঙ্গিরা। বাইকে করে এসেই হামলা চালায় জঙ্গিরা। এরপরই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় তারা। আহত জওয়ানদের উদ্ধার করে স্থানীয় এস কে আই এম এস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে দুইজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকেরা।দুই জনের মধ্যে একজনের বয়স ৩৫ এবং অপরজনের ৩৬। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। জঙ্গিদের খোঁজে শুরু হয়েছে চিরুনি তল্লাশি।

বিহারে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৭৭

পাটনা, ২০ মে (হি. স.): করোনা ভাইরাসের দৌরাত্ম্য অব্যাহত বিহারে। বুধবার নতুন করে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে ৭৭ জন।ফলের রাজ্যে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৫১৯। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সঞ্জয় কুমার জানিয়েছেন, মধ্য বিহারের জেহানাবাদ জেলায় নতুন করে আক্রান্ত ৩০।এরমধ্যে দুই শিশুও রয়েছে। ফলে এই জেলায় সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮। বেগুসারাই জেলা নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ১২ জন। এর মধ্যে এক দুই বছরের শিশুও রয়েছে। বেগুসরাইতে সবমিলিয়ে আক্রান্ত বেড়ে হয়েছে ৮৪।কাটিহার জেলায় ১৩, ভাগলপুর পাঁচ, কাইমুর পাঁচ, ওরঙ্গবাদ চার, আরওয়ালে তিনজন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে।এছাড়াও পাটনা, নওয়াদা, বক্সার, জামুই, সুপাউল জেলা একজন করে আক্রান্ত হয়েছে। রাজ্যের ৩৮ জেলার মধ্যে করোনা ছড়িয়ে পড়েছে।পাটনা ও মুঙ্গেরে আক্রান্তের সংখ্যা সব থেকে বেশি।সেখানে আক্রান্ত যথাক্রমে ১৩৩, ৯১। উল্লেখ করা যেতে পারে এখনো পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৫৩৪ জন।

বাংলাদেশে একদিনে রেকর্ড ১৬১৭ জনের করোনা শনাক্ত, মৃত্যু ১৬

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২০।বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১৬১৭ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে এবং আরও ১৬ জন এই ভাইরাসে মারা গেছেন বলে বুধবার জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) (বর্তমানে মহাপরিচালকের দায়িত্বে) ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৩৮৬ জনে দাঁড়াল। এছাড়া আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ৭৩৮।তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ১১ হাজার ১৩৮টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ১০ হাজার ২০৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ১৬ জনের মধ্যে ১৩ জন পুরুষ এবং তিনজন নারী। হাসপাতালে ১২ জন এবং বাড়িতে চারজন মারা গেছেন বলে জানান নাসিমা সুলতানা।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২১৪ জন করোনা থেকে সুস্থ হওয়ায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৫ হাজার ২০৭ জন।

পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য ঘোষণা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণের

গুয়াহাটি, ২০ মে (হি.স.) : ভিন রাজ্যে আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের গৃহরাজ্য অসমে ফিরিয়ে আনতে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। এই খবর দিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা গগৈ জানিয়েছেন, তাঁর মা-বাবার নামে গঠিত উষা-কমল মোমোরিয়াল ট্রাস্ট থেকে এই টাকা শ্রমিকদের বাসে ফিরিয়ে আনতে খরচ করা হবে।

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে আলাপচারিতায় তরুণ গগৈ বলেন, বিশ্বজুড়ে মহামারি করোনার প্রভাব ভারতেও প্রবলভাবে পড়েছে। জীবিকার তাগিদে অসমের বহু শ্রমিক ভিন রাজ্যে গিয়ে কাজ করছিলেন। করোনার প্রকোপে তারা কাজ হারিয়েছেন। রাজ্য সরকার তাদের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্দশাগ্রস্ত পরিযায়ী শ্রমিকের অনেকেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নাকি সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেছেন। তাই তাঁদের পরিবহণের জন্য ট্রাস্টের টাকা দিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বিশ্বজুড়ে মৃত্যু বেড়ে ৩,২২,০০০

ওয়াশিংটন, ২০ মে (হি.স.): ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে সমগ্র বিশ্ব, কিন্তু মারণ করোনাভাইরাস মানবজাতির পিছু ছাড়ছেই না। বাড়তে বাড়তে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বুধবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ২২ হাজারে পৌঁছেছে। সংক্রমিত ৪.৯ মিলিয়নের বেশি।

২০ মে সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৪.৯ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ৩,২২,০০০। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ১.৫ মিলিয়নের বেশি, রাশিয়ায় সংক্রমিত ২৯৯,৯৪১, ব্রিটেনে ২৫০,১৩৮, ব্রাজিলে আক্রান্ত ২৭১,৬২৮ এবং স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২৩২,০৩৭।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,১৭৯ জনের, ব্রাজিলে করোনায় মৃত বেড়ে ১৮ হাজার ছুঁইছুঁই

ব্রাসিলিয়া, ১৮ মে (হি.স.): করোনা-আক্রান্তের নিরিখে স্পেন এবং ইতালিকে ছাপিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে ব্রাজিল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭, ৪০৮ জন। নতুন করে ১৭,৪০৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ব্রাজিলে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৭১,৬২৮।

ল্যাটিন আমেরিকায় করোনাভাইরাসের উৎসস্থলে পরিণত হয়েছে ব্রাজিল। আক্রান্তের পাশাপাশি ব্রাজিলে হু হু করে বাড়ছে মৃত্যু সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে মৃত্যু হয়েছে ১,১৭৯ জনের, বুধবার পর্যন্ত ব্রাজিলে মৃত্যু হয়েছে ১৭,৯৭১ জনের।

হুগলীতে ভেঙে পরল পুরনো বাড়ির একাংশ, জেলায় খোলা হয়েছে কন্টোল রুম

হুগলি,২০ মে (হি. স.) : ঝড়ের দাপটে একটি পুরনো বাড়ির অংশ ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত, ভেঙে পড়েছে গাছ। হুগলির শ্রীরামপুরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মেলা বাড়ির সামনে ঘটনা। প্রথমেই ছুটে যায় শ্রীরামপুর থানার পুলিশ।আই, সি দিব্যেন্দু দাসের নেতৃত্বে মানুষজন কে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলে ছিলেন ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌড়মোহন দে। যদিও কেউ আহত হয়নি। সেই বাড়িতে যারা থাকতো তাদের অন্যত্র সরানো হয়েছে। সুপার সাইক্লোন আমফান মোকাবিলায় প্রস্তুত হুগলি জেলা প্রশাসন। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত করা হয়েছে। কাঁচা বাড়ি থেকে সাত হাজারের বেশি মানুষকে সরানো হয়েছে। রাখা হয়েছে ত্রান শিবিরে। বিদ্যুৎ দপ্তর ,স্বাস্থ্যদপ্তর, সেচ , কৃষি ,দমকল, পুলিশ সহ ২৪ টি দপ্তরকে এ্যালার্ট করা হয়েছে।

জলপথ পরিবহন বন্ধ রয়েছে লকডাউনের ফলে।তবু কোনো নদীতে নৌকা নামাতে নিষেধ করা হয়েছে। নদী তীরবর্তী এলাকায় মাইকিং করে সতর্ক করা হচ্ছে জন সাধারনকে।ঝড়ের সময় বাইরে থাকতে বারন করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত ত্রান মজুত রয়েছে জেলায়।ত্রিপল ,শুকনো খাবার, জল সময় মত ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২৪ ঘন্টার জন্য কন্টোল রুম খোলা হয়েছে। হুগলি জেলা শাসক ওয়াই রত্নাকর রাও তার অফিস থেকেই সব নজরদারী করতে পারবেন। চালু করা হয়েছে হেল্প লাইন নম্বর। বিপদ হলে হেল্প লাইন নম্বরে ফোন করা যাবে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে আমপানের

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি এসটিএফের

আগরতলা, ২০ মে।। গত ১৭ মে নন্দননগরে বাজার খোলা নিয়ে যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেই ঘটার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে এনসিসি থানয় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। ওই এফআইআরে ডিএসপি তরুণ দেববর্মা ও মানবাধিকার কর্মী এন্থনি দেববর্মার নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। তুইপ্রা স্টুডেন্টস ফেডারেশন দবি করছে অভিযুক্ত এই দুজন ওইদিনের ঘটনার সাথে জড়িত নয়। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে এফআইআর করা হয়েছে। এই ব্যাপের সংগঠনটির তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে একটি চিঠিও দেয়া হয়েছে। সংগঠনটির দাবি ওই দুই অভিযুক্তকে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে।

ঝড়ের দাপট যে এলাকায় বেশি সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২০মে (হি. স.): যে সমস্ত এলাকায় উত্তর ২৪ পরগনা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা এই সমস্ত এলাকাগুলো বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেহেতু এই সমস্ত জায়গাগুলো ঝড়ের গতিবেগ সবচেয়ে বেশি তাই ওই এলাকায় বিচ্ছিন্ন করতে বলা হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ। এবং এই সমস্ত এলাকাগুলিতে এখনই গাছ পড়ে গেলে তাকাতে যেতে বা সরাতেই যেতে বারণ করা হয়েছে দমকল ও পুলিশ প্রশাসনকে। যেহেতু তাদের প্রাণের ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। ঝড়ের গতিবেগ করার পরে এই কাজগুলো শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে সবকটাই নির্দেশ মৌখিক হিসেবে দিয়েছেন তিনি।

আজ, বুধবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ আমফানের স্থলভাগে ঢুকে পড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তারপর থেকে প্রবল ঝড় শুরু হয়েছে। যত সময় যাচ্ছে তত বাড়ছে ঝড়ের তীব্রতা। কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারের ছাড়িয়ে গিয়েছে। তার জেরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্ষয়মক্ষতির খবর পাওয়া যাচ্ছে।আবহাওয়া দফতর আরও জানাচ্ছে, সর্বোচ্চ ১৮৫ কিমি বেগে বইতে পারে ঝড়।

জরুরী পরিষেবা

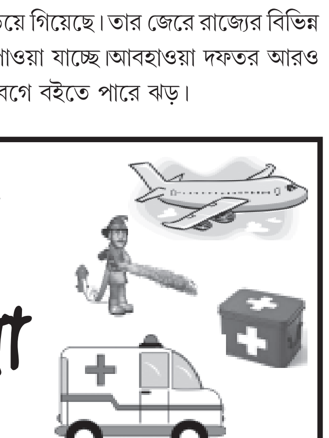

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ১৪২, মৃত্যু ৩জনের : স্বাস্থ্য দফতর

কলকাতা, ২০মে (হি. স.): গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৪২জন। তবে মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই কম। গত ২৪ঘন্টায় ৩জনের মৃত্যু হয়েছে। সুস্থ হয়ে গত ২৪ ঘন্টায় বাড়ি গিয়েছেন ৬২জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৭১৪। বুধবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১০৩ জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ১১৩৬জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৮১জনের। অডিট কমিটির দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী বাকি ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছিল কো মর্বিডিটির জন্য। রাজ্যে ৩৬.৬০ শতাংশ সুস্থ হওয়ার হার।

এদিন বুলেটিনে আরো জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৮৭২০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১ লাখ ২হাজার ২৮২টি। এখন রাজ্যে ২৭টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্ত বাস রয়েছেন ১২হাজার ৬৬১জন। সরকারি একান্ত বাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ৩৪হাজার ১০৪জন। এখন বাড়িতে একান্ত বাসে রয়েছেন ৯৪হাজার ৭২২জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ৭২হাজার ৪৮৯জনের। গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতা থেকে পাওয়া গিয়েছে ৬৯টি নতুন কেস। এই পর্যন্ত এরমধ্যে কলকাতা থেকে পাওয়া গেছে মোট ১৫০২টি কেস। তাদের মধ্যে আরও ১৩জন গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। ইতিমধ্যে মোট ৫৩৮জন সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন।

করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘন্টায় কারোর মৃত্যু হয়নি। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১১৭জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। কো- মর্বিডিটির জন্য মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৭৯৫জন। অন্যদিকে গত ২৪ ঘন্টায় হাওড়া হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকে যথাক্রমে একজন করে মোট তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। হাওড়া ও উত্তর ২৪ পরগনা এই দুই জেলা থেকেই গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছে ২৪ জন।

আমফানে প্রাণ হারাল হাওড়ার কিশোরী

কলকাতা, ২০ মে (হি স):প্রকৃতির করাল ভ্রূকুটিতে প্রবল বেগে আছড়ে পড়েছে ঘূর্ণিঝড় আমফান। আর এই আমফানের দাপটে বাংলায় বলি হাওড়ার কিশোরী। বুধবার সকাল থেকেই কলকাতায় আকাশের মুখ ভারী।চলছে ঝড়ো হাওয়া বৃষ্টি।

ইতিমধ্যেই বাংলায় ঢুকে পরেছে ঘূর্ণিঝড় উমপুন। স্থলভাগে আছড়ে পড়ার অপেক্ষা। সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১৮৫ কিমি। কলকাতায় ঘণ্টায় ১০৫ কিলোমিটার বইছে ঝড়। শহরে ঝড়ের দাপট চলবে মধ্যরাত পর্যন্ত। সূত্রের খবর, যার জেরে হাওড়ায় মৃত্যু ১৩ বছরের এক কিশোরীর। হাওড়ায় টিন উড়ে মৃত্যু হয়েছে ওই কিশোরীর।

গড়িয়াহাটে ভেঙে পড়া গাছ মোকাবিলায় তৎপর কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ২০ মে (হি স): বুধবার সকাল থেকেই কলকাতায় আকাশের মুখ ভারী চলছে ঝড়ো হাওয়া বৃষ্টি। ইতিমধ্যেই প্রবল বেগে ধেয়ে এসেছে ঘূর্ণিঝড় আমফান।আমফানের দাপটে গড়িয়াহাটে রাস্তার উপরে গাছের ডালা। তবে, অল্প সময়ের ব্যবধানে গড়িয়াহাটে ভেঙে পরা গাছ মোকাবিলায় হাজির কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর উ গড়িয়াহাট থানা অন্তর্গত অঞ্চলে আমফানের দরুন গাছ ভেঙে পড়ায় বন্ধ হয়ে যায় রাস্তা।সাধারণের চলাচলের জন্য মুক্ত করতে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর। ইতিমধ্যেই বাংলায় ঢুকে পরেছে ঘূর্ণিঝড় আমফান। স্থলভাগে আছড়ে পড়ার অপেক্ষা। সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১৮৫ কিমি। কলকাতায় ঘণ্টায় ১১২ কিলোমিটার বইছে ঝড়। শহরে ঝড়ের দাপট চলবে মধ্যরাত পর্যন্ত। এই মুহূর্তে উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৪০ থেকে ১৫০ কিলোমিটার।প্রতি মুহূর্তে আরও বাড়বে ঝড়ের গতি, এমনটাই পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের।

আরজিকরে রাস্তার উপর উপড়ে পড়ল গাছ

কলকাতা, ২০ মে (হি স):প্রবল বেগে আছড়ে পড়েছে ঘূর্ণিঝড় আমফান। আমফানের দাপটে আরজিকরে যাওয়ার রাস্তার উপর উপড়ে পড়ল গাছ। যার জেরে বন্ধ রাস্তা। গরিয়াহাট থেকে টেংরা বেহালা পূর্ণ দাস রোড সহ শহরের একাধিক জায়গায় ইতিমধ্যেই উপড়ে পড়েছে গাছ। গড়িয়াহাটে বাতিস্তম্ভ নিয়ে তার জড়িয়ে রাস্তায় উপরে পড়েছে গাছ। আর এবার শ্যামবাজার থেকে আরজি করে যাওয়ার রাস্তার উপরেও উপড়ে পড়ল গাছ।ঘূর্ণি ঝড়ের দাপটে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় উপড়ে পরেছে গাছ। বাংলায় ঢুকে পরেছে ঘূর্ণিঝড়। স্থলভাগে আছড়ে পড়ার অপেক্ষা। সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১৮৫ কিমি। কলকাতায় ঘণ্টায় ১০৫ কিলোমিটার বইছে ঝড়। শহরে ঝড়ের দাপট চলবে মধ্যরাত পর্যন্ত।এই মুহূর্তে উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঝড়ের গতিবেগ ঘন্টায় ১৪০ থেকে ১৫০ কিলোমিটার।প্রতি মুহূর্তে আরও বাড়বে ঝড়ের গতি, এমনটাই পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের।

কামারহাটিতে লাইটপোস্ট ভেঙে বন্ধ বিটি রোড

কলকাতা, ২০ মে (হি স): তীব্র শক্তি সঞ্চয় করে কলকাতার বুকে আছড়ে পড়তে চলেছে আমফান। কলকাতা থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে আমফান।আমফানের তাণ্ডবে কামারহাটিতে লাইটপোস্ট ভেঙে পরল রাস্তায়।যার জেরে বন্ধ বিটি রোড।

অল্প সময়ের ব্যবধানে স্থলভাগে আছড়ে পরবে আমফান। সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১৮৫ কিমি। কলকাতায় ঘণ্টায় ১০৫ কিলোমিটার বইছে ঝড়। শহরে ঝড়ের দাপট চলবে মধ্যরাত পর্যন্ত।এই মুহূর্তে উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঝড়ের গতিবেগ ঘন্টায় ১৪০ থেকে ১৫০ কিলোমিটার।প্রতি মুহূর্তে আরও বাড়বে ঝড়ের গতি, এমনটাই পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। ইতিমধ্যেই আমফানের দাপটে শহরের একাধিক রাস্তায় গাছ ভেঙে বন্ধ হয়ে গেছে রাস্তা।

ফেরার তিন করোনা

তিনের পাতার পর

পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় আমরা অশান্তিতে ছিলাম। পলাতকদের দ্রুত পাকড়াও করার জন্য নলবাড়ি এবং হোজাই পুলিশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' জানা গেছে, পলাতকদের ঘরে গিয়ে পুলিশ তাদের আটক করেছে। এদিকে এভাবে সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে পলাতকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছে রাজ্যের সচেতন নাগরিক সমাজ। উল্লেখ্য, অসমে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৭০ জন। মঙ্গলবার রাজ্যে এক ধাক্কায় ৪২ এবং আজ বুধবার সন্ধ্যায় আরও ১৩ জনের শরীরে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছে।

ত্রিপুরাতেও বৃষ্টি

● প্রথম পাতার পর

নাগাদ ঘূর্ণিঝড়টির স্থলভূমিতে ঢুকে পড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।দিল্লির মৌসম ভবন জানিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন উপকূলে আছড়ে পড়ে আমপান। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতরের ডিরেক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র অর্থাৎ চোখ (আই) বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অর্ধেকটা ঢুকে পড়ে স্থলভাগে। সাড়ে ছ'টার মধ্যে পুরো 'চোখ'ই সুন্দরবন এলাকায় ঢুকে পড়েছে।

আমপানের প্রভাবে ইতিমধ্যেই দুই ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের একাধিক জায়গা থেকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর আসতে শুরু করেছে। বিভিন্ন জায়গায় ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ার পাশাপাশি উড়ে গিয়েছে চাল। ভেঙে পড়েছে গাছপালা।উপকূল এলাকায় সমুদ্রে বেড়েছে জলোচ্ছ্বাস। আমপানের দাপট বিকেলের পর থেকে আরও বাড়ছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সকাল থেকেই ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গায় প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের দাপটও বাড়তে থাকে। দিঘায় সকাল থেকেই সমুদ্র উত্তাল। প্রবল জলোচ্ছ্বাস শুরু হয়। গাছপালা ভেঙে পড়ার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি জায়গায় কাঁচাবাড়ি ভেঙে যায়। সমুদ্রবাঁধও কিছু জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করে। দিঘার পাশাপাশি তাজপুর, মন্দারমণি, রামনগর, খেজুরিতেও আমপানের প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতি শুরু হয়। উপকূলীয় অনেক জায়গাতেই বাঁধ ভেঙে সমুদ্রের জল ঢুকে পড়ে।এগরায় কাঁচাবাড়ি ভেঙে পড়ে। সেখানকারবাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় অন্যত্র।কাঁথি এবং মহিষাদলের বিভিন্ন জায়গায় গাছ ভেঙে পড়ে।

পূর্ব মেদিনীপুরের ছত্রধরা গ্রামের শ্যামল জানা বলেন, "বাড়ির আশপাশে বেশ কয়েকটি বড় বড় গাছ ভেঙে গিয়েছে।বেশ কয়েকটি গাছ উপড়ে পড়েছে।বাড়ির একটা অংশে টিনের চাল ঝড়ে উড়ে গেছে। জীবনে এমন ঝড় দেখিনি।" একই অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন কাঁথির বোধিসত্ত্বজানা। তিনি বলেন, "বিকেলে ঝড়ের দাপটে আমার পাকা বাড়ির একাধিক জানলার কাচ ভেঙে পড়ে। গোটা বাড়িতে জল ঢুকে একাকার কাণ্ড। চারদিকে বৃষ্টি এতটাই পড়ছে যে, ধোঁয়ার মতো হয়ে গেছে সব।সেই সঙ্গে প্রবল সোঁ সোঁ আওয়াজের বাতাসে ঘুড়ির মতো উড়ে যাচ্ছে বিভিন্ন বাড়ির টিনের চাল। ভেঙে পড়ছে গাছ। বাড়ির ছাদে থাকা আমাদের কেবল টিভির অ্যান্টেনাটা উড়ে গেল। অবস্থা খুব খারাপ।"

তাজপুরের এক হোটেলকর্মী সহদেব কালসা এ দিন সন্ধ্যায় বলেন, "ভয়ঙ্কর ঝড়, সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। আমাদের আশপাশের বেশ কয়েকটি হোটেল ও রিসর্টের খড়, টিন এবং অ্যাসবেস্টসের চাল উড়ে গিয়েছে। প্রচুর গাছ ভেঙে পড়েছে। যে ঝড় শুরু হয়েছে, তা এই সন্ধ্যাতেও সমান ভাবে আছড়ে পড়ছে। শুনছি, এর পর আরও একটা ঝড় আসছে।"

দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও সকাল থেকে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, নামখানা, কাকদ্বীপ সর্বত্র ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ছিল বৃষ্টি। বেলা বাড়তেই তার দাপট বাড়তে থাকে। ঝড়ের দাপটে ঘড়বাড়ি ভাঙার পাশাপাশি গাছপালা উপড়ে যায়। ভেঙে যায় জেটিও। নামখানার নারায়ণপুরে একটি বাড়ির উপর গাছ ভেঙে পড়ে। ঘটনায় কেউ হতাহত হয়েছেন কি না তা এখনও জানা যায়নি। ফ্রেজারগঞ্জে একাধিক বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে। ভেঙে পড়েছে প্রচুর গাছপালা। বিকেলের পর থেকে ঝড়ের দাপট বাড়ছে বলে দাবি করেন স্থানীয় বাসিন্দা গৌতম জানা। পেশায় মৎস্যজীবী গৌতমবাবু বলেন, "সকাল থেকে বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া ছিল। দুপুরের পর থেকে তার দাপট আরও বাড়তে থাকে। তার আগেই আমার বাড়ি অ্যাসবেস্টসের চাল উড়ে যায়। সন্ধের দিকে মনে হচ্ছিল, আমাদেরকেই উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এলাকা থেকে একের পর এক পরিচিত জন ফোন করছেন। এলাকা লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে বলেই শুনছি। সকলেই ভয়ে রয়েছি।"

উত্তর ২৪ পরগনা থেকেও আমপানের প্রভাবের খবর আসতে শুরু করেছে। হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি হাসনাবাদ, বসিরহাট, বারাসত, বনগাঁ সকাল থেকেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ছিল। দুপুরের পর থেকে সেই দুর্যোগ আরও বাড়তে থাকে। ঝড়ের দাপটে অনেক জায়গাতেই গাছপালা ভেঙে পড়ে। জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যাচ্ছে। কাঁচাবাড়ি ভেঙে পড়েছে অনেক জায়গায়।বসিরহাটের বাসিন্দা তাপস ঘোষ বলেন, "ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে। এ রকম ঝড় কখনও দেখিনি। চোখের সামনে পর পর গাছপালা ভেঙে যাচ্ছে, উপড়ে যাচ্ছে। কোথায় গিয়ে শেষ হবে, বুঝতে পারছি না।"

সীপাহিজলা নৌকাঘাট সংলগ্ন এলাকায় শাল গাছ ভেঙ্গে পরায় ভোররাত থেকে সকাল পর্যন্ত জাতীয় সড়ক স্তব্ধ হয়ে পড়ে।।* চড়িলাম, প্রতিনিধি ২০ মে।।মঙ্গলবার গভীর রাতে সীপাহিজলা নৌকাঘাট সংলগ্ন এলাকায় বিশাল শালগাছ ভেঙ্গে পরে এনএইস ফোরটি ফোর রোডে।সকাল থেকে আগরতলা - উদয়পুর রাস্তা সম্পুর্ন ভাবে স্তব্ধ হয়ে পরে।বুধবার সকালে দুই পাশে দেখা গেছে কয়েকশত ছোট বড় গাড়ি আটকে পরে যায়।প্রবল বর্ষণের ফলে বিশালগড় সীপাহীজলা নৌকাঘাটে এই বিবর্সপুন্য ঘটনা।জাতীয় সড়ক স্তব্ধ হয়ে প্রচুর সংখ্যক যানবাহনের জ্যাম লেগো থাকে। অবশেষে এই খবর যায় ফরেষ্ট দপ্তরে।

ফরেষ্ট দপ্তরের কর্মিরা খবর দেয় অন্যান্য দপ্তরগুলোকে।বিশালগড়স্থিত গোকুল নগর ১১নাম্বার টি,এস ব্যাটালিয়ন আর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দপ্তরের সকল কর্মকর্তা দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সকাল সারে দশটায় জাতীয় সড়কের দুপাশে জমে থাকা যানবাহনগুলো স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।প্রবল বর্ষনের ফলে শালগাছ ভেঙ্গে রাস্তার একপাশের দুটি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙ্গে পরে যায়।আর এতে ক্ষতি হয় ক্যাবল সংযোগ।বিদ্যুৎ এর খুঁটিতে থাকা ক্যাবলের দুটো ডিও বক্স নষ্ট হয়ে পরেছে।তাছাড়াও খবর লেখা পযর্ন বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে গোটা সীপাহিজলা এলাকায়।পরবর্তী সময়ে ট্রাফিক পুলিশ এর সেকেন্ড অফিসার পরেশ দেব্বর্মার তত্ত্বাবধানে জাতীয় সড়ক সম্পূর্ণ ভাবে স্বাভাবিক হয়।এতে করে সমস্ত ছোটবড় গাড়িতে থাকা যাত্রীদের স্বস্তির আলো ফিরে পায়।

বাংলাদেশের

● প্রথম পাতার পর

এর আগে ২০১৮ সালের ২৫ অক্টোবর পিআইডব্লিউটিটি-র প্রথম সংযোজনী স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে বাংলাদেশের পানগাঁও এবং ভারতের ধুবড়ি (অসম)-কে 'পোর্ট অব কল' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে আগে থেকে আটটি নৌ-রুট রয়েছে। এগুলোর সঙ্গে নতুন দুটি রুট সোনামুড়া-দাউদকান্দি এবং দাউদকান্দি-সোনামুড়া এবং পাঁচটি করে দশটি 'পোর্ট অব কল' যুক্ত হয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বুধবার টুইট করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই নৌ-রুট ত্রিপুরার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উজ্জীবিত করবে এবং ত্রিপুরা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গেটওয়ে হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

যুবকের

● প্রথম পাতার পর

নিহতের পরিবারের লোকজনরা।

ঘটনার খবর পেয়ে নতুন বাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য নতুনবাজার হাসপাতালে পাঠিয়েছে। স্থানীয় জনগণের বক্তব্য, ফাঁসিতে মইদুল হুসেনের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা খুবই রহস্যজনক। পুলিশ ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। তবে ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই পুলিশ এ-ব্যাপারে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে জানানো হয়েছে। যুবক মইদুল হুসেনের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। মৃতের পরিবারের লোকজনরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

সতর্ক নৌবাহিনী

পাচের পাতার পর

রাখা হয়েছে। প্রয়োজন পড়লে বিপর্যস্ত এলাকাগুলোতে উদ্ধার কাজ চালানো হবে। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় উদ্ধার কাজ চালানোর জন্য কুড়িটি জেমিনি শ্রেণীর যন্ত্রচালিত নৌকো প্রস্তুত রাখা হয়েছে। দুই রাজ্যের সরকারের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখেই এই উদ্ধার কাজ চালানো হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে বুধবার বিকেলে পশ্চিমবঙ্গে উপকূলে আছড়ে পড়বে এই প্রবল ঘূর্ণিঝড়। করোনার দোসর হয়ে দেখা দিয়েছে আমফান।

এইচডিএফসি ইআরজিও খরিফ মরসুমের জন্য ত্রিপুরার কৃষকদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনাকে কার্যকর করছে

আগরতলা, ১৯ মে।। বেসরকারী খাতের তৃতীয় বৃহত্তম নন-লাইফ ইনস্যুরেন্স সরবরাহকারী, এইচডিএফসি ইআরজিও জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা (পিএমএফবিওয়াই) বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে খারিফ ২০২০ এর জন্য ধলাই, গোমতী, খোয়াই, উত্তর ত্রিপুরা, সিপাহিজালা, দক্ষিণ ত্রিপুরা, উনাকোটি এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাগুলির ঋণগ্রহীতা ও অ-ঋণগ্রহীতা কৃষকদের জন্য ত্রিপুরা সরকার অনুমোদন দিয়েছে।

ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক এই প্রকল্পের আওতায় আমন ধান ও আউশ ধানের ফসলের জন্য এই জেলাগুলিকে আনা হবে।

পিএমএফবিওয়াই প্রকল্পটি খরা, বন্যা, অফলন, ভূমিধ্বস, ঘূর্ণিঝড়, কীটপতঙ্গ, রোগ এবং অন্যান্যভাবে অনেকধরনের বহিরাগত ঝুঁকির ফলে ফসলের ফলনের যে কোনও ক্ষতির ক্ষেত্রে কৃষকদের আশ্বাস যোগায়। ফলনের ক্ষতি নির্ধারণের লক্ষ্যে, রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের জন্য বিজ্ঞাপিত অঞ্চলগুলিতে অবহিত ফসলের উপর ফসল কাটার পরীক্ষাগুলির (সিসিই) পরিকল্পনা করবে এবং পরিচালনা করবে। যদি সিসিই—এর ভিত্তিতে পরিচালিত ফলনের উপাত্তটি কম ধরা হয় তবে কৃষকরা তাদের ফলনে ঘাটতি হয়েছে বলে বিবেচিত হবেন যার জন্য কৃষকদের দাবির অঙ্ক প্রদান করা হবে।

এই প্রকল্পটি বীজ বপন, ফসল কাটা এবং ফসল কাটার পরের ঝুঁকিসহ ফসল চক্রের সমস্ত পর্যায়েই বীমা কভার সরবরাহ করে। পিএফএফবিওয়াই প্রকল্পের আওতাধীন সমস্ত পণ্য ত্রিপুরা সরকারের কৃষি বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত। উপরে তালিকাভুক্ত কর্পসগুলির জন্য পিএফএফবিওয়াহ প্রকল্পের আওতায় বীমা কভার পাওয়ার জন্য ধলাই, গোমতী, খোওয়াই, উত্তর ত্রিপুরা, সিপাহিজালা, দক্ষিণ ত্রিপুরা, উনাকোটি এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কৃষকরা তাদের নিজ নিজ ব্যাংক, কমন সার্ভিস সেন্টারগুলিতে (সিএসসি) যোগাযোগ করতে বা অনুমোদিত এইচডিএফসি ইআরজিও এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। বীমা কভার পাওয়ার জন্য বৈধতার সময়ের বিবরণ কৃষকদের জন্য কৃষি বিভাগের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এই প্রকল্পে আউশ ধানের ক্ষেত্রে কভার প্রাপ্তির শেষ তারিখটি হল ৩১ শে মে এবং আমন ধানের ক্ষেত্রে ১৫ই জুলাই।

১৭৩ জন

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্তের ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, চার করোনা আক্রান্তই সাধারণ নাগরিক। তাঁদের সংস্পর্শে যাঁরা ছিলেন তাঁদের চিহ্নিত করতে হবে। আগরতলা রেলস্টেশনে নেমে তাঁরা বেসরকারি গাড়িতে কিংবা নিজস্ব গাড়ি করে বাড়ি ফিরেছেন। ফলে তাঁদের সংস্পৃষ্ট সকলকেই খুঁজে বের করে একান্তবাসে পাঠাবে স্বাস্থ্য দফতর।

হর্ষবর্ধন

● প্রথম পাতার পর

দায়িত্ব নেওয়া শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে বাকি রয়েছে।

এই মে মাস থেকে শুরু হওয়া তিন বছরের মেয়াদে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে আসতে চলেছে হর্ষ বর্ধন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এগজিকিউটিভ বোর্ড চেয়ারম্যান পদে ভারতের প্রতিনিধিকে অভিষিক্ত করা হবে বলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তরফে গত বছরই স্থির করা হয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে রোটেশন পদ্ধতিতে এই চেয়ারম্যান পদ আবর্তিত হয়।

৩৩০৩

● প্রথম পাতার পর

১৪০ জনের। বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১০,৬৭,৫০ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৬,১১,৪৯)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩,৩০৩। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪২,২৯৭ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৩,০৩ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৪ জনের, বিহারে ৯ জনের, চণ্ডীগড়ে ৩ জন, দিল্লিতে ১৬৮ জনের, গুজরাটে ৭১৯ জনের, হরিয়ানায় ১৪ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১৭ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ৪০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ২৫৮ জন, মহারাষ্ট্রে ১,৩২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৫ জনের, পুদুচেরি একজন, পঞ্জাবে ৩৮ জন, রাজস্থানে ১৪৩ জনের, তামিলনাড়ুতে ৮৪ জন, তেলেঙ্গানায় ৩৮ জন, উত্তরাখণ্ডে একজন, উত্তর প্রদেশে ১২৩ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৫০ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

মৃত্যু ও সংক্রমিত উভয়দিক থেকেই এগিয়ে মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭,১৩৬, দিল্লিতে ১০৫৫৪, তামিলনাড়ুতে ১২৪৪৮, অন্ধ্রপ্রদেশে ২৫৩২ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন (প্রত্যেকেই সুস্থ) অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ১৪২ জন, বিহারে ১৪৯৮ জন, চণ্ডীগড়ে ২০০ জন, ছত্তিশগড়ে ১০১ জন, দাদর নগর হাভেলিতে একজন, গোয়ায় ৪৬ জন (সুস্থ ৭ জন), গুজরাটে ১২১৪০ জন, হরিয়ানায় ৯৬৪ জন, হিমাচল প্রদেশে ৯২ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ১৩১৭ জন, ঝাড়খণ্ডে ২৩১ জন, কেরলে ৬৪২, কর্ণাটকে সংক্রমিত ১৩৯৭ জন, লাদাখে ৪৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৫৪৬৫ জন, মণিপুরে ৯ জন (দু"জন সুস্থ), মেঘালয় ১৩ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৯৭৮ জন, পুদুচেরিতে ১৮ জন, পঞ্জাবে ২০০২ জন, রাজস্থানে ৫৮৪৫ জন, তেলেঙ্গানায় ১৬৩৪ জন, ত্রিপুরায় ১৭৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ১১১ জন, উত্তর প্রদেশে ৪৯২৬ এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৯৬১ জন।

কুপিয়ে হত্যা

আটের পাতার পর

ভারসাম্যহিন।ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং এলাকাবাসীর উত্তম মধ্যম থেকে পাষন্ড যুবককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

সাংবাদিকদের মাস্ক বিতরণ

আটের পাতার পর

সামগ্রীগুলি বিতরণ করে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রাজা ধর, সৌমেন গোস্বামী, পূর্ব চুড়াইবাড়ি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শেখর ধর ও এলাকার যুবকরা।

৬ জন কৃষকের

আটের পাতার পর

মঙ্গলবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ফ্রেন্ডস কলোনি এলাকায়। এসপি (শহর) আর সিং জানিয়েছেন, বুধবার রাতে ফ্রেন্ডস কলোনি এলাকায় একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় একটি পিক-আপ ট্রাক। কাঁঠাল বিক্রি করার জন্য বাজারে যাচ্ছিলেন কৃষকরা। পিক-আপ ট্রাক উল্টে যাওয়ায় সমস্ত কাঁঠাল রাস্তার পাশে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জন কৃষকের। এছাড়াও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

এটাহ জেলায় পিক-আপ ট্রাক দুর্ঘটনায় কৃষকদের অকাল-মৃত্যুতে গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মৃত কৃষকদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতকে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

াঙ্গন

‘মেসি বার্সেলোনা ছাড়বে না’

‘লিওনেল মেসিকে ইন্টার মিলানে আনা এখন আর অসম্ভব নয়’ বলে খবরের শিরোনাম হওয়া মাস্সিমো মোরাত্তি এবার বললেন ভিন্ন কথা। ক্লাবটির সাবেক সভাপতি মনে করেন, মেসি কখনোই বার্সেলোনা ছাড়বে না।

ক্যারিয়ারের শুরু থেকে বার্সেলোনার হয়ে খেলে আসছেন আর্জেন্টাইন তারকা। ২০২১ সাল পর্যন্ত মেসির সঙ্গে চুক্তি রয়েছে কাতালান ক্লাবটির। কিন্তু চলতি মৌসুমে ক্লাব কর্মকর্তাদের সঙ্গে রেকর্ড ছয়বার ব্যালন ডি’অর জয়ী এই ফরোয়ার্ডের কিছুটা মতবিরোধের খবর গণমাধ্যমে আসে। তাতে তার সম্ভাব্য দল-বদলের গুঞ্জন পায় নতুন মাত্রা। ওই ঘটনার পরপরই গত এপ্রিলে মেসিকে ইন্টারে নিয়ে আসা সম্ভব বলে মন্তব্য করেন মোরাত্তি। তবে এবার ইতালির রেডিও জিআর পার্লামেন্তোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বললেন ভিন্ন কথা।

“মেসিকে পাওয়া সব ক্লাবের স্বপ্ন। কিন্তু সে বার্সেলোনা ছাড়বে না। সে এখনও দলটির সেরা খেলোয়াড়।”

মেসির জাতীয় দলের সতীর্থ ও ইন্টার ফরোয়ার্ড লাউতারো মার্তিনেসকে পেতে আগ্রহী বার্সেলোনা। তাকে দলে ভেড়াতে রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার সিটিও আগ্রহী বলে সংবাদমাধ্যমের খবর। বিষয়টি পুরোপুরি মার্তিনেসের ওপর নির্ভর করছে বলে মনে করেন ১৯৯৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ইন্টারের সভাপতির দায়িত্বে থাকা মোরাত্তি।

‘বীরদের জন্যে ফুটবল’ টুর্নামেন্টে রিয়াল-বায়ার্ন-ইন্টার

‘ইউরোপিয়ান সলিডারিটি কাপ—ফুটবল ফর হিরোস’ নামে ছোট পরিসরে একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ ও ইন্টার মিলান। এ থেকে অর্জিত অর্থ ব্যয় হবে স্পেন ও ইতালির স্বাস্থ্যসেবা খাতে।প্রত্যেক ক্লাবের মাঠে হবে একটি করে ম্যাচ, অর্জিত অর্থ ইতালি ও স্পেনের স্বাস্থ্যসেবা খাতের উন্নতি জন্য ব্যয় করা হবে বলে মঙ্গলবার আলাদা আলাদা বিবৃতিতে জানিয়েছে ক্লাব তিনটি। ইউরোপের এই দুটি দেশে কোভিড-১৯ মহারারী অনেক বড় আঘাত হেনেছে।“বিষয়টিকে ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের প্রতি সমর্থনের প্রতীক হিসেবে দেখছে বায়ার্ন, যেখানে সবাই একে অপরের খেয়াল রাখে।”

কঠিন এই সময়ে নিজের জীবনের পরোয়া না করে যারা সামনে থেকে করোনাভাইরাস মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, সেই সব স্বাস্থ্যকর্মীদের ‘নায়ক’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তিনটি ক্লাবেরই বিবৃতিতে।

ঘরের মাঠ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় রিয়ালের বিপক্ষে খেলবে বায়ার্ন। নিজেদের মাঠ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে ইন্টারের বিপক্ষে খেলবে রিয়াল। আর সান সিরোতে বায়ার্নের মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ইন্টার।

বায়ার্নের বিবৃতিতে ২০২১ সালে টুর্নামেন্টটি আয়োজনের কথা বলা হলেও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানানো হয়নি। দর্শকসহ ম্যাচ আয়োজনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলে মাঠে গড়াবে টুর্নামেন্টটি। মহামারীর বিপক্ষে সামনে থেকে লড়াই করা স্বাস্থ্যকর্মীদের আমন্ত্রণ জানানো হবে ম্যাচগুলোয়।

ইউরোপে সবচেয়ে বেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্তের তালিকায় ব্রিটেনের পরেই ইতালির অবস্থান। দেশটিতে মারা গেছেন ৩২ হাজারের বেশি মানুষ। ২৭ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছেন স্পেনে। আক্রান্তের দিক দিয়ে অবশ্য ব্রিটেন ও ইতালির উপরে স্পেন।

তুলনামূলকভাবে জার্মানির অবস্থা অতটা খারাপ নয়। পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশটিতে মঙ্গলবার পর্যন্ত মারা গেছেন আট হাজারের একটু বেশি।

ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে জার্মান বুন্ডেসলিগাই মাঠে ফিরেছে সবার আগে। দুই মাসেরও বেশি সময় স্থগিত থাকার পর স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে কঠোর নিয়মের মধ্যে শনিবার শুরু হয়েছে খেলা।

বায়ার্নে চুক্তির মেয়াদ বাড়ল নয়ারের

বায়ার্ন মিউনিখের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ালেন জার্মান গোলরক্ষক মানুয়েল নয়ার। নতুন চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত জার্মানির সফলতম ক্লাবটিতে থাকবেন ৩৪ বছর বয়সী তারকা। আগের চুক্তি ছিল ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত। নিজেদের ওয়েবসাইটে বুধবার এক বিবৃতিতে নয়ারের চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করে বায়ার্ন। অধিনায়ককে আরও দুই বছরের জন্য পেয়ে ক্লাবের সবাই খুশি বলে জানান প্রধান নির্বাহী কার্ল-হেইঞ্জ রুমেনিগে।

মৌসুম শেষে ফ্রি ট্রান্সফারে বায়ার্নে যোগ দিবেন শালকের ২৩ বছর বয়সী গোলরক্ষক আলেক্সান্দার নুবেল। এই বছরের শুরুতে তার সঙ্গে বুন্ডেসলিগার টানা সাতবারের চ্যাম্পিয়নরা চুক্তি করলে নয়ারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই নতুন চুক্তি করতে পেরে ৩৪ বছর বয়সী তারকা এই গোলরক্ষকের কণ্ঠে স্বস্তির ছোঁয়া।

“করোনাভাইরাস মহামারীর সপ্তাহগুলোতে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাইছিলাম না। কারণ, কেউ জানত না বুন্ডেসলিগা কখন শুরু হবে বা কিভাবে এগোবে। গোলরক্ষক কোচ টনি তাপালোভিচের সঙ্গে অনুশীলন চালিয়ে যাওয়াটা আমার জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এখন বিষয়টি মিটে গেছে। বাভারিয়ায় আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করি। এফসি বায়ার্ন ইউরোপের অন্যতম সেরা ক্লাব।”

২০১১ সালে শালকে থেকে বায়ার্নে যোগ দিয়ে ক্লাবটির হয়ে টানা সাতটি লিগ শিরোপা, একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ অনেক ট্রফি জিতেছেন বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার নয়ার।

PRESS NIeT. NO. 04/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21 Dated : 16-05-2020 The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors I Firms I Agencies of appropriate class registered with PWD I TTAADC I MES I CPWD I Railway I P&T I Other State PWD I Central & State Sector undertaking and also having experience certificate (Not below the rank of Executive Engineer) to completed such type of works successfully with good credential certificates (along with work order copy) (for SL No. 5 & 6)and also trade license & having work shop with 3-Phase connection (for SI No. 5 & 6) for the following works :-.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 18/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 18,21,798.00	₹ 18,218.00
2	DNIeT. No. 19/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 15,39,260.00	₹ 15,393.00
3	DNIeT. No. 20/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 15,04,373.00	₹ 15,044.00
4	DNIeT. No. 21/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 10,05,409.00	₹ 10,054.00
5	DNIeT. No. 22/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 6,53,656.00	₹ 6,537.00
6	DNIeT. No. 23/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 15,97,362.00	₹ 15,974.00

Last date and time for document downloading and bidding Up to 15.00 Hrs on 05-06-2020

Place, Time and date of opening of online bid : 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on 05-06.2020 if possible Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/Killa/Rig/Amarpur/ KarbookfOmpi and the website https:// www.tripuratenders.gov,in

ICA/C-301/2020-21 (ER. D. CHAKMA) Executive Engineer DWS Division Udaipur Gomati District, Tripura

আমেরিকায় ফিরল ফুটবল

করোনাভাইরাস পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হতেই ধীরে ধীরে মাঠে ফিরতে শুরু করেছে ফুটবল। এশিয়া ও ইউরোপের কয়েকটি দেশের পর আমেরিকার প্রথম দেশ হিসেবে ঘরোয়া লিগ পুনরায় শুরু করেছে কোস্টা রিকা।

অনেক নিয়মের ঘেরাটোপে মঙ্গলবার মাঠে গড়ায় ১৫ মার্চ থেকে স্থগিত থাকা কোস্টা রিকান লিগ। দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে লিগ ফেরার ম্যাচে ক্লাব লিমনকে ১-০ গোলে হারায় গুয়াদালুপে। এই সপ্তাহে হবে আরও পাঁচটি ম্যাচ।

দেশটির শীর্ষ সারির ১২টি ক্লাবের গত ১৫ মে অনুশীলনে ফেরার মধ্য দিয়ে ফুটবল ফেরার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বেঁধে দেওয়া হয়েছে অনেক নিয়ম; যেমন, আলিঙ্গনে মানা, ড্রেসিং রুম জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। তিন জনের জায়গায় পাঁচ জন বদলি খেলোয়াড় নামানোর নিয়মও চালু করা হয়েছে।

দুই দলের সব সদস্য ও ম্যাচ অফিসিয়ালরা ছাড়া মাঠে প্রবেশ করতে পারছেন কেবল সম্প্রচারকারী দলের সদস্যরা।

জুনের শেষ নাগাদ ব্রাজিলে ফিরতে পারে ফুটবল। রয়টার্সকে মঙ্গলবার এমন আভাস দিয়েছেন দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের (সিবিএফ) সেক্রেটারি জেনারেল ওয়ালতার ফেল্ডমান।

দক্ষিণ কোরিয়া পুনরায় শুরু করেছে তাদের ঘরোয়া লিগ। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে সবার আগে মাঠে ফিরেছে জার্মানির বুন্ডেসলিগা। একই পরিকল্পনায় অনুশীলন শুরু করেছে স্প্যানিশ লা লিগা, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও সেরি আর দলগুলো। তবে বাতিল করা হয়েছে ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানসহ বেশ কয়েকটি লিগ।

করিমগঞ্জের বাজারিছড়ায় দিব্যাঙ্গদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বন্টন ক্রীড়া সংগঠনের

বাজারিছড়া (অসম), ২০ মে (হি.স.) : করোনাজনিত কারণে চতুর্থ দফার লকডাউন চলছে। এমাতবস্থায় বিড়ম্বনায় পড়েছেন খেটে খাওয়া দিনমজুর খেকে অনেকে।

তাঁদের নানাভাবে সাহায্যে এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অরাজনৈতিক সংগঠন। সাহায্যকারীর তালিকায় এবার ঠাঁই পেয়েছে করিমগঢ জেলার বাজারিছড়া এলাকার অন্যতম ক্রীড়া সংগঠন ‘সানি স্পোর্টিস’। ক্রীড়া সংগঠন এক ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিয়ে বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে (জিপি)-এর প্রতিটি ওয়ার্ডের বাসিন্দা দিব্যাঙ্গদের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যের পাশাপাশি অত্যাবশক সামগ্রী বিতরণ করেছে। সংস্থার কর্মকর্তারা বাজারিছড়ার প্রতিটি ওয়ার্ডে গিয়ে দিব্যাঙ্গদের শনাক্ত করে তাঁদের বাড়ি বাড়ি রেশনসামগ্রী সহ ফ্যাসমাস্ক ও অন্যান্য অত্যাবশক সামগ্রী তুলে দিয়েঠেন।

সানি ক্রীড়া সংস্থার অন্যথম কর্মকর্তা মনোজ সিংহ এবং ধনঞ্জয় সিংহ জানান, তারা দিব্যাঙ্গদের মধ্যে রেশনসামগ্রী বিতরণের পাশাপাশি তাঁদের কাছে শারীরিক সার্টিফিকেট আছে কিনা তা যাচাই করেছেন। তব যাঁদের কাছে সার্টিফিকেট নেই পরবর্তীতে তাঁদের এই সব রেশন সামগ্রী ইত্যাদি বিলির চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

রেশন সামগ্রী বিলি কার্যক্রমে সানি ক্রীড়া সংস্থার উপদেষ্টা মণ্ডলির সদস্য মুকুল দেবরায়, মাংলেম সিংহ ও অনুপ নাগ উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্যদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছেন সানি ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক ধনঞ্জয় সিংহ, ক্রীড়া সম্পাদক মনোজ সিংহ ও হৃষিকেশ সূত্রধর।

উল্লেখ্য, এই ক্রীড়ি সংগঠনটি এই রেশন সামগ্রী ইত্যাদি বিতরণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছে নিজেদের সদস্য তথা সংস্থার শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে। তাই সংস্থার পক্ষ থেকে এদিন দাতাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদও জানিয়েছেন তাঁরা।

অনুশীলনে ফিরে উচ্ছ্বসিত রোনালদো

অন্য সবার মতো ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোও ঘরবন্দি জীবনে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। অপেক্ষায় ছিলেন, কবে ফিরবেন মাঠে। অবশেষে অনুশীলনে ফিরতে পেরে ভীষণ খুশি ইউভেন্তুস ফরোয়ার্ড।

করোনাভাইরাস সমস্যা এখনও কাটেনি। খুব শিগগিরই এই মহামারী পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে বলেও মনে হয় না। তারপরও প্রাথমিক ধাপ কাটাতে পেরে স্বস্তি বোধ করছেন রোনালদো।

মঙ্গলবার এক টুইট পোস্টে নিজের হাস্যোজ্জ্বল ছবি দিয়ে রোনালদো লেখেন, ‘ধৈর্য ধারণ করলে ও অবিচল থাকলে কঠিন সময় কাটিয়ে ওঠার পথ পাওয়া যায়।”

চলতি মাসের শুরুতে তুরিনে ফিরে ১৪ দিন সেলফ আইসোলেশন কাটিয়ে মঙ্গলবার অনুশীলনে যোগ দেন পর্তুগিজ তারকা।

এবারের মৌসুমে এখন পর্যন্ত ইউভেন্তুসের হয়ে ৩২ ম্যাচে ২৫ গোল করেছেন রোনালদো। সেরি আয় তার দল ২৬ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে লিওঁর মাঠে ১-০ গোলে হেরেছিল ইউভেন্তুস। আর গত ফ্রেব্রুয়ারিতে ইতালিয়ান কাপে সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে এসি মিলানের মাঠে ১-১ ড্র করে তারা।

সবগুলো প্রতিযোগিতাই অবশ্য গত মার্চ থেকে স্থগিত আছে। ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন গত সোমবার জানায়, অন্তত ১৪ জুন পর্যন্ত স্থগিত থাকবে দেশটির শীর্ষ ফুটবল প্রতিযোগিতা সেরি আ।

অনুশীলনে লিভারপুল: স্কুলে প্রথম দিনের অনুভূতি ক্লপের

দলের খেলোয়াড়দের আবার অনুশীলনে পেয়ে খুশি ইয়ুর্গেন ক্লপ। লম্বা সময় পর ফুটবলের সবুজ গালিচায় ফিরে লিভারপুল কোচের মনে হয়েছে, এ যেন স্কুলে প্রথম দিন।

করোনাভাইরাস লকডাউনের পর বুধবার ছোট দলে ভাগ হয়ে দূরত্ব বজায় রেখে প্রথমবারের মতো অনুশীলন করে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে থাকা দলটি।

গত ১৩ মার্চ থেকে স্থগিত থাকা লিগে বাকি আছে ৯২টি ম্যাচ।

অনুশীলনের পর লিভারপুলের ওয়েবসাইটে অনুশীলনের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ননা করেন ক্লপ।

“স্বাভাবিকের চেয়ে আমি আগে ঘুম থেকে উঠেছিলাম এবং এরপর আমি উপলব্ধি করলাম, এটা আমার প্রথম দিন। অনুভূতিটা ছিল স্কুলে প্রথম দিনের মতো-আমার জন্য এটা ছিল ৪৬ বছর আগের, তবে অনুভূতিটা অবশ্যই একই রকম ছিল।”

৩০ বছর পর লিগ শিরোপা জয়ের খুব কাছে লিভারপুল। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ২৫ পয়েন্টে এগিয়ে ‘অল রেড’ নামে পরিচিত দলটি। বাকি ৯ ম্যাচের মধ্যে দুটি জিতলেই অন্য হিসাব ছাড়াই শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যাবে ক্লপের দলের।রোববার ও সোমবার ১৯ ক্লাবের ৭৪৮জন খেলোয়াড় ও স্টাফের করোনাভাইরাস পরীক্ষা করা হয়। বাকি ক্লাবের সদস্যদের পরীক্ষা হয়েছে মঙ্গলবার।

আক্রান্তদের নাম জানানো হয়নি। আগামী সাত দিন তারা সেলফ-আইসোলেশনে থাকবেন বলে জানিয়েছে বিবিসি।

আগামী মাসে মৌসুম পুনরায় শুরুর লক্ষ্যে মঙ্গলবার থেকে ব্যক্তিগত অনুশীলন শুরু করে ইংলিশ ক্লাবগুলো।

গত ১৩ মার্চ থেকে স্থগিত রয়েছে প্রিমিয়ার লিগ। বাকি আছে ৯২টি ম্যাচ।

ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে জার্মানির বুন্ডেসলিগা মাঠে ফিরেছে সবার আগে।

মধ্য জুনের আগে সেরি আ নয়

সেরি আ মাঠে ফেরানোর পরিকল্পনা ঘিরে থাকা অনিশ্চয়তা কাটেনি একটুও। আগামী ১৫ জুনের আগে প্রতিযোগিতাটি পুনরায় শুরুর কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানানো হয়েছে।

ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন সোমবার জানায়, অন্তত ১৪ জুন পর্যন্ত স্থগিত থাকবে দেশটির শীর্ষ ফুটবল প্রতিযোগিতাটি। আগামী ১৩ জুন সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে লিগ মাঠে ফেরানোর পরিকল্পনা করেছিল কর্তৃপক্ষ।

একক পর্যায়ের অনুশীলন শেষে গত সোমবার দলীয় অনুশীলন শুরু করার কথা ছিল ক্লাবগুলোর। কিন্তু ইতালিয়ান সরকারের করোনাভাইরাস টেকনিক্যাল কমিটির সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারায় তাও পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাবগুলো।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত ৯ মার্চ থেকে স্থগিত আছে সেরি আ। আসরে সব দলের এখনও বাকি ১২টি করে ম্যাচ। কয়েকটি দলের একটি করে ম্যাচ বেশি বাকি।

২৬ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে ইউভেন্তুস। সমান ম্যাচে তাদের চেয়ে ১ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে লাৎসিও।

Notice Inviting Auction No. 03/EE(AGRI)/S/2020-21, DT. 18/05/2020.

The Executive Engineer(South), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Udaipur, Gomati invites Auction Bids for "Demolishing, disposal and clearing of site for "Existing old VLW Store at Shiddinagar GP under Rajnagar Agri. Sub- Division, South Tripura District having load bearing structure with GC! Sheet roofing over wooden structure, having wooden door , windows & cement concrete flooring etc. The Office portion is of RCC flat roof structural building (Plinth Area for Pitched Roof = 83.79 Sqm & RCC Flat Roof = 24.36 Sqm)" from eligible bidders up to 3.00 PM on 02/06/2020. For details, visit website www.agri.tripura,,gs t.in and contact 03821-222486.

ICA/C-295/2020-21 (Er. P. Debbarma) Executive Engineer (South), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Udaipur, Gurnati.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT- 01/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.16/05/2020

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, RD Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 on two bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 08/06/2020 for the works vide (i) DNIT no. 01/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt. 16/05/2020, (ii) DNIT no. 02/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt. 16/05/2020, (iii) DNIT no. 03/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt. 16/05/2020 (iv) DNIT no. 04/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt. 16/05/2020, (v) DNIT no. 05/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt. 16/05/2020, (vi) DNIT no. 06/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt. 16/05/2020, (vii) DNIT no. 07/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt. 16/05/2020, (viii) DNIT no. 08/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt. 16/05/2020. For details visit website https://tripuratenders.gov.in / eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ email — eenlkgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-290/2020-21 (Er. Sujit Sil) Executive Engineer, RD Kumarghat Divisii

NOTICE INVITING TENDER NO:- AE/IES/CC/01/2020-21 Dated:- 15/05/2020

SI.No.	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Time for completion of work
01	Installation of PA system in the Court No.4 of High Court Building. DNIT No:-AE/IES/CC/01/2020-21	Rs. 81774.00	Rs.818.00	15(Fifteen) days

Last date of application for tender form 26/05/2020 up to 4.00 PM. Date of receipt of tender form 27/05/2020 up to 3.00 PM All other details are available in the office of the undersigned.

ICA/C-306/2020-21 Sd/- Illegible Sub-Divisional Officer (Elect) I. E Sub-Division Capital Complex Agartala,West Tripura

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

কৃষকদের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা নামে নতুন প্রকল্প ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা, নামে একটি নতুন প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যে ধানচাষের সাতে যুক্ত কৃষকদের স্বার্থে এই স্কীমটি চালু করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৫ লক্ষাধিক কৃষক ধান চাষের সাথে যুক্ত রয়েছেন। তার মধ্যে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষী রয়েছেন ৪ লক্ষ ৪২ হাজার। মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় এই ৪ লক্ষ ৪২ হাজার প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র ধান চাষীর ধানী জমিকে বীমার আওতায় আনা হবে। বীমার প্রিমিয়ামের সামান্য অংশ কৃষকরা ধার্য করা হয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বনে, যেসব কৃষকের ১ একর বা আড়াই কানি ধানচাষের জমি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কানি প্রতি কৃষকরা বীমার প্রিমিয়াম বহন করবে ১০ টাকা। এক্ষেত্রে কানি প্রতি সরকার বহন করবে ২.১০ টাকা ৯৩ পয়সা। এরূপ প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৯ হাজার। দ্বিতীয় স্ল্যাবে যেসব কৃষকদের ১ হেক্টর পর্যন্ত ধানী জমি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কৃষকদের কানি প্রতি বীমার প্রিমিয়াম দিতে হবে ১০০ টাকা। তাদের ক্ষেত্রে সরকার বহন করবে কানি প্রতি ১২০ টাকা ৯৩ পয়সা। এরূপ ক্ষুদ্র কৃষক রয়েছেন ১ লক্ষ ৩৩ হাজার।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, এজন্য রাজ্য সরকারের বছরে ব্যয় হবে ১৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। একবার প্রিমিয়াম দিতেই আউস, আমন,বরো বীমার আওতায় আসবে। শিক্ষামন্ত্রী জ্ঞান, এই স্কীমটি চালু করার ফলে রাজ্যের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা খুবই উপকৃত হবেন। বন্যা, রোগাক্রমন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ফসল নষ্ট হলে কৃষকরা বীমার সুবিধা পাবেন। মন্ত্রী শ্রীনাথ জানান, প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পে ২ লক্ষ ৩ হাজার ৫৯১জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন। এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত কৃষকরা মোট ১৭৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সহায়তা পেয়েছেন।

উত্তর জেলার পানিসাগর মহকুমায় পি.এম. কিষাণ যোজনার সফল

পানিসাগর, ২০ মে।। দেশে করোনা ভাইরাসের প্রতিযোধে চতুর্থ পর্যায়ের লকডাউন চলছে। ফলে কৃষক শ্রেণীর মানুষ কর্মহীন অবস্থায় আছেন। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী, পি.এম কিষাণ সম্মাণ যোজনা চালু করায় কৃষকরা খুবই উপকৃত হয়েছে।আজ সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে কথা বলে তাদের উপকৃতের কথা জানা যায়। উত্তর জেলার পানিসাগর মহকুমার জলেবাসা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্বরৌয়া দুইনম্বর ওয়ার্ডের ভানু চন্দ্র দেবনাথ জানান, তিনি প্রধানমন্ত্রী কিষাণ নিধি যোজনায় কিস্তিতে দুই হাজার টাকা করে বছরে ৬ হাজার টাকা পেয়েছে। এই লকডাউনের সময় অতিরিক্ত এক কিস্তি পেয়ে খুব খুশি এবং ঐ টাকা দিয়েই বীজাগারে বীজ নিতে এসেছেন। প্রতি কেজি ৬ টাকা ধরে বীজ ধান কিনেছেন। একই মহকুমার রনধীর মালাকার জানান, এই লকডাউনের সময় প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান যোজনায় অতিরিক্ত দুইহাজার টাকা পেয়ে তিনি খুব উপকৃত হয়েছেন।

বীজাগারে সার ক্রয় করতে এসে জলেবাসা গ্রামের বাসিন্দা প্রশান্ত ভট্টাচার্য বলেন, পিএম কিষান যোজনায় লকডাউনের সময় অতিরিক্ত দুই হাজার টাকা দিয়েছে সরকার। এই টাকায় বীজ ধান ক্রয় করতে এসেছি।একই কথা জানান, উত্তর জেলার পানিসাগরের বাসিন্দা সুবোধ নাথও। তারা সবাই দেশের সরকার ও প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

লকডাউনের দরুন ফসলের সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২০ মে।। লক ডাউনের মার। সঠিক মুল্য পাচ্ছেন না উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন সরসপুরের ভেন্ডি চাষীরা। লক ডাউনের কারণে তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বাজারে ও পার্শবর্তী রাজ্য আসামে নিয়ে বিক্রি করতে না পারায় বড্ড অসুবিধায় আছেন কৃষকরা। ১-২ টাকা বিক্রি হচ্ছে ভেন্ডি।সরসপুরের বিশাল এলাকা জুড়ে ভেন্ডির চাষ হয়। এবার ভালো ফলন হলেও লক ডাউনের মারে বিপাকে চাষীরা। কৃষকরা ন্যায্য দাম পাচ্ছে না এমন খবর পেয়ে কদমতলার সমবায় পরিদর্শক সহ ন্যাশনাল ফ্যাক্স কদমতলার চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজারের একটি মিলিত দল এই কৃষিপ্রধান এলাকা সফর করে কৃষকদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। এখানকার চাষীরা আসামের পাথারকান্দি,করিমগঞ্জ, বদরপুরের বাজারে তাদের ফসল তুলতেন। দাম ভালো পেতেন। কিন্তু এবার লক ডাউন চলায় তারা ফসল নিয়ে যেতে পারছেন না। এ বিষয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে কথা বলা হয়েছে, শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে জানালেন কদমতলা সমবায় পরিদর্শক কাজল দত্ত।তবে কৃষকরা এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবী করছেন।

পরিযায়ী শ্রমিক প্রসঙ্গে একযোগে কংগ্রেস ও বিজেপিকে কটাক্ষ মায়াবতীর

লখনউ, ২০ মে (হি. স.): পরিযায়ী শ্রমিক প্রসঙ্গে একযোগে বিজেপি এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হলেন বিএসপি সুপ্রিমো তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী। শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর নাম করে নির্লজ্জভাবে রাজনীতি করে চলেছে বিজেপি এবং কংগ্রেস বলে দাবি করেছেন তিনি। বুধবার এক টুইট বার্তায় মায়াবতী লিখেছেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর নাম করে বিজেপি এবং কংগ্রেস নির্লজ্জভাবে রাজনীতি করে চলেছে। খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে এই দুটি দলই একে অন্যকে দোষারোপ করে মূল বিষয় থেকে জনগণের নজর অন্যত্র সরানোর চেষ্টা করে চলেছে।

কোন প্রকারের প্রচার ছাড়াই বিএসপি কর্মীরা নিরলসভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্যের নাম করে বিজেপি এবং কংগ্রেসের মতো নির্লজ্জ রাজনীতি করছে না বিএসপি। কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে পরামর্শ সুরে বলতে গিয়ে মায়াবতী লিখেছেন, যদি সত্যিই পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে চায় কংগ্রেস তবে তাদের ট্রেনের টিকিট এর ভাড়া দিক এবং যেসকল রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার রয়েছে সেখানে বাসের ব্যবস্থা করুক। উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি উত্তর প্রদেশ পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরা নিয়ে যোগী সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক তরজায় জড়িয়ে পড়েন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী।

সমস্যায় জর্জরিত শান্তিরবাজার মহকুমার রায়পাড়া এডিসি ভিলেজের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। শান্তির বাজার মহকুমা থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত আখামা দেবরায় পাড়া এডিসি ভিলেজ। এই গ্রাম দীর্ঘ অনেকবছরের পুরানো বলে জানাযায়। এলাকাবাসীর কাছথেকে জানাযায় এই গ্রামটি রাজন্য আমলের। এইগ্রামে প্রায় ৩০ পরিবারের লোকজন বসবাসকরে। গ্রামের অধিকাংশ লোকজন টংঘর বানিয়ে কোনোপ্রকার কষ্টের সহিত জীবনজাপন করছে। এইগ্রামে যাতায়তেরজন্য রাস্তা থাকলেও নেই কোনোপরিবহন ব্যাবস্থা। অপরদিকে গ্রামের মধ্যে নেইকোনো বাজার ঘাট। গ্রামের লোকজন বাজার করতেহলে অতিরুক্ত মূল্যে গাড়ী রিজার্ভকরে বাইখোড়া কিংবা শান্তির বাজারে আসতেহয়। গ্রামের লোকজন অসুস্থ হয়ে পরলে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখিনহতেহয়। জানাযায় রায়বাড়ী এডিসি ভিলেজ থেকে বাইখোড়া বাজারে আসতে গাড়ী ভাড়া ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকা দিতেহয়। এতেকরে গ্রামবাসীর বিশেষ অসুবিধার সম্মুখিনহতেহয়। এইগ্রামের লোকজনদের যাতায়তের পাশাপাশি পানীয় জলের বিশেষ অসুবিধার সম্মুখিন হতেহয়। বিশুদ্ধ পানীয়জলের উৎস না থাকার কারনে এলাকবাসীকে পাহাড় এলাকা বেয়ে দুরদুরান্ত থেকে কূয়ারজল সংগ্রহ করে আনতেহয়। এলাকাবাসীর দাবি এই এলাকার উন্নয়নে রাজ্যসরকার যেন সহযোগীতার হাতবাড়ীয়ে দেন।

ভয়াবহ অগ্নিকান্ড থেকে অল্পেতে রক্ষা তেলিয়ামুড়ার মহারাণীপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। বড়োসড়ো অগ্নিকাণ্ড থেকে তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত মহারানী পুর এলাকা। একদিকে যেখানে আমফান সাইক্লোন কারণে গৃহবন্দি মানুষেরা। সেখানে তেলিয়ামুড়া থানা অন্তর্গত নেপাল দাসের বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার পাইপ ছিদ্র হওয়াতে বড়োসড়ো অগ্নিকান্ড থেকে রক্ষা পেল মহারানী পুর এলাকায়। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং এলাকাতে যাতে সুরক্ষিত থাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন দমকল কর্মীরা

বোকাফা ব্লক অন্তর্গত সুবিধাভোগীরা খুশি প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনায়

শান্তিরবাজার, ২০মে ২০২০(পিআইবি)।। এই সময়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে করোনা ভাইরাস এর জন্য চতুর্থ পর্যায়ের লকডাউন চলছে। সারাবিশ্বে করোনা ভাইরাস এর জন্য মহামারীর রূপ নিয়েছে। যার ফলে ভারত সরকার গোটা ভারতবর্ষের লকডাউন ঘোষণা করেন। যদিও অনেক ক্ষেত্রে লকডাউন শিথিল করা হয়। লকডাউন এর সময় বিভিন্ন মানুষের কাজ কর্মে বাধা পড়েছিল যার ফলে মানুষের হাতে টাকা ওই রকম ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা প্রকল্পের ঘোষণা করেন। ওই যোজনার আওতায় বহু মানুষ সুবিধা পেয়েছেন ও বটে। দক্ষিণ জেলার শান্তির বাজার মহকুমার বোকাফা ব্লকের বেতাগা বাজার পাড়ার- গৃহবধূ রত্না দাস, খুকু সরকার শিখা মহাজন" শান্তি কলোনি এলাকার মনিকা ভৌমিক রা জানিয়েছেন, তারা বিনামূল্যে রেশন থেকে মাথাপিছু ৫ কেজি করে চাল সংগ্রহ করেছেন এই চাল পেয়ে খুবই খুশি, পাশাপাশি শান্তি কলোনি গ্রামের ননী ভৌমিক পাড়ার বৃদ্ধা প্রতিভা ভৌমিক ফ্রিতে গ্যাস এবং চাল পেয়ে খুশি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে সকলে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

গো মাতাকে কুপিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ মে।। নিজ বাড়িতে গো মাতাকে কুপিয়ে কাটার ঘটনায় ভুইয়ার মাথা এলাকায় উত্তেজনা চড়মে।জানাগেছে অভিজিৎ ভৌমিক, পিতা তপন ভৌমিক। বয়স আটাশ।বুধবার বিকালে প্রকাশ্যে নিজ বাড়িতে গর্ভবতি অবস্থায় থাকা গো মাতাকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। গবাদিপশুর এইভাবে কুপিয়ে হত্যা করার ঘটনায় গোটা এলাকায় উত্তেজনা। জানা গেছে কুসংস্কারে বশিভুত হয়ে এই পশু হত্যা।শুধু গবাদিপশু নয় কিছুদিন আগে এক মহিলা কেও মারার জন্য দা নিয়ে ধাওয়া করে। এলাকাবাসী জানান পাষন্ড যুবক নাকি কিছুটা মানসিক

ছয়ের পাতায় দেখুন

সাংবাদিকদের মাস্ক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২০ মে।। নিজের উদ্যোগে সমাজের কাজে এগিয়ে এলো এক যুবক। তার নাম অজয় চক্রবর্তী। সে সম্পূর্ণ নিজের খরচে ধর্মনগর মহাকুমা সহ কদমতলা এলাকার বিভিন্ন সাংবাদিকদের হাতে তুলে দেন হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাক্স এবং হ্যান্ড গ্লাভস। প্রায় ৪০ জন সাংবাদিকের হাতে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার এই সামগ্রি তুলে দেয় সে। বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারীর সঙ্গে লড়াই করতে প্রথম সারিতে রয়েছে সাংবাদিকরা। পুলিশ প্রশাসন ও স্বাস্থ্য কর্মী ছাড়া একমাত্র সাংবাদিকরাই বিনা পারিশ্রমিকে সমাজের এই প্রশংসনীয় কাজে এগিয়ে এসেছে। আর উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কর্মরত বিভিন্ন সাংবাদিকদের কথা চিন্তা করেই সে আজ এই

ছয়ের পাতায় দেখুন

এক কোটি ছাড়িয়েছে আয়ুষ্মান ভারত উপভোক্তার সংখ্যা, অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি.স.): দেখতে দেখতে, এক কোটি ছাড়িয়েছে আয়ুষ্মান ভারত উপভোক্তার সংখ্যা। এই খুশির সময় সুবিধাভোগীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, আয়ুষ্মান ভারত উপভোক্তার সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়েছে, এ জন্য প্রতিটি ভারতবাসীকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। দুই বছরেরও কম সময়ে, এই প্রচেষ্টা বহু মানুষের জীবনে ইতিবাচক ছাপ ফেলেছে। আমি সকল সুবিধাভোগী এবং তাদের পরিবারকে অভিনন্দন জানাই। আমি তাদের সুস্বাস্থ্যের কামনা করছি।

প্রধানমন্ত্রী টুইটারে আরও লিখেছেন, আমাদের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং আয়ুষ্মান ভারতের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে কুর্নিশ জানাচ্ছি। তাঁদের জন্যই এই প্রচেষ্টা বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে পরিণত করেছে। এই উদ্যোগ বহু ভারতীয়ের, বিশেষত দরিদ্র ও নিম্নবিত্তদের বিশ্বাস অর্জন করেছে।" টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, আয়ুষ্মান ভারতের সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল বহনযোগ্যতা। সুবিধাভোগীরা ভারতের সর্বত্র উচ্চমানের এবং সাশ্রয়ী মূল্যের চিকিৎসা সেবা পেতে পারেন।

রাশিয়ায় ভেঙে পড়ল মিলিটারি হেলিকপ্টার, পাইলট-সহ মৃত্যু ৩ জনের

মস্কো, ২০ মে (হি.স.): রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর কাছে ভেঙে পড়ল রাশিয়া বায়ুসেনার এমআই-৮ হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টার ভেঙে মৃত্যু হয়েছে পাইলট-সহ ৩ জন ক্রু মেম্বারের। প্রশিক্ষণ অনুশীলনের সময়, মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ (স্থানীয় সময় অনুযায়ী), মস্কো থেকে ৫০ মাইল দূরে ক্লিন শহরের কাছে ভেঙে পড়ে রাশিয়া বায়ুসেনার এমআই-৮ হেলিকপ্টার।

বিবৃতি মারফত রাশিয়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০ মে রাত আটটা নাগাদ প্রশিক্ষণ অনুশীলনের সময় ক্লিন শহরের একটি গ্রাম থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে ফাঁকা স্থানে ভেঙে পড়ে রাশিয়া বায়ুসেনার এমআই-৮ হেলিকপ্টার। মৃত্যু হয়েছে ৩ জন ক্রু সদস্যের। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই এই বিপত্তি।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,৫৩৬ জনের আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ৯১,৮৪৫

ওয়াশিংটন, ২০ মে (হি.স.): আমেরিকায় ফের বাড়ল দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ১,৫৩৬ জন। নতুন করে ১,৫৩৬ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৯১ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

বুধবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,৫৩৬ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা ৯১ হাজার ৮৪৫-এ পৌঁছেছে। মৃত্যুর পাশাপাশি আমেরিকায় বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও, এই মুহূর্তে আমেরিকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১.৬ মিলিয়নের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।

নতুন করে মৃত্যু হয়নি, ৬১ বেড়ে রাজস্থানে করোনা-সংক্রমিত ৫,৯০৬

জয়পুর, ২০ মে (হি.স.): কমছে না বরং প্রতিদিনই বেড়েই চলেছে! রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৬১ জন। স্বস্তির বিষয় হল, নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। নতুন করে ৬১ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,৯০৬। বুধবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বুধবার রাজস্থানে নতুন করে ৬১ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

আক্রান্ত ৬১ জনের মধ্যে জয়পুরে দু'জন, দুঙ্গারপুরে ১১ জন, উদয়পুরে ৩ জন, কোটায় ৬ জন, নাগাউরে ১৭ জন, সিকারে ৮ জন, সিরোহিতে ৪ জন, ঝুনঝুনুতে ৮ জন এবং বরণ ও ঝালাওয়ারে একজন করে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৯০৬-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৩৫৪ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ২৪০৯ এবং মৃত্যু হয়েছে ১৪৩ জনের।

আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজকে মঞ্জুরি দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি. স.): আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজকে মঞ্জুরি দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এ দিনের বৈঠকে আরও একাধিক প্রকল্পকে মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় রাজধানী দিল্লিতে। সেখানে আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজের মঞ্জুরি দেয় মন্ত্রিসভা।এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী বয় বন্দনা যোজনার মেয়াদ বাড়িয়ে ২০২৩ সালের ২১ মার্চ পর্যন্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য তিন লক্ষ কোটি টাকা ঋণের মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে।অসংগঠিত ক্ষেত্রে ১০ হাজার কোটি টাকাকে মঞ্জুর করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় স্তরে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গঠনেরও মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে এই বৈঠকে।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প নিয়ে উচ্ছ্বসিত অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি. স.): আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প উপকৃত হবার সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার নিজের টুইট বার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, দেশের বঞ্চিত ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কাছে এই প্রকল্প আশার আলো হয়ে দেখা দিয়েছে। ভালো মানের চিকিৎসা পরিষেবা যে বিনামূল্যে পাওয়া যায় সেটা অনুভব করতে পেরেছে সাধারণ মানুষ। এই সাফল্যের

আইজিএম হাসপাতালের নির্মণকাজ খতিয়ে দেখলেন বিধায়কের নেতৃত্বে প্রশাসনিক টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। আইজিএম হাসপাতাল রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস এর নেতৃত্বে প্রশাসনের এক প্রতিনিধি দল বুধবার আইজিএম হাসপাতাল চত্বর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা হাসপাতালে নির্মীয়মান বিভিন্ন কাজ করব খতিয়ে দেখেন।

কাজকর্মের ধির গতিতে তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আইজিএম হাসপাতাল চত্বর পরিদর্শনকালে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস বলেন ২০১৩সালে হাসপাতালের নির্মীয়মান প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল।

তিন বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ৬বছর অতিক্রান্ত হলেও নির্মাণ কাজ এখনো শেষ হয়নি। বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন আইজিএম হাসপাতালে নির্মীয়মান কাজের জন্য কোন মাস্টারপ্ল্যান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সে কারণেই কাজ শেষ হতে বিলম্ব হচ্ছে। আইজিএম হাসপাতালে নির্মাণ কাজের দায়িত্বে রয়েছে নির্মাণকারী সংস্থা এল এন টি , নাগার্জুন পি ডাব্লিউ ডি এবং ডি ডব্লিউ এস। নির্মাণকারী সংস্থা গুলির মধ্যে কোন ধরনের সমন্বয় নেই বলেও অভিযোগ করেন আইজিএম হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস। তিনি জানান আইজিএম হাসপাতালে নির্মাণকাজের এই সমস্যা দূর করে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার জন্য ইতিমধ্যেই রোগী কল্যাণ সমিতি ৫/৬ টি বৈঠক সংঘটিত করেছে। রোগী কল্যাণ সমিতির উদ্দেশ্য হল রোগীর চাপ কমিয়ে হাসপাতালে অধিক পরিষেবা প্রদান করা, জিবি হাসপাতালে রেফারের প্রবণতা বন্ধ করা এবং বহির্বিভাগে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা। আইজিএম হাসপাতালে বহির্বিভাগের রোগীদের রেজিস্ট্রেশন করার মতো কোন জায়গা নেই বলেও উল্লেখ করেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। এর ফলে হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা নানাভাবে বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলেও তিনি মনে করেন। এসব বিষয় মাথায় রেখেই রোগীদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা এবং স্টোররুম সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস। বুধবার আইজিএম হাসপাতাল পরিদর্শনকালে বিধায়ক তথা রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান দিলীপ দাসের সফরসঙ্গী ছিলেন জেলাশাসক এবং দফতরের আধিকারিকরা।

শিক্ষায় ডিজিটালাইজেশনের প্রতিবাদে সামিল এসএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। শিক্ষা ক্ষেত্রে ডিজিটাল বৈষম্য বন্ধ করা ও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসাবে রাজ্যেও ছাত্রসংগঠন এসএফআই নিরব আন্দোলন সংগঠিত করে। এ উপলক্ষে রাজধানীর সিটি সেন্টারের সামনে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও একইভাবে নির

আন্দোলন সংঘটিত করেছে ছাত্রসংগঠন এসএফআই। রাজধানীর সিটি সেন্টারের সামনে আন্দোলনে শামিল হয়ে এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব বলেন দেশব্যাপী ডিজিটাল বৈষম্য বন্ধ করতে হবে ও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য রাজ্য -কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেন আরো বলেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছাত্রছাত্রীরা লকডাউন এর ফলে আটকে পড়ে রয়েছে। তাদেরকে নিজ রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিতে তিন মাসের ফি বাতিল করার দাবিও জানিয়েছে ছাত্রসংগঠন এসএফআই। বর্তমান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে সরকারকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জোরালো দাবিও জানিয়েছে এস এফ আই। এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার তাগিদে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল না হয়ে নিরব আন্দোলনে শামিল হয়েছে।

সরকার এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এসএফআই আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

দুঃস্থ মানুষদের খাদ্য সরবরাহ করল পুর্বোদয় সামাজিক সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ মে।। লকডাউনের শুরু থেকে অসহায় মানুষদের পাশে দাড়িয়েছে পুর্বদ্বয় সামাজিক সংস্থা। সংস্থার সাধারণ সম্পাদীকা নিতী দেব নিজে রান্না করে তার সহকর্মীদে,র মাধ্যমে রাতের খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন দুঃস্থু অসহায় মানুষদের হাতে। প্রতি মুহূর্তে সংস্থার সদস্যরা অসহায় মানুষদের সেবায় নিয়োজিত থাকে। রাজ্যে করোনা ভাইরাস মোকাবিলার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালনের জন্য বুধবার পুর্বদ্বয় সংস্থার সিপাহিজলা জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির হল ঘরে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুর্বদ্বয় সামাজিক সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা নিতী দেব।রাজ্যের বিশিষ্ট সমাজ সেবী পাপিয়া দত্ত, জসিম উদ্দিন, অদিতি ভট্টাচার্য, সহ বিশালগড় মন্ডল সভাপতি এবং অন্যানরা অনুষ্টানের জেলা শাসক সহ সিপাহিজলার জেলার অন্তর্ভুক্ত সবকয়টি মহকুমার মহাশাসক এবং আইক্কা দপ্তরের আধিকারিকদের সম্বর্দনা দেওয়া হয়।এই দিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিতী দেব জানান পরিবারের কথা চিন্তা না করে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা সবাই সম্পর্ক জনগনের সেবায় নিয়োজিত থাকে।

তাছারা অনুস্থানে বিশিষ্ট সমাজ সেবী পাপিয়া দত্ত বলেন বর্তমান পরিস্থিতি আমরা যাদের কারণে সুরক্ষিত আছি, নিশ্চিতে ঘুমতে পাচ্ছি আজকের দিনে তাদেরকে কর্নিশ জানাচ্ছি। জেলা শাসক সিকে জমাতিয়া বলেন মুখ্যমন্ত্রী জয়া নিতী দেব জেলা আধীকারিকদের সম্বর্দনা আয়োজিত করেন সেটা আশাতিত ছিল। এতে তিনি খুবই আনন্দিত কাজ করার ক্ষেত্রে সবাইকে উতসাহ জোগাবে। অনুস্টান শেষে নিতী দেব সহ বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে গিয়ে হাসপাতাল আধিকারিকদের সংবর্ধনা জানান।

জঙ্গী যোগ ! জম্মু কাশ্মীর থেকে গ্রেফতার চার

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি. স.): লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গিদের হয়ে সহযোগী হিসেবে কাজ করার জন্য চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের কাছ থেকে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে মুজাফফর আহমেদ দার, মুদাসির আহমেদ লোন, ইউনিস ওজা, নাজির আহমেদ শেখকে জঙ্গিদের সহযোগী হিসেবে কাজ করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে।ধৃতদের কাছ থেকে পিস্তল, গ্রেনেড, বিপুল পরিমাণে গুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জঙ্গিদের রসদ, খাবার, আশ্রয় দিয়ে সহায়তা করেছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বেআইনি কাজকর্ম সঙ্গে যুক্ত থাকার ইতিহাস রয়েছে।

কেরলে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ২৪

নয়াদিল্লি, ২০ মে (হি. স.): বাম শাসিত রাজ্য কেরলে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ২৪। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬৬। বুধবার এই খবরই দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। রাজ্যের ৫৩৩ টি হাসপাতলে ৭৪ হাজার জনকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ১৫৬ জনকে। আক্রান্তদের মধ্যে ১২ জন ভিন রাজ্য থেকে এসেছে। ১১ জন এসেছে বিদেশ থেকে। এদের সংস্পর্শে আসা এক ব্যক্তি করোনা হয়েছে। রাজ্যের সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬৬। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৬১। এদিন সুস্থ হয়েছে পাঁচজন।

উত্তর প্রদেশে উল্টে গেল পিক-আপ ট্রাক, মৃত্যু ৬ জন কৃষকের

এটাহ (উত্তর প্রদেশ), ২০ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের এটাহ জেলায় ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি পিক-আপ ট্রাক। পিক-আপ ট্রাক উল্টে মৃত্যু হয়েছে ৬ জন কৃষকের, এছাড়াও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত কৃষককে সাইফাই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।